NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ চিকিৎসক যামিনী ভূষণ রায় ও তাঁর সেবাধর্ম

সুবোধ সিংয়ের ১৪ দিনের সিআইডি হেপাজত ৫

কলকাতা ৪ জুলাই ২০২৪ ১৯ আষাঢ় ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 4.7.2024, Vol.18, Issue No. 25 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

চোপড়া নিয়ে অস্বস্তিতে বিধায়ক হামিদুল

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোপড়ার ভাইরাল ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই হইচই গোটা রাজ্যে। মহিলাকে রাস্তায় ফেলে অমানবিক মারধরের অভিযোগের পর পরই গ্রেপ্তার হয়েছে অভিযুক্ত জেসিবি। বুধবার আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে এলাকার বিধায়ক হামিদুল রহমানের মন্তব্য ঘিরেই বেশ বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এসবের মধ্যেই বুধবার বিধানসভা চত্বরে দেখা মিলল চোপড়ার তৃণমূল বিধায়কের। বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক এক সময়ে এক এক রকমের উত্তর দিলেন বিধায়ক। কখনও তিনি দুঃখপ্রকাশ করলেন। কখনও বললেন মহিলা অন্যায় করেছেন। তবে জেসিবির কীভাবে এত বাড়াবাড়ি, সেই নিয়ে অবশ্য বিধায়কের জবাব, জেসিবি তাঁর ছত্রছায়ায় ছিল না। চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, 'মহিলার অসম্মান হয়েছে। তার জন্য আমি দুঃখপ্রকাশ করেছি। জেসিবির শাস্তি হওয়া উচিত। আমি মহিলার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন করিনি। যেটা লোকের চোখে পড়েছে সেটাই।' এরপর বিধায়ক আরও বলেন, 'আমি মহিলার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলিনি। মহিলা অন্যায় করেছেন, সেই অন্যায়ের ব্যাপারে বলেছি। আমি নীতি পুলিশ নই।' পাশাপাশি যেভাবে ওই মহিলাকে মারা হয়েছে, সেটাও অন্যায় হয়েছে বলেই মনে করছেন বিধায়ক। চোপড়ায় মহিলাকে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত তাজমুল ওরফে জেসিবিকে ইতিমধ্যেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সেই জেসিবি প্রসঙ্গেও এদিন বিধানসভার বাইরে প্রশ্ন করা হয়েছিল চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ককে। জেসিবির রাজনৈতিক যোগ নিয়ে যে চর্চা শুরু হয়েছে সেই নিয়ে বিধায়কের জবাব, 'তৃণমূল করে। কিন্তু পার্টির কোনও লিডার নয়। জেসিবি আমার আশ্রয়ে ছিল না'

গণপিটুনি আটকাতে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশের প্রেক্ষিতে গণপিটুনির ঘটনা আটকাতে রাজ্য সরকার জেলাগুলির উদ্দেশ্যে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে। রাজ্যের এডিজি আইন শৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা বুধবার সব জেলার পুলিশ সুপার, রেল পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার-সহ পদস্থ আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে নির্দেশিকা জারি করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজ্য জুড়ে গণপিটুনির ঘটনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। হাতে আইন তুলে নেওয়ার এই প্রবণতা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। প্রতিটি থানার পুলিশকে এ ব্যাপারে আরও সক্রিয় হওয়ার পাশাপাশি সিভিক ভলান্টিয়ার এবং ভিলেজ পুলিশকেও আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোনও ঘটনা ঘটলে বা এই জাতীয় ঘটনার সম্ভাবনার কথা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। একইভাবে মানুষের মধ্যে আরও বেশি করে সচেতনতা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। প্রয়োজনে স্থানীয় ক্লাবগুলিকে এ বিষয়ে যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমগুলিতেও বাড়তি নজরদারির কথা বলা হয়েছে। কোনো গুজব বা ভুয়ো খবর ছড়ানো হলে দোষীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও চক্র পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে বলেও মনে করা হচ্ছে। এবিষয়েও নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে আন্ত-রাজ্য চক্রের যোগের সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বিহার এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে অভিযানের কথাও বলা হয়েছে। উত্তেজনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে বিশেষত, নারী ও শিশুদের প্রতিও বাড়তি নজরদারির কথা বলা হয়েছে।

হাথরাসকাণ্ড

বেপাত্তা স্বঘোষিত ধর্মগুরু

মৃতের সংখ্যা বেড়ে এখন ১২১

হাথরস, ৩ জুলাই: হাথরাসে স্বঘোষিত ধর্মগুরুর ডাকা 'সৎসঙ্গে' পদপিষ্ট হয়ে শতাধিক মানুষের প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু তার পর থেকেই বেপাত্তা স্বঘোষিত ধর্মগুরু সুরজ পাল ওরফে নারায়ণ সাকার হরি। ভক্তদের কাছে তিনি ভোলেবাবা নামেই পরিচিত। মঙ্গলবারের ঘটনার পর থেকেই হাথরসের বাসিন্দাদের একাংশের ক্ষোভ গিয়ে পড়েছে ভোলের উপর। তাঁর পোস্টার লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে ইট-পাথরও। এমন ঘটনার বেশ কিছু ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার হাথরাসের মুঘলাগড়ি গ্রামে ওই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্টের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১২১। আহত আরও বহু। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁদের। বুধবার সকালে তাঁদের দেখতে হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। হাথরসের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় গোটা দেশ। নানা প্রশ্ন উঠে আসছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

এদিকে দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে আয়োজিত ওই সৎসঙ্গে ৮০ হাজার লোকের জমায়েতের অনুমতি নেওয়া হলেও, সেখানে যোগ দেন আড়াই লক্ষের বেশি অনুগামী। অনুষ্ঠানের শেষে কাতারে কাতারে ভক্তরা ছুটে যান ভোলে বাবার পায়ের ধুলো ও আশীর্বাদ নিতে। আর তাতেই ঘটে যায় বিপত্তি। ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান ১২১ জন। এই ঘটনায় মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য মাথাপিছু ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার।

ঘটনার পর থেকে বেপাত্তা ভোলে বাবা। উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কার দোষে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। পুলিশ একটি এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। সেই এফআইআরে 'সৎসঙ্গ'-এর আয়োজকদের নাম থাকলেও, সেই ভোলে বাবার নাম নেই। তবে ঘটনার পর থেকেই ভোলেবাবাকে নিয়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মধ্যে।

পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র! তদন্ত কমিটি গঠন করলেন যোগী

লখনউ, ৩ জুলাই: হাথরাসে সৎসঙ্গের অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে ১২১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় কড়া পদক্ষেপের বার্তা মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। এই ঘটনা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হতে পারে বুধবার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মৃত্যুপুরীতে উপস্থিত হয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে যোগী বার্তা দিলেন, গোটা ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করছে রাজ্য সরকার। যার নেতৃত্বে থাকবেন হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি। বুধবার সকালে হাথরাসের দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সেখানেই তিনি বলেন, 'গতকালের দুর্ঘটনায় ১২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি আহত হয়েছেন ১২৫ জন। উত্তরপ্রদেশের হাথরাস, বদায়ু, ইটা, ললিতপুর, মথুরা, পিলিভিট, লখিমপুর খেড়ি-সহ ১৬ টি এলাকার মানুষ এই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত। এছাড়া মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা ও রাজস্থানের একাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এই ঘটনায়।' এর পরই কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিয়ে যোগী বলেন, 'এই ধরনের ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা বলা যায় না। যদি নিছক দুর্ঘটনা হয়, তবে তার জন্য দায়ী কে? যদি পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়ে থাকে তবে কে এই ষড়যন্ত্র রচনা করেছে? সব তদন্ত হবে। প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজই এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।' একইসঙ্গে যোগী বলেন, যে বা যারা এই ঘটনায় দোষী তাদের কেউ ছাড় পাবে না। এই ধরনের ঘটনা যাতে দ্বিতীয়বার ঘটানোর সাহস কেউ না পায় তা নিশ্চিত করবে সরকার। ইতিমধ্যেই তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট আমি পেয়েছি। তবে প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখে গভীর তদন্ত হবে গোটা ঘটনার। এছাড়া পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, এই অনুষ্ঠানের আয়োজককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন।' দুর্ঘটনার পর যে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়েছে সে কথাও স্বীকার করে নেন যোগী। বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হল দুর্ঘটনার পর প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছে সেবাদাররা। এমনকি পুলিশকেও ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পরে প্রশাসন সেখানে ঢুকে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়।'

নিটকাণ্ডে নাম জড়াল কলকাতার, নিউ টাউনে তল্লাশি সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিটকাণ্ডে এবার নাম জড়াল কলকাতার। ধৃতদের জেরা করেই কলকাতা যোগের কথা জানতে পারেন সিবিআই আধিকারিকরা। সেই সূত্র ধরেই বুধবার নিউ টাউনের এক অভিজাত আবাসনে হাজির হয় সিবিআইয়ের একটি দল। বুধবার ওই আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে যায় তারা। দলের সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীও।

সূত্রের খবর, যে ফ্ল্যাটে সিবিআইয়ের দলটি যায়, সেটি অমিত কুমার নামে এক ব্যক্তির। যদিও ফ্ল্যাটটি তালাবন্ধ ছিল। সেই তালা ভাঙতে সিবিআই আধিকারিকেরা এক জন চাবিওয়ালাকেও নিয়ে যান। নিটকাণ্ডের তদন্ত চালাতেই নিউ টাউনে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলটি হাজির হলেওসিবিআই সূত্রে কোনও কিছুই জানানো হয়নি।

নিটের প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় ইতিমধ্যেই বিহার, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাত থেকে বেশ কয়েক জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত এই কাণ্ডে ৩৩ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। গত ২২ জুন সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়। তদন্তভার হাতে পাওয়ার পর বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং মহারাষ্ট্র থেকে মোট সাত জনকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। ধৃতদের জেরা করে এই প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় দুই চক্রীর নাম উঠে এসেছে। তাঁদের মধ্যে সিকন্দর যাদবেন্দু আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। অন্য চক্রী সঞ্জীব মুখিয়ার এখনও হদিশ পায়নি সিবিআই।

সূত্রের খবর, এই সঞ্জীবই প্রশ্নফাঁসকাণ্ডের মূল চক্রী। তদন্তে জানা গিয়েছে, সঞ্জীব বেশ কয়েকটি রাজ্যে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

রাজ্যসভায় মণিপুর নিয়ে জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই: মণিপুর ইস্যুতে নীরব কেন মোদি, দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন তুলছিল বিরোধীরা। অবশেষে উত্তরপূর্বের রাজ্যটির পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী।

মণিপুর প্রসঙ্গে মোদি বললেন, 'মণিপুরে স্বাভাবিকত্ব ফেরাতে সরকার ক্রমাগত কাজ করছে। মণিপুরে ১১ হাজার এফআইআর দায়ের হয়েছে। ৫০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মণিপুরে ধীরে ধীরে হিংসা কমছে। ধীরে ধীরে স্কুল-কলেজ খুলছে। পরীক্ষাও হচ্ছে মণিপুরে।' উত্তর-পূর্ব ভারতেও মোদি সরকার প্রচুর কাজ করছে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী। বললেন, 'পাঁচ বছরে আমরা যা কাজ করেছি, কংগ্রেসের সেই কাজ করতে ২০ বছর লেগে যেত।'

মণিপুরে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার একজোট হয়ে মণিপুরে পরিস্থিতি শোধরানোর কাজ নিরন্তর করে চলেছে। যাঁরা মণিপুরের আগুনে ঘি দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদের আমি সতর্ক করব। কারণ মণিপুরই একদিন ওঁদের প্রত্যাখ্যান করবে। আর মণিপুরে যা হচ্ছে, তার শিকড় অনেক গভীরে। কংগ্রেসের মনে রাখা উচিত, মণিপুরে ১০ বার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হয়েছিল। কিছু তো কারণ থাকবে, যার জন্য এমন হয়েছিল। অথচ কংগ্রেস এই নিয়ে রাজনীতি করতে ব্যস্ত।

চোপড়া নিয়েও সরব মোদি

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই: এদিন চোপড়াকাণ্ডেও সরব হন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, 'আমি কোনও একটি রাজ্যের বিরুদ্ধে বলছি না। তবে সম্প্রতি বাংলার একটি ঘটনা আমি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল ভিডিওয় দেখেছি। এক মহিলাকে রাস্তায় ফেলে সবার সামনে পেটানো হচ্ছে। আমাদের ওই বোন চিৎকার করছেন। কিন্তু সেই চিৎকার কারও কানে পৌঁছচ্ছে না, কেউ তাঁকে বাঁচাতে আসছেন না। উল্টে সবাই ভিডিও রেকর্ড করতে ব্যস্ত। আর যে ঘটনা সন্দেশখালিতে হয়েছে, তার ছবি দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু কাল থেকে কত বড় বড় দিগগজদের কথা শুনলাম। কারও মুখে এ নিয়ে একটি কথাও শোনা গেল না। এর থেকে বড় লজ্জার আর দুঃখের ঘটনা আর কী হতে পারে?'

ভুলে গেলে চলবে না, মণিপুরে পরিস্থিতি, তার সমাধান করতে যদি কেউ আমাদের পাশে দাঁড়াতে চান, আমি তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা জানাব।

জেল থেকে বেরিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন

রাঁচি, ৩ জুলাই: জেল মুক্তির পর ফের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে চলেছেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রধান হেমন্ত সোরেন। জানা যাচ্ছে, জেএমএম, কংগ্রেস এবং আরজেডির বিধায়ক দলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ফের তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী পদে বসানোর হবে। এদিকে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেনকে দেওয়া হবে দলের সভাপতি পদ। বর্তমানে যে পদে রয়েছেন খোদ হেমন্ত। জমি দুর্নীতি মামলায় গত ৩১ জানুয়ারি ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন ঝাড়খণ্ডের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। ইস্তফা দেন মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকেও। তার পরেই ঝাড়খণ্ডের রাজনীতিতে শুরু হয় ডামাডোল। কংগ্রেস, আরজেডি ও অন্যান্য জোটসঙ্গীদের সম্মতিতে চম্পাই সোরেনকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। হেমন্তের ইস্তফার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন চম্পাই। তবে হেমন্তের জেলমুক্তির পর ঝাড়খণ্ডের রাজনীতিতে একাধিক রদবদল নজরে এসেছে। ধীরে ধীরে সরকারি কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করেছেন চম্পাই। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রাজ্যে ১৫০০ শিক্ষকের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার সরকারি অনুষ্ঠান কোনও কারণ ছাড়া হঠাৎ বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর আরও একাধিক কর্মসূচি বাতিল হয়েছে। যা থেকে সম্ভাবনা আরও দৃঢ় হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী পদে রদবদলের। উল্লেখ্য, রাঁচিতে ৮.৮৬ একর জমি বেআইনিভাবে দখল করার অভিযোগ রয়েছে হেমন্তের বিরুদ্ধে। জমি দুর্নীতি ও আর্থিক তছরুপের অভিযোগে হেমন্তকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হেপাজতে যাওয়ার আগেই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন জেএমএম নেতা। তার পর থেকে একাধিকবার তাঁর মামলার শুনানি হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই তাঁর আর্জি ছিল, ভোটপ্রচার করার জন্য অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হোক। কিন্তু সেই আর্জি নাকচ করে দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। এরপর শীর্ষ আদালত থেকে আবেদন প্রত্যাহার করে নেন হেমন্ত। ৫ মাস পর ঝাড়খণ্ড আদালতে জামিন পান তিনি। এদিকে চলতি বছরের শেষেই ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে হেমন্ত সোরেনের মুক্তি ঝাড়খণ্ডের শাসকদল জেএমএমের কাছে যে বড় স্বস্তির তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই নির্বাচনকে মাথায় রেখেই ফের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসে ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় শিবু সোরেনের পুত্র। যার জেরেই মুখ্যমন্ত্রীর সব কর্মসূচি বাতিল করে তা হেমন্ত সোরেনের জন্য তুলে রাখছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন।

প্রোটোকল ভঙ্গ, পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রোটোকল ভঙ্গ করার অভিযোগে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যসচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়ে এই দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে। চিঠিতে জানানো হয়েছে, প্রোটোকল অনুযায়ী মঙ্গলবার রাজ্যপালের উত্তরবঙ্গ সফরকালে জেলা প্রশাসনের এই দুই শীর্ষ আধিকারিকের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু, রাজ্যপাল বাগডোগরা হয়ে শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউসে কয়েক ঘণ্টা থাকলেও শিলিগুড়ির জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার, পুলিশ সুপারের দেখা পাওয়া যায়নি। অভিযোগ, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কোনও পদাধিকারীও উপস্থিত ছিলেন না। একদিন আগে মুখ্যসচিবকে জানিয়ে উত্তরবঙ্গে গেলেও পুলিশ-প্রশাসনের পদাধিকারিদের এই অনুপস্থিতি অস্বাভাবিক বলে দাবি করা হয়েছে। এই কারণেই ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যদিও রাজ্যপালের যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গার্ড অফ অনারও দেওয়া হয় রাজ্যপালকে। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিতে শিলিগুড়িতে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যদিও সেই কর্মসূচির অর্ধেকটা পালন করেই নয়াদিল্লি ফিরে গিয়েছেন রাজ্যপাল।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানি মামলায় পদ্ধতিগত ত্রুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মুখ্যমন্ত্রীর করা কিছু মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বুধবার সেই মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টে। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে শুনানি চলাকালীন রাজ্যপালের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী জানিয়েছেন, রাজ্যপালের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। রাজ্যপাল সম্পর্কে কী মন্তব্য করা হয়েছে, তা ভিডিওতেই দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী। এরপরই সব সংবাদমাধ্যমকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এই মামলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও রয়েছে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের নামও।

আজ আবার শুনানি

রাজ্যপালের আইনজীবী জানিয়েছেন, 'সংবাদমাধ্যমে যা লেখা হয়েছে সেটা ওই ব্যক্তি নিজেই বলেছেন।' এরপরই বিচারপতি রাও প্রশ্ন করেন, 'সংবাদপত্রকে পার্টি করা হয়নি?' এ কথা শুনে আইনজীবী পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'এখানে কি সেটা প্রয়োজনীয়?' বিচারপতির নির্দেশে সব সংবাদমাধ্যমকে মামলায় যুক্ত করা হবে। আজ ফের মামলার শুনানি আছে। কুণাল ঘোষ ছাড়া তৃণমূল দুই জয়ী প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রায়াত হোসেনকেও মামলায় যুক্ত করা হয়েছে। আইনজীবী আর্জি জানান, এরা কেউ যাতে আগামিদিনে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মন্তব্য না করেন। আদালত সূত্রে খবর, আজ এই মামলার পরবর্তী শুনানি। তবে বুধবার রাজ্যপালের দায়ের করা মানহানি মামলায় বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আইনি লড়াইয়ে লড়তে নামতে দেখা যায় দুই প্রাক্তন এজিকেও। মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে আইনজীবীদের যে প্যানেল আদালতে সওয়াল করবেন, সেই দলে ছিলেন জয়ন্ত মিত্র এবং সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দু'জনেই রাজ্যের প্রাক্তন এজি। দু'জনেই মুখ্যমন্ত্রী মমতার আমলে এজি পদ ছেড়েছিলেন। এঁদের মধ্যে পদত্যাগের পর সরাসরি সরকারের প্রতি উষ্মাপ্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল জয়ন্তকে। সৌমেন্দ্রনাথের পদত্যাগ নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছিল বিস্তর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

HOPE INSTITUTE OF BENGAL
Beldubi, Panchla, Howrah
Wanted
Applications are invited for the post of Life Science & Arabic for B.Ed course. Apply within 7 days to - hopeeducational@gmail.com
Eligible as per NCTE Norms.
Contact - 9433262174

নাম-পদবী

গত ২৮/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৩২৬ নং এফিডেভিট বলে Sk Nasir Mondal S/o. Sk Rasidal Haque Mondal ও Sk Nasir Mahammad S/o. Sk R. Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৪৩৬ নং এফিডেভিট বলে Satya Ranjan Samanta S/o. Bijoy Krishna Samanta ও Satyaranjan Samanta S/o. Bijoy Krishn Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

Soumitra Maji and Md Zahid Islam, S/O- Satyaranjan Maji, R/O- Dighasipur, Chakdwipa, Bhabanipur, Purba Medinipur-721666, is the name of same and one identical person vide affidavit no.- 2658 sworn before Ld. Judicial Magistrate (1st class) at Haldia on 22-05-24.

নাম-পদবী

আমি, Hanif Sekh, পিতা Ayej Sekh, সাং কুমারপুর, পোঃ- নটিয়াল, থানা- সাগরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০৮, গত ইংরাজী ০২/০৭/২০২৪ তারিখে S.D.E.M. (S), Berhampore, Murshidabad, আদালতের SL. No. 1788, হলফনামা বলে ঘোষনা করেতেছি যে, আমার স্ত্রীর মৃত্যু শংসাপত্রে, আধার কার্ডে ও ভোটার কার্ডে এবং জমির রেকর্ড-এ নাম Nurechha Bibi Sekh ও Nurechha Bibi এবং Nurefa Bibi লিপিবদ্ধ আছে। Nurechha Bibi Sekh ও Nurechha Bibi এবং Nurefa Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৮/২০ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১০৯৫ নং এফিডেভিট বলে Ram Chandra Ray S/o. Dhayani Ray ও Bhuneswar Rai S/o. Dhayani Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে, আমি ইশিকা পাইত মাতা- রুনু পাইত, সাং- বালিহাটি, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- খড়্গপুর, (লোকাল), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। গত ইং- ০৫/০৬/২০২৪ তারিখে আলিপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফাস্ট ক্লাস) আদালতে ৮১৮৫ নং এফিডেভিট মূলে স্বেচ্ছায় হিন্দু হইতে মুসলিম ধর্মে পরিবর্তিত হইবার পর ইশিকা পাইত হইতে রাইসা খাতুন নামে পরিচিত হইলাম।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ ঠা জুলাই। ১৯ শে আষাঢ়। বৃহস্পতিবার । ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতের দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ। কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পুজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন? আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দুর ভ্রমণে বাধা। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বুদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোস্প্রিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মে কালো পথ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম করুন শুভ হবে।

(আজ স্বামী বিবেকানন্দ র প্রয়াণ দিবস।)

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী মদন কুমার ঘোষ পিতা দুর্গা চরন ঘোষ সাকিম - উত্তর সিমলা, পোঃ- চুঁচুড়া আর.এস., থানা- চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১০২ বিগত ইং 12/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1605/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী স্বপন মন্ডল** পিতা – মনোরঞ্জন মন্ডল, সাং মহেশপুর, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী-712102) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **শ্রী স্বপন মন্ডল** বিক্রয় করিব।

তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- সিমলা, জে. এল.- 16, হাল এল.আর. খতিয়ান – 7380, হাল এল. আর. 284 দাগে বাগান জমি, মোট 15 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি-
শ্রী স্বপন মন্ডল
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

প: ব: সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27/02/2024 তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তার নামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি।
এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি অভিজিৎ ঘোষ পিতা- অক্ষয় ঘোষ সাং- খোট্টাপাড়া বিধুবাবু লেন, পো: কৃষ্ণনগর, থানা: কোতয়ালী, জেলা: নদীয়া দোগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ 92 নং কৃষ্ণনগর মৌজায় সাবেক 310 ও 320 এল. আর 3932, 6 নং খতিয়ানভুক্ত আর. এস 16535 এল. আর 20913 নং দাগে 15 একর জমি গত ইংরাজী 27/09/2016 তারিখে কৃষ্ণগর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-211/2016 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক বিশ্বনাথ ঘোষ পিতা- ভূঁপতি কুমার ঘোষ সাং+পো: গোয়ালদহ, থানা: কোতয়ালী, জেলা: নদীয়া মহাশয় দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি উপরে বর্ণিত সম্পত্তি 21/08/2018 তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত 7323 নং দলিল বলে শান্তি ঘোষ স্বামী- অক্ষয় ঘোষ সাং- খোট্টাপাড়া বিধুবাবু লেন মহাশয়কে বিক্রয় করি। এমতাবস্থায় শান্তি ঘোষ মহাশয়া কৃষ্ণনগর-1 বি. এল এন্ড এল.আর.ও অফিসে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিবে। এবিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির 15 দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। M: 9593247730

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা বাতিল

আমার মক্কেলগণ **হালিমা বিবি** স্বামী-সেখ হাসেম আলি এবং **ফতেমা বিবি** পিতা- সেখ হাসেম আলি দলিল রেজিস্ট্রি হইয়াছে ২৬/০৪/২০২২ যার সিরিয়াল নং ১৭১৮/২০২২ দলিলটা তে দলিল নং পড়ে ২/৫/২০২২ যার বুক নং ১ ভলিউম নং ০৬১৩-২০২২ পেজ নং ৪০২৮১ থেকে ৪০৩১১ দলিল নং ১৭৬১ তারিখ ০২/০৫/২০২২ এ ধনিয়াখালী এ.ডি.এস.আর রেজিস্ট্রি অফিসে **পার্থ পাল** পিতা-বঙ্কিম পাল সাং-রূপরাজপুর,পোস্ট-চোপা, থানা- ধনিয়াখালী কে আমমোক্তার হিসাবে দলিল করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা ঘোষণা করিতেছেন যে, অদ্য হইতে উক্ত আমমোক্তারনামা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। উক্ত আমমোক্তারনামা বলে যদি কেহ কোন কাজ করেন তাহা হইলে তাহা সর্বত্র, সর্বাদালতে বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। আমমোক্তার গ্রহীতার কোনও দাবি বা বক্তব্য থাকিলে ধনিয়াখালী এ.ডি.এস.আর অফিসে বা আমাকে চিঠি দিয়া জানাইবেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে।

বি. দত্ত
এ্যাডভোকেট
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, হুগলী, চুঁচুড়া
Enrolment No :WB1506/73

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ শুভদীপ বারিক, দিপালী রায়, সুজয় দাস ও শিল্পী বারিক ১৮/০১/২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া D.S.R OFFICE এর ০২৫৮/২০২৪, ০২৫৯/২০২৪, ০২৬০/২০২৪ নং কোবালা দলিল মূলে ১) মুরুলী শীট, ২) রুমা পাল, ৩) আন্না শীট, ৪) অরুপ শীট, ৫) অপর্ণা সরকার, ৬) কৃষ্ণ কেশব নন্দী, ৭) সোনালী নায়েক, ৮) আনন্দ গোপাল চীনা, ৯) নন্দলাল চীনা, ১০) দিপালী ধুয়া উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE ২০১৬৪/২০২৩ নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া পাতাকোলা মৌজার ২৩৭ নং খতিয়ানভুক্ত ৭৯৯ নং দাগে ০.০৩৩০ একর (শুভদীপ বারিক), ০.০৫৪১ একর (সুজয় দাস ও শিল্পী বারিক), ০.০৩৩০ একর (দিপালী রায়) এবং ৮০০ নং দাগে ০.০২৮৫ একর (সুজয় দাস ও শিল্পী বারিক) জমিন ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L. & L.R.O-I অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Abhishek Chaudhuri
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No. F/423/652/2017
02.07.2024

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Nandanpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Gopalpur, Nadia. **NIT NO- 01/15th FC/ UNTIED/ 2024-25, 02/ 15th FC/TIED/2024-25.** Last date of submission **08.07.2024 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Nandanpur Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

আমি শিবানী যাদব, স্বামী- ব্রঁজেশ কুমার, পিতা- চাঁমরা দেহেরী, সাং+ পোঃ- ভাজনঘাট, থানা- কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, বিবাহের পূর্বে আমি শিবানী দেহেরী, পিতা- চাঁমরা দেহেরী বলিয়া পরিচিত ছিলাম । বিবাহের পর আমি শিবানী যাদব, স্বামী- ব্রঁজেশ কুমার বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। ০২.০৭.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ৯০৫ নং এফিডেভিটবলে শিবানী যাদব ও শিবানী দেহেরী একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, এই সকল ব্যক্তিগন খড়গপুর (শহর) থানার অন্তর্গত ৮৮ নং জে. এল. ভুক্ত, দেওয়ানমাড়া মৌজায় আর. এস. ৪৫৪ দাগ যাহা এল.আর. ৭৯১ দাগের সম্পত্তি পৈতৃকওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ নামিত রেকর্ড প্রস্তুত করিয়া একাধিক ব্যক্তিকে আমমোক্তারনামা দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহার বিস্তারিত বিবরণ সহ খবরের কাগজে প্রকাশ করিবার জন্য দেওয়া হইল। যথাক্রমে-

(১) শ্রী অনিল কুমার কলামুড়ি, পিতা- স্বর্গীয় গোবিন্দ চন্দ্র কলামুড়ি, সাং- মানিকপুর, পোঃ- মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, গত ইংরাজী ১৯/০৩/২০২৪ তারিখে খড়গপুর এ. ডি. এস. আর. অফিসের ১ নং বহির ২৩৭২ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন শ্রী অশোক কুমার খাটুয়া, পিতা- অনন্ত কুমার খাটুয়া, সাং-নিরঞ্জনবাড়, পোঃ- রাখাজঙ্গল, থানা- খড়গপুর (শহর), জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।

(২) শ্রী ভবানী ঘোষ প্রঃ ভবানী প্রসাদ কলামুড়ি, পিতা-স্বর্গীয় গোবিন্দ চন্দ্র কলামুড়ি, সাং- মানিকপুর, পোঃ- মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, গত ইংরাজী ১৩/১২/২০২৩ তারিখে খড়গপুর এ. ডি. এস. আর. অফিসের ১ নং বহির ১০৫৫০ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন শ্রী মনোজ বাজপাই, পিতা-স্বর্গীয় রাম বাজপাই, সাং-৩৬ পাড়া খরিদা, পোঃ-খড়গপুর, থানা- খড়গপুর (শহর), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর।

(৩) শ্রী সুশীল কুমার কলামুড়ি, পিতা-স্বর্গীয় গোবিন্দ চন্দ্র কলামুড়ি, সাং- ধাদকি, পোঃ-শাকপাড়া, থানা- খড়গপুর (লোকাল), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, গত ইংরাজী ২৯/০৪/২০২৪ তারিখে খড়গপুর এ. ডি. এস. আর. অফিসের ১ নং বহির ৩৪১২ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন শ্রী মনোজ বাজপাই, পিতা-স্বর্গীয় রাম বাজপাই, সাং- ৩৬ পাড়া খরিদা, পোঃ- খড়গপুর, থানা-খড়গপুর (শহর), জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।

(৪) শ্রীমত্যা মনোরমা কলামুড়ি, শ্রী শংকর প্রসাদ কলামুড়ি, শ্রীমতী মিনতী কলামুড়ি ও Kirti Gajbhiye, সর্বগন মিলিত ভাবে গত ইংরাজী ১১/০৭/২০২৩ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুর ডি. এস. আর. ২ নং রেজিষ্ট্রি অফিসের ১ নং বহির ৫৩৯৯ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন শ্রী রামকৃষ্ণ কলামুড়ি, পিতা-স্বর্গীয় অজিত কুমার কলামুড়ি।

উপরোক্ত চারটি আমমোক্তারনামা মুলে খড়গপুর (শহর) থানার অন্তর্গত ৮৮ নং জে. এল. ভুক্ত, দেওয়ানমাড়া মৌজায় আর. এস. ৪৫৪ দাগ যাহা এল. আর. ৭৯১ দাগের সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বি. এল. এণ্ড এল. আর. ও. খড়গপুর- ১ নং মহাশয়কে লিখিত ভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে নতুবা কাহারো কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Koushik Kar,
Advocate
Enrolment No- F-839 / 1109 of 2014.
Mob- 7001931854

E-TENDER

E- Tender invited by the Prodhan, Betai -I Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity), P.O- Betai, Nadia. **NIET NO. 01/15 CFC (UNTIED) (24)/2024-25/ BT -1/1e, 02/15 CFC(TIED WATER) (12)/ 2024-25/BT - 1/2e, 03/15 CFC (TIED SANITATION) (24)/2024-25/BT - 1/3e.** Last date of submission **08.07.2024 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd- Prodhan,
Betai -I Gram Panchayat.

E-TENDER

E- Tenders invited by the Prodhan, Harekrishnapur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Joyrampur, Nadia. **NIET No.01/15TH CFC/ Harekrishnapur/ 2024-25,** Last date of submission **23.07.2024 Up to 6p.m.** For details contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Harekrishnapur Gram Panchayat.

E-TENDER

E- Tenders are invited by The Prodhan, Chhitka Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill & P.O- Chhitkadaspara, Nadia. **NIET No- ET- 01/15th FC (Tied)/ Chh/24-25, ET- 02/15th FC(Untied)/Chh/24-25,** Last date of submission - **10.07.2024 up to 12a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Chhitka Gram Panchayat.

E-TENDER

E- tender are invited by the Prodhan, Patharghata - II Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat samity), Taranipur, Nadia. **NIT No.01/15th CFC Untied Fund 2024-25, 02/15th CFC Tied Fund 2024-25, 04/15th CFC Tied Fund 2024-25,** Last date for submission **12.07.2024 upto 2p.m.** For details please contact the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Patharghata - II Gram Panchayat.

E-TENDER

E- Tender invited by The Prodhan, Palsunda-I Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Palsunda, Nadia. **NIET- 481/ PAL-I/15TH CFC/2024, 484/ PAL-I/15TH CFC/2024.** Last date of submission **18.07.2024 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Palsunda-I Gram Panchayat.

E-TENDER

E- tender invited by the Prodhan, Madhugari Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Kachharipara, Nadia. **NIET NO. 01/15th FC/2024-2025,** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **11.07.2024 up to 17p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Madhugari Gram Panchayat.

E-TENDER

E - tenders are invited by the Prodhan, Hogalbaria Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Rajapur, Nadia. **NIT NO. 01/15th CFC (UNTIED)/ 2024-25, 02/15th CFC (TIED)/ 2024-25.** Last date of submission **15/07/2024 up to 6.00 pm.** For details please contact this office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Hogalbaria Gram Panchayat.

E-TENDER

E- Tenders are invited by The Prodhan, Murutia Gram Panchayat (Under Karimpur– II Panchayat Samity) Baliadanga, Nadia. **NIET NO. 01/15th CFC UNTIED/2024-25, 03/15th CFC TIED/2024-25.** Last date of submission **16.07.2024 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan,
Murutia Gram Panchayat.

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী আশিষ মান্না পিতা ফকির মান্না সাং- মাদারপুর, পোঃ- আবাস, জেলা -পশ্চিম মেদিনীপুর । বিগত ইং- ১৮.০৪.২০২৪ তারিখে ডি. এস. আর মেদিনীপুর অফিসে রেজেষ্ট্রীকৃত ৯৬০/২০২৪ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে (**১. মিঠুন রায়,** পিতা-৺প্রভাস রায়, সাং- বাগপিছলা, পোঃ+ থানা- শালবনী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর। **২. শুভঙ্কর শীল**, পিতা রামকৃষ্ণ শীল, সাং- মিত্র কম্পাউন্ড, শহর+পোঃ+থানা - মেদিনীপুর, জেলা -পশ্চিম মেদিনীপুর। এবং **৩. সেখ মিরাজ**, পিতা- মৃত সেখ ভলু, সাং- বাড়ুয়া, পোঃ- ভাদুতলা, থানা- মেদিনীপুর, জেলা -পশ্চিম মেদিনীপুর) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি আমমোক্তার নামা বলে আমরা **১. শ্রী সৌমেন দত্ত**, ২. **শ্রীমতী ঝুম্পা সিংহ দত্ত** এবং **৩. অপরাজিতা দত্ত**, সাং- বড়ডাবচা, পোঃ- সাতবাকুড়া, থানা - গড়বেতা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, মহাশয়/মহাশয়াকে ৯৭৫/২০২৪ এবং ৯৭৬/২০২৪ নং দলিল মূলে মোট (৪২+১৩)=৫৫ শতক ডি.এস.আর মেদিনীপুর অফিসে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- শালবনী, মৌজা কুতুরিয়া, জে.এল. নং- ৫০৫, রিঃ জরিপে খতিয়ান নং- ৭৫, হাল - ৩২৩, ৩২৪. এল. আর. জরিপে ৪২৬ নং দাগে পরিমান ৫৭ শতক সম্পত্তি হইতেছে । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন আগামী ১ মাসের মধ্যে ।

ইতি- **মিঠুন রায়, শুভঙ্কর শীল, সেখ মিরাজ** (আমমোক্তার)

NOTICE

In the Court of District Delegate, Kharagpur
Succession Case No.17/2024.

Sri **Ashok & others** ....Petitioners.
-Vs-
Workshop Personnel Officer, Workshop, S.E. Railway, PO + P.S - Kharagpur (T), Dist - Paschim Medinipur. .... Opposite Party.

Notice is hereby given to all concerned that the abovenamed Petitioner Sri **Ashok**, S/O Late Bijoy along with his Co- Petitioners has filed the above Succession Case in the above Court, in the estate of his mother Smt. **Sunita**, W/O Late Bijoy, worked as Technician Gr.II, T.No. -14160, S.E. Rly. Work shop, Kharagpur to receive her Railway Settlement dues, amounting to Rs 11,47,965=00.
If anybody has any objection he/she may file such objection in the above Court on **13.08.2024**, failing which the case will be heard ex- parte.

Sd/- **Madan Mishra**
Sherestadar
Kharagpur Sub-division Court.
Paschim Medinipur.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পড়াশুনার ফাঁকে কাঠের রথ তৈরি করে পরিবারের পাশে আন্দুলের শুভম

রাজীব মুখোপাধ্যায়

সকলের শৈশব থেকে কৈশোর একভাবে কাটে না। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে হামেশাই আর্থিক ঝড়-ঝাপটা লেগেই থাকে। আর তা সামলেই জীবনে টিঁকে থাকার লড়াই চলে সর্বক্ষণ। সেই লড়াইয়ের মধ্যেই তৈরি হয় এক অদম্য ইচ্ছে ও জেদ, যার উপর ভর করে অক্লান্ত পরিশ্রম করেই সমাজে নিজের ও পরিবারের গ্রাসচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করতে করতেই কেটে যায় অনেক অজানা অচেনা শৈশব।

ঠিক এভাবেই হাওড়ার আন্দুল এলাকার বাসিন্দা শুভম চৌধুরীর নিজের শৈশবও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে নড়বড়ে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে। পরিবারের অর্থনৈতিক হাল ধরতে পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেদের পারিবারিক ব্যবসাতে হাত লাগিয়েছে হাওড়ার আন্দুলের দক্ষিণ মহিারি চাঁদনী বাগান এলাকার বাসিন্দা বছর ১৭-এর কিশোর শুভম। রথ যাত্রার এখনও এক মাস বাকি। হাতে বেশি সময় নেই। তাই তড়িঘড়ি রথ তৈরিতে মন দিয়েছে এই কিশোর। নিজের হাতের তৈরি রথ বিক্রি করে পরিবারের পাশে আর্থিকভাবে দাঁড়াতে পারাই এখন শুভমের একমাত্র লক্ষ্য।

কিশোর থেকে যৌবনের দিকে পথচলা শুভম চৌধুরী বর্তমানে নবম শ্রেণীর ছাত্র। ছোটবেলায় বাবা যখন রথ তৈরি করতে বসতেন। ছুট্টে চলে গিয়ে বাবার কাছে রথ বানানো শিখত শুভম। সেই ছিল হাতে খড়ি। এখন বিগত চার বছর সে নিজেই রথ বানাচ্ছে।

রথ তৈরির কাঁচামাল কিনে সে নিজেই রথ বানিয়ে বিক্রি করে। তার থেকে যা আয় হয় বেশিরভাগটা সংসার চালানোর কাজে দিয়ে দেয় কিশোর শুভম। প্রত্যেক বছর ২০টা করে রথ তৈরি করলেও, এই বছর কয়েকটা বেশি বানাচ্ছে কিছু বাড়তি লাভের আশায়। কোনো বছর বিক্রি ভালো না হলে পরের বছরের অপেক্ষায় থাকে সে। তাই প্রতি বছরের মতই এই বছরেও একরাশ আশা নিয়ে পেরেকের মাথায় হাতুড়ি মেরে রথ তৈরিতে ব্যস্ত ওই স্কুল পড়ুয়া।

ছেলের এই জীবন সংগ্রামের লড়াইয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন বাবা বাপন চৌধুরী। তিনি বলেন, 'সারা বছর কাঠের কাজ করি। রথের সময় এলে আগে নিজে বানিয়ে বিক্রি করতাম। সেই কাজ ছেলে শিখে নিয়ে এখন সে নিজেই রথ বানায়। লেখাপড়ার পাশাপাশি এই কাজ করে। কাঁচা মালের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য রথের দামটাও বাড়ছে।' কথিত আছে, রথের দড়িতে টান পড়লে পাপ ক্ষয় হয়। তবে রথ বানিয়ে নিজের ভাগ্যের চাকা কবে ঘুরবে তা জানে না ছোট্ট শুভম। অগত্যা তার ভাগ্যের চাকা না ঘুরলেও, ছোট শুভমের তৈরি রথের দড়িতে টানপড়লে তবেই চলবে তাঁর সংসার বলাই যায়।

হাওড়ার দুই শিশুর হাতে আঁকা ছবিতে আপ্লুত মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের আগে ১২ মে হাওড়ার সাঁকরাইল মাঠে জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর সেই জনসভাতে মোদিকে চাক্ষুস দেখতে বাবা-মায়ের হাত ধরে এসেছিলেন হাওড়া শহরের দুই খুদে বাসিন্দা বাণী এবং উন্নতি শর্মা। ওই সভাতে নিজের হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ছবি এঁকে সভাসথলেই তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন উন্নতি। নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার তিন মাস পর, হঠাৎ করেই যেন সেদিনের পরিশ্রমের ফসল ঘরে এল। পরিশ্রম করে হাতে আঁকা ছবি ফল দিল। উন্নতি শর্মাকে তার চিত্রকর্মের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ডাকযোগে শংসাপত্র পাঠিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পরিবারের সদস্যরাও বেজায় খুশি। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সময় বোন বাণী শর্মার সঙ্গে সামনাসামনি কথাও বলেছিলেন উন্নতি।

বাণী এবং উন্নতি শর্মা দুই বোনই সেদিনের জনসভাতে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও এবং প্রধানমন্ত্রীর নিজস্বী ছবি পেন্সিল স্কেচ করে দু হাতে তুলে ধরেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর চোখ এড়ায় নি, তিনি তাঁর বক্তব্য মাঝপথে বন্ধ করে দেন এবং মঞ্চ থেকেই তাঁদের দুজনকে আশ্বস্ত করেন যে তিনি অবশ্যই তাদের ছবি তুলবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী তার প্রতিনিধিকে দুটি মেয়ের কাছে ছবি আনতে পাঠান। প্রতিনিধি তাদের কাছ থেকে ছবি তুলতে শুরু করলে দুজনেই কান্নাকাটি শুরু করেন। এটা দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রীও।

এসএমই বৃদ্ধিতে জোর কোটাক মাহিন্দ্রার

কলকাতা: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক গোটা পূর্বাঞ্চল-সহ কলকাতায় এসএমই ব্যবসাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা রাঁচি, কলকাতা, জামশেদপুর, ভুবনেশ্বর এবং কটক-সহ পূর্বাঞ্চলের প্রধান জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করেছে। এসব এলাকায় নতুন শাখা খুলে এসএমই খাতকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্ব দিচ্ছে। কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের এসএমই প্রেসিডেন্ট শেখর ভান্ডারি বলেন, 'এসএমই আমাদের ব্যবসা বৃদ্ধির কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কলকাতা ও পূর্বাঞ্চল এসএমই-কে বাড়ানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। ভারতের ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য এসএমই অপরিহার্য।'

বোম্বে শার্টের আউটলেট এবার কলকাতায়

কলকাতা: পুরুষদের পোশাকের জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ব্র্যান্ড বোম্বে শার্ট কোম্পানি। এবার তাদের এক্সক্লুজিভ আউটলেট অপেন করা হল কলকাতায়। ইউনিট নং ৩সি, জেসমিন টাওয়ার্স, ৩১, শেক্সপীয়ার সারণি রোডে অবস্থিত তাদের এই স্টোর। সমস্ত ধরণের পোশাক পাওয়া যাবে এখানে। দেশের মধ্যে এই নিয়ে ২২ তম স্টোর খুলল এই কোম্পানি।

২০১২ সালে ভারতের প্রথম অনলাইন কাস্টম-মেড শার্ট ব্র্যান্ড হিসাবে বোম্বে শার্ট কোম্পানি যাত্রা শুরু করে। সব রকমের বৈচিত্র্যময় পোশাকে সহজেই আকৃষ্ট হন ক্রেতারা। পোশাকগুলির মধ্যে রয়েছে কাস্টম-মেড, রেডিমেড শার্ট, টেইলার-মেড ব্লেজার, ড্রেস প্যান্ট, চিনোস, জিন্স।

বোম্বে শার্ট কোম্পানির সিইও অক্ষয় নার্ভেকার জানান, 'প্রায় ৫ বছরের যাত্রায় আমাদের এখানে কোনও দোকান নেই। প্রতিবার যখন আমরা একটি দোকানের উদ্বোধনের কথা ঘোষণা করে থাকি, আমাদের সমস্ত গ্রাহকরা জানতে চান কবে আমরা কলকাতায় দোকান খুলছি। তাই আমি অত্যন্ত আনন্দিত স্টোরটি অপেন করতে পেরে।'

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৪ জুলাই ২০২৪ ১৮ আষাঢ় ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

নিট কেলেঙ্কারিতে এবার জড়াল বাংলার নাম

নিজস্ব প্রতবেদন: নিট কেলেঙ্কারির তদন্তে বিহার, গুজরাত, মহারাষ্ট্রের নাম উঠে এসেছিল আগেই। এমনকি সামনে আসে ঝাড়খণ্ডের নামও। এবার নাম জড়াল বাংলারও। স্নাতক স্তরে ডাক্তারির এই প্রবেশিকা পরীক্ষার কারচুপির ঘটনায় ঝাড়খণ্ডে তদন্তের সময় নিউটাউনের বাসিন্দা অমিত কুমারের নাম সামনে আসে। এরপর বুধবার সকালে তাঁর নিউটাউনের আবাসনে হানা দেয় সিবিআই। তবে অমিতের ফ্ল্যাট তালা বন্দি থাকায় প্রথমে ঢুকতে বেগ পান আধিকারিকরা। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ফ্ল্যাটে ঢোকেন তাঁরা। তবে সিবিআই সূত্রে খবর, অভিযুক্তের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এখন বঙ্গের সর্বস্তরেই প্রশ্ন উঠেছে, কে এই অমিত কুমার বা তাঁর পেশা কী? সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্নও উঠেছে নিট কেলেঙ্কারির সঙ্গে তাঁর নাম কী করে জড়াল তা নিয়েও। এদিকে ডাক্তারির এই প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে তোলপাড় দেশ। ঝড় ওঠে সংসদে। শেষ পর্যন্ত জুন মাসে সিবিআইকে তদন্তের ভার তুলে দেয় কেন্দ্র। তদন্তে নেমে একাধিক বিভিন্ন

রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাকদের গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ঝাড়খণ্ডেও তদন্তে নামে সিবিআই। কারণ, প্রাথমিক অনুমান করা হচ্ছে ঝাড়খণ্ড থেকেই প্রথম প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল। এরপর তা মিডলম্যানদের মাধ্যমে বিহারে পৌঁছয়। পরীক্ষার আগের রাতে তা পৌঁছয় পড়ুয়াদের কাছে। আর এই ঝাড়খণ্ডে তদন্ত চলাকালীন উঠে আসে অমিত কুমারের নাম। অমিত কুমার নিট প্রশ্ন পত্র ফাঁসে অন্যতম অভিযুক্ত বলেই দাবি সিবিআই আধিকারিকদের।

শর্তসাপেক্ষে রাজভবনের বাইরে শুভেন্দুর ধরনার অনুমতি আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিস্তর টানাপোড়েনের পর রাজভবনের বাইরে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ধরনার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, আগামী ১৪ জুলাই রাজভবনের নর্থ গেট থেকে দশ মিটার দূরে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করতে হবে শুভেন্দু অধিকারীকে। তবে সেখান থেকে করা যাবে না কোনও উস্কানিমূলক মন্তব্য। সকাল দশটা থেকে চার ঘণ্টা ধরনায় বসতে পারবেন শুভেন্দু। ৩০০ লোক নিয়ে ধরনায় বসতে পারবেন তিনি। বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানান, রাজভবনের সামনে শুভেন্দু শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে পারবেন। সঙ্গে এও নির্দেশ দেন, বিজেপির কোনও নেতা

বা কর্মী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যেতে পারবেন না।

প্রসঙ্গত, ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে রাজভবনের সামনে ধরনায় বসতে চেয়েছিল বিজেপি। ওই চত্বরে ১৪৪ ধারা জারি থাকায় কলকাতা পুলিশ সেই অনুমতি দেয়নি। এরপরই পুলিশের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। বিজেপির যুক্তি ছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও গত বছর অক্টোবর রাজভবনের সামনে পাঁচ দিন ধরনায় বসেছিলেন। সেই সময় পুলিশের তরফে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র বিজেপি নেতা বলেই শুভেন্দুকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়। শেষে রাজভবন চত্বরে অবস্থানের অনুমতি দেয় রাজ্য সরকার। জানানো হয়, আগামী রবিবার অর্থাৎ ৩০ জুন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারী ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে আক্রান্তদের নিয়ে অবস্থানে বসতে পারেন। কিন্তু দিন নিয়ে আপত্তি ছিল বিজেপি বিধায়কের। শেষ পর্যন্ত ১৪ জুলাই ধরনার দিন চূড়ান্ত হল।

মুখ্যসচিব অনুমতি না দিলে পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবিরেশ ভট্টাচার্যদের জামিন মামলায় সরকারি আধিকারিকদের সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে মুখ্যসচিবের অনুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু সে ব্যাপারে কিছুই জানানো হয়নি রাজ্য সরকারের তরফে। সেই কারণে এবার এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের বক্তব্য জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহার ডিভিশন বেঞ্চ এও জানিয়ে দিয়েছে, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকাকে এ বিষয় উত্তর দিতে হবে। মুখ্যসচিবের উত্তরের জন্য জামিন মামলা আটকে থাকবে না। আগামী ১১ জুলাই থেকে রোজ জামিন মামলা শোনা হবে।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুনীর্তি মামলায় নেতামন্ত্রী ছাড়া একাধিক সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন জেলবন্দি। কিন্তু মুখ্যসচিবের অনুমতি ছাড়া তাঁদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা যাচ্ছে না। অনুমতি দিতে দেরি হওয়ার জন্য মুখ্যসচিবকে প্রথমে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়। তাতেও তিনি হাজির না হওয়ায়, তাঁকে আদালত সশরীরে হাজির হওয়ার কথা বলে। এরপর গত মে মাসের শুনানিতে আদালতে বড় প্রশ্নের মুখে পড়ে সিবিআই। কারণ, সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে অন্তত দুজনের নিয়োগকর্তা রাজ্যপাল। তাহলে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমতি রাজ্যের মুখ্যসচিব কীভাবে দেবেন এই ইস্যুতেই।

এই প্রসঙ্গে বুধবারের শুনানির সময়ে সিবিআই-এর আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী জানান, ‘রাজ্যপাল ইতিমধ্যেই অনুমোদন দিয়েছেন। মুখ্য সচিবের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।’ এদিকে মামালকারীদের আইনজীবী সওয়াল করতে গিয়ে জানান, জামিন মামলায় অনুমোদন দরকার বলে সিবিআই সময় নষ্ট করছে। জামিনের জন্য এক বছরের বেশি সময় জেলে থাকতে বাধ্য হচ্ছে অভিযুক্তরা। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘৭ মে উত্তর চাওয়া হয়েছিল। এখন জুলাই মাস। উত্তর এখনও মেলেনি। আমরা দ্রুত উত্তর চাই ওঁর কাছে। এরপর আর কোনও অজুহাত শোনা হবে না। যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।’ এদিকে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, আইনজীবীরা চাইলে জামিন মামলা শুরু হতে পারে। মুখ্যসচিবের অনুমোদনের জন্য জামিন মামলা আটকে থাকবে না। শুধু তাই নয়, এদিন সিবিআইকে-ও তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

জগদ্দলের তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল থানার ভাটপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মোমিনপাড়া এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে ২টি তাজা বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। বুধবার সকালে তৃণমূল কার্যালয়ের পাশেই একটি পরিত্যক্ত ঘরের কোণে বালির বস্তার আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বোমাগুলি। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে জগদ্দল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জায়গাটি ঘিরে দেয়। সিআইডি-র বম্ব স্কোয়াড এসে ঘটনাস্থল থেকে তাজা স্টিলের কৌট বোমা দুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে কারা, কেন ওখানে বোমা মজুত রেখেছিল, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

বিজেপির মহিলা কর্মীকে কোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপির মহিলা কর্মীর মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের লোকজনের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে বাসুদেবপুর থানার কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর অন্নপূর্ণা ঘ্যাস মাঠ এলাকায়। গুরুতর জখম ৩৮ বছরের রূপা দেবনাথকে ব্যারাকপুর বি এন বোস হাসপাতাল থেকে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ঘটনার সূত্রপাত পাড়ার কলে জল নেওয়াকে কেন্দ্র করে। বিজেপি কর্মী রূপা দেবনাথের সঙ্গে কলতলায় ঝামেলা হয় এক প্রতিবেশীর সঙ্গে। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা বাধে। আক্রান্তের দাবি, বিজেপি করার অপরাধে তাকে মারধর করা হয়েছে। এমনকি মারের হাত থেকে বাদ

যায়নি তাঁর অসুস্থ মা ও ভাই। তাঁর আরও অভিযোগ, ঘরে ঢুকে ভাঙচুর চালিয়ে, দুধের বালতি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাসুদেবপুর থানার পুলিশ। কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমীর চক্রবর্তী বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। পারিপার্শ্বিক কোনও গন্ডগোলের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় এখন রাজনৈতিক রঙ চড়ানো হচ্ছে। প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

পথ কুকুরদের উপর অত্যাচারে নয়া আইনে কঠোর সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথ কুকুরদের উপর হামলা, বিষ দিয়ে মেরে দেওয়ার প্রবণতা বন্ধে নতুন আইন এনেছে কেন্দ্র। এতদিন এই ধরনের ঘটনায় মূলত আইপিসির ৪২৮ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করত পুলিশ। তাতে সর্বোচ্চ সাজা ছিল ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড। কিন্তু, এবার ভারতীয় আইন সংহিতার ৩২৫-এ ধারায় সাজার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। নয়া এই আইনে পথ কুকুরদের উপর হামলা, বিষ প্রয়োগ, পঙ্গু করে দেওয়ার মতো অপরাধ করলে অভিযুক্তকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা এমনকী উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার কথাও বলা হয়েছে। জরিমানার পরিমাণ ঠিক করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আদালতকে। এতেই আশার আলো দেখছেন পশু প্রেমীরা।

নতুন আইন প্রসঙ্গে আইনজীবী অভিষেক মুখোপাধ্যায় বলেন,

‘৪২৮ নম্বর ধারায় খুব সামান্য টাকার বিনিময়েই জামিন পাওয়া যেত। কিন্তু, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনে সর্বোচ্চ সাজা ৫ বছর পর্যন্ত করার কথা বলা হয়েছে। জরিমানার পরিমাণ ঠিক করবে আদালত। এতে পোষ্যদের উপর আক্রমণের ঘটনা কমবে।’

কলকাতা পুলিশের এক কর্তা বলেন, ‘পোষ্যদের বিরুদ্ধে হামলা সংক্রান্ত অভিযোগ এলে তা গুরুত্ব দিয়েই দেখা হয়। সাজা বৃদ্ধি হলে এই অত্যাচার অনেকটা কমবে বলে আমাদের ধারণা।’ দমদমের একটি পথ কুকুরদের সংগঠনের প্রতিনিধি অসীম চৌধুরীর কথায়, ‘অনেকদিন আগে এই পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। কারণ, পথ কুকুরদের উপর হামলার ঘটনা বাড়ছে।’ লাভ অ্যান্ড কেয়ার ফর অ্যানিম্যালস-এর অন্যতম কর্তা সুস্মিতা রায় জানান, ‘আগে মাত্র দশ টাকা জমা দিয়ে এই মামলা থেকে জামিন পাওয়া যেত। এই আইনে সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে। সাজার মেয়াদও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভালো হয়েছে।’ দীর্ঘদিন ধরে পথ কুকুরদের জন্য লড়াই চালিয়ে আসছেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। তিনি মনে করেন, ‘শুধু সাজার মেয়াদ বাড়ালেই হবে না। যদি তাই হতো, তাহলে শহরে আর খুন, চুরির মতো অপরাধ ঘটত না। ফলে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সচেতনতা বাড়ানোটাও ভীষণ জরুরি।’

কাবুলিওয়ালার হুমকি, বিভ্রান্ত পুলিশ, মামলা গড়াল আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: থানা না বললেও মামলা গ্রহণ করল আদালত। মামলার সূত্রপাত, কাবুলিওয়ালার থেকে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়ার ঘটনায়। লেক গার্ডেন্সের এক বাসিন্দা এক কাবুলিওয়ালার থেকে ঋণ নেওয়ার পর সুদ-সহ আসলের সিংহভাগই মিটিয়ে দেন। বাকি ছিল মাত্র ২৫ হাজার। সেই টাকা আদায় করতে ওই ব্যক্তির স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেন ওই কাবুলিওয়ালা। কুরুচিকর মন্তব্যও করেন তিনি। প্রাণভয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে থানায় এফআইআর নিতে গড়িমসি করা হয় বলে অভিযোগ। আইপিসি ধারায়, নাকি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনে মামলা রুজু হবে, তা নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ে থানার অফিসারেরা। শুধু লেক গার্ডেন্সের ঘটনাই নয়, শহরে বেশ কয়েকটি থানায় একই রকমের সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি করছেন নাগরিকদের একাংশ। শহরের বিভিন্ন থানাগুলিতে মামলা দায়ের করতে যে সমস্যা হচ্ছে, সেই বার্তা পৌঁছেছে লালবাজারেও।

আইনজ্ঞদের মতে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনে কী কী বদল আনা হয়েছে, নতুন আইনের কোন

ধারায় মামলা করলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে, তাতে পুরোপুরি সড়গড় হননি আইন রক্ষকরা। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পরে অভিযোগ জানাতে বলা হচ্ছে। লেক গার্ডেন্সের ওই ব্যক্তি গত ২৭ জুন থেকে থানায় ঘুরছেন। শেষে থানার উপরে ভরসা না রাখতে পেরে সরাসরি আলিপুর আদালতের দ্বারস্থ হন। বিচারক তাঁর আবেদন গ্রহণও করেন।

এদিকে গত ৩০ জুন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বাতিল হয়ে যায়। ১ জুলাই থেকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইন চালু হয়। অভিযোগকারীর আইনজীবী প্রশান্ত মজুমদার বলেন, ‘এখন থানায় মামলা দায়ের নিয়ে একটা অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। পুলিশকর্মী এবং সাধারণ মানুষ আইন নিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। সে কারণে আমার মক্কেল আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।’ আগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৫ ধারায় তোলাবাজির অভিযোগ আনা হতো। ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় তা বদলে ৩০৮(৩) ধারা হয়েছে। এ রকম ভাবেই মারধর, হুমকির ধারাগুলিরও পরিবর্তন হয়েছে। এদিন আবেদনপত্রে নতুন ধারাগুলি উল্লেখ করা হয় বলে সূত্রের খবর।

এদিকে সূত্রে খবর, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম আইনের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পেতে আইনজ্ঞদের দিয়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে লালবাজারের তরফে। থানার অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নতুন আইনে এফআইআর করতে সমস্যা হলে, সিনিয়র অফিসার বা আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে হবে।

স্বাস্থ্যভবনের তলব ন্যাশনালের অধ্যক্ষ ও সুপারকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পুলিশি অতিসক্রিয়তার ঘটনায় ন্যাশনালের অধ্যক্ষ ও সুপারকে বুধবার স্বাস্থ্যভবনে ডাকা হয়। রবিবার পরিস্থিতি খতিয়ে না-দেখেই আচমকা রোগী-পরিজনের উপর লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার জল গড়ায় নবান্নে।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, নবান্ন থেকে এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যভবনের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। রবিবারের পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনার পর সোমবার প্রহৃত রোগী-পরিজন লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। হাসপাতালের চিকিৎসক ও রোগীর পরিজন উভয়েই দু’পক্ষের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে। রোগী-পরিজনের সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ন্যাশনাল কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবারই ডিনের নেতৃত্বে একটি ৫ সদস্যের অনুসন্ধান কমিটি তৈরি করে।

এদিকে লালবাজার সূত্রে খবর, লাঠি চালানোর ঘটনায় বেনিয়াপুকুর থানার সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ যে পুলিশকর্মীদের চিহ্নিত করা হয়েছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছেন পুলিশ কর্তারাও। আপাতত তাঁদের ডিউটি থেকে বিরত রাখা হয়েছে। পুলিশকর্তারা জানাচ্ছেন, বচসার সময়ে চিকিৎসক-নার্সরা ডেকেছিলেন বলেই পুলিশকর্মীরা গিয়েছিলেন। তবে এই ধরনের ঘটনা সামনে থেকে সিভিক ভলান্টিয়ারের সামাল দিতে যাওয়ার কথা নয়। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, ন্যাশনাল কর্তৃপক্ষের থেকে স্বাস্থ্যভবন জানতে চেয়েছে, সংশ্লিষ্ট রোগীর কী চিকিৎসা হয়েছিল, তাঁর পরিজন কী অভিযোগ জানিয়েছিলেন হাসপাতালকে, চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত, গত রবিবার বুকে ব্যথা নিয়ে শাহনাজ বেগম নামে পার্ক সার্কাস এলাকার এক রোগিণীকে আনা হয় ন্যাশানালের জরুরি বিভাগে। সেখানে ইমার্জেন্সি অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে তাঁকে একটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। তার পরেই হাত ফুলে যায় রোগীর। এ নিয়ে প্রশ্ন তোলে রোগীর পরিবার। কর্তব্যরত নার্সের কাছে গেলে ওই নার্স দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। ডাক্তার-নার্সরা পুলিশ ডাকলে, পুলিশ এসেই ওই পরিবারকে ধাক্কা মারে এবং লাঠিচার্জ করতে করতে জরুরি বিভাগ থেকে বের করে দেয়।

আরাবুল জামিন পেলেও উচ্ছ্বাস নেই ভাঙড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঁচ মাস পরে অবশেষে বুধবার জেল থেকে ছাড়া পেলেন আরাবুল। তবে আরাবুলের এই মুক্তিতে তাঁকে নিয়ে কোনও উচ্ছ্বাসই চোখে পড়ল না ভাঙড়ে। শুধু তাই নয়, ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নেমপ্লেট থেকে এ দিনই আরাবুল ইসলামের নেমপ্লেট সরিয়ে নেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, এই বছর ৮ ফেব্রুয়ারি আরাবুল ইসলামকে গ্রেফতার করে উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ। পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিজয়গঞ্জ বাজারে এক আইএসএফ কর্মীকে খুনের মামলায় গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তারপর আরও ন’টি মামলা দায়ের হয়েছিল আরাবুলের বিরুদ্ধে। সেই সমস্ত মামলায় আগেই জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এ বার খুনের মামলায় আরাবুলকে দু’লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন দিল হাইকোর্ট। এরপর পোলেরহাট, ভাঙড় থানা এলাকার আরও কয়েকটি মামলায় নাম জড়ায় আরাবুলের। তাঁকে জেরা করতে একাধিকবার নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ। পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আরাবুল। এমনকী তাঁর স্ত্রী জাহানারা বিবিও আরাবুলের বিরুদ্ধে কী কী মামলা রয়েছে, তা জানতে চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন।

এবার আরাবুল জামিন পাওয়ায় দৃশ্যতই স্বস্তিতে তাঁর পরিবার। আরাবুলের ছেলে হাকিমুল ইসলাম বলেন, ‘মহামান্য হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।’ এ দিকে, আরাবুল জেলে থাকায় লোকসভা ভোটের ঠিক মুখে তাঁকে ভাঙড় ২ ব্লক তৃণমূলের আহ্বায়ক পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল দল। লোকসভায় আরাবুলকে ছাড়াই ভাঙড় থেকে তৃণমূল ভালো মার্জিন পায়। দলীয় পদ আগেই গিয়েছিল, এরপর ৯ জুন ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সোনালি বাছাড়কে কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই সময়ে বলা হয়েছিল, সভাপতি জেলে থাকায় পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম ঠিক ভাবে হচ্ছে না। তাই এই সিদ্ধান্ত। এ বার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরাবুল যেদিন জামিন পেলেন, সেদিনই তাঁর নামাঙ্কিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বোর্ড খুলে ফেলা হল। তবে কেন এমন সিদ্ধান্ত তা নিয়ে অবশ্য কেউ মুখ খুলতে চাননি। সহ-সভাপতিকে পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব দেওয়ায় সোনালি বাছাড় এখন বসছেন আরাবুলের চেয়ারে। আর তাঁর পাশে বসে পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালনায় মতামত রাখছেন আরাবুল-বিরোধী বলে পরিচিত খইরুল ইসলাম।

এদিন আরাবুলের জামিন প্রসঙ্গে ভাঙড়ের পর্যবেক্ষক শওকাত মোল্লা বলেন, ‘এটা বিচারাধীন বিষয়। জামিন যে কেউ পেতেই পারেন। তবে আরাবুল ইসলাম দলের কোনও পদে নেই। তাই তাঁকে নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথাও নেই।’ আরাবুলের জামিনের খবরেও কোনও উচ্ছ্বাস চোখে পড়েনি ভাঙড়ে। তাঁর অনুগামীরা কেউ কোনও মিছিল করেননি। তবে কী ঘাসফুল শিবিরে ভাঙড়ের ত্রাস আরাবুলের কদর কমল?

বন্ধ শ্মশান ঘাট চালুর দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রায় চার বছর ধরে বন্ধ ভাটপাড়ার মুক্তারপুর শ্মশান ঘাটের বৈদ্যুতিক চুল্লি। ফলে দাহ করার ক্ষেত্রে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন ভাটপাড়ার মানুষজন। শুধু তাই নয়, ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোলঘর নেতাজী পল্লীর হিন্দুদের সমাধি ক্ষেত্র বহু বছর ধরে বেহাল দশায় পরিণত। শ্মশান ঘাট চালু এবং হিন্দুদের সমাধি ক্ষেত্র সংস্কারের দাবিতে বুধবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যারাকপুর জেলার কাঁকিনাডা কাঁকিনাড়া প্রখণ্ডের পক্ষ থেকে ভাটপাড়া পুরসভায় স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাঁকিনাড়া প্রখণ্ডের সম্পাদক সুরেন্দ্র বর্মা বলেন, ‘মুক্তারপুর শ্মশান ঘাট চার বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। অথচ বৈদ্যুতিক চুল্লি মেরামতি করা হচ্ছে না। গোলঘরে হিন্দুদের সমাধি ক্ষেত্রের অবস্থা খুব খারাপ। রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে চারদিক আগাছার জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। আলো কিংবা পানীয় জলের ব্যবস্থা ওখানে নেই। অবিলম্বে এই সমাধি ক্ষেত্র সংস্কার করা দরকার।’

রাজ্যে আরও এক ছাত্রের রহস্যমৃত্যু, সিবিআই তদন্তের দাবি পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার রাজ্যে আরও এক ছাত্রের মৃত্যুতে ঘনীভূত হল রহস্য। এই ঘটনাতেও পুলিশি তদন্তে ত্রুটির অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারসথ মৃতের পরিবার। আদালত সূত্রে খবর, তাঁরা ওই মামলায় সিবিআই তদন্তও চেয়েছেন।

আদালত সূত্রে খবর, ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদের নওদা এলাকার রহমানিয়া মিশনে। সেখানকার ক্লাস সিক্সের এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় স্কুলের হস্টেলে। গত ১ মে হস্টেলে ঘরের জানলার রড থেকে গলায় গামছার ফাঁস বাঁধা অবস্থায় ১১ বছরের ওই বালকের দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের দাবি, ওই ছাত্র গলায় গামছার ফাঁস বেঁধে ঝুলে পড়ে। তার বাড়ির লোকজনকে খবর দেওয়া হয় সে দিন সন্ধ্যায়। ওই ঘটনায় পুলিশি তদন্তে সন্তুষ্ট না-হয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় পরিবার। বিচারপতি অমৃতা সিনহার আদালতে ওই মামলার শুনানিতে, মৃত ছাত্রের পরিবারের আইনজীবী নীলাদ্রিশেখর ঘোষ জানান, পরিবার খুনের অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ আত্মহত্যার কথা জানিয়েছে। খুনের অভিযোগের কোনও তদন্তই হয়নি। মৃতের পরিবারের আইনজীবীর বক্তব্য, মৃতের শরীরে বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, তার উল্লেখও রয়েছে ময়নাতদন্ত রিপোর্টে। এর পরেও চিকিৎসক ওই ঘটনা আত্মহত্যা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন তাঁর রিপোর্টে। এ দিন শুনানি শেষে বিচারপতি সিনহা বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, ‘১১ বছরের ছেলে সুইসাইড করেছে! এটা একটু অস্বাভাবিক না?’ তদন্তে পুলিশ কী কী পেয়েছে, আদালত সেটা জানতে চায়। রাজ্যে সরকারের কৌঁসুলি জানান, ‘হস্টেল থেকে পুলিশ সিসিটিভি ক্যামেরার কিছু ফুটেজ সংগ্রহ করেছে, সে সব কাজে লাগানো হচ্ছে তদন্তে।’ এদিকে মৃতের পরিবারের আইনজীবী বলেন, ‘মৃতের দেহে ক্ষতচিহ্ন দেখে এবং আর কিছু তথ্য পেয়ে থানায় আমরা খুনের অভিযোগ দায়ের করি। সেই সব তথ্য থানাকে দেওয়ার আগেই তারা বিষয়টি আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে। পুলিশ সত্যিই কতটা নিরপেক্ষ তদন্ত করবে, সেই ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।’

এরপরই বিচারপতি সিনহা নির্দেশ দেন, সিসিটিভি ক্যামেরার ওই সব ফুটেজ পুলিশ মৃতের পরিবারের আইনজীবী ও রাজ্য সরকারের কৌঁসুলিকে দেখানোর। তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট পরবর্তী শুনানি, ১৬ জুলাই আদালতে জমা দিতে হবে পুলিশকে। তবে ঘটনার দিন স্কুলের হস্টেলের সিসিটিভি ক্যামেরার যে ফুটেজ পাওয়া গিয়েছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় মৃতের পরিবারের তরফে। সেই ফুটেজের মাঝখানের কয়েক সেকেন্ড ডিলিট করে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা মৃতের পরিবারের আইনজীবীর। পরিবার চাইছে, সম্পূর্ণ ফুটেজ আদালতের সামনে আসুক।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আইআইটি খড়্গপুরের ছাত্র, অসমের তিনসুকিয়ার ফয়জান আহমেদের দেহ হস্টেল থেকে উদ্ধারের ঘটনাকে প্রথমে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা হয়েছিল। পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ফয়জানের দেহের দ্বিতীয় বার ময়নাতদন্তের পরে মাথায় ভারী কিছুর আঘাতে মৃত্যুর কথা জানান মেডিকোলিগ্যাল এক্সপার্ট অজয় গুপ্ত।

উত্তরবঙ্গে ফের প্রবল বর্ষণের সতর্কতা, আশঙ্কা দুর্যোগের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গে ফের প্রবল বর্ষণের সতর্কতা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মূলত মেঘলা আকাশ। কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। পাশাপাশি কয়েক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতার কথাও শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বিশেষত, উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টি চলবে। মূলত উপরের দিকের পাঁচ জেলায় অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে আগামী রবিবার পর্যন্ত অতিভারী বৃষ্টিপাত হবে। মালদা ও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে হাওয়া অফিস সূত্রে খবর। সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা সামান্য কমতে পারে।

নির্ধারিত সময়ের ছ’দিন আগেই সারাদেশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করেছে। সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা বিহার থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রভাবেই

প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে বিহার, উত্তরবঙ্গ, সিকিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে। চলতি সপ্তাহে ফের দুর্যোগে দুর্ভোগের আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে। নামতে পারে ধস। নতুন করে জলস্তর বাড়ার আশঙ্কা নদীগুলিতে। হাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, জোড়া ঘূর্ণাবর্ত তৈরি ফলে বৃষ্টি আরও বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী কয়েকদিনেই তা টের পাওয়া যাবে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কলকাতাতেও হবে বৃষ্টি।

সম্পাদকীয়

দেশের বারোটার জায়গায় চোদ্দটা বেজে যায়, কিন্তু সরকার সেটা বোঝার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন

একটা কাজকে চূড়ান্ত সুন্দর করে শেষ করতে গেলে কাজের সাথে যুক্ত সবাইকে আন্তরিকভাবেই সেদিকে খেয়াল রাখতে হয় এবং কোথাও কোন বিচ্যুতি দেখলেই সেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। এখন কেন্দ্রীকরণের সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত মানুষ বা প্রতিষ্ঠান কিন্তু এই রীতিতে বিব্রত বোধ করে। তারা সব সময়ের জন্যে তাদের নামে, তাদের কাজে জয়ধ্বনির আশায় অপেক্ষা করে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ঘিরে ফেলে তারা, যারা দ্রুত বুঝে ফেলে রাজা/রাণী কি শুনতে চায়। দেশের বারোটার জায়গায় চোদ্দটা বেজে যায়, কিন্তু রাজা/রানী সেটা বোঝার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন কারণ ততদিনে তারা তোষামোদে বাহিনীর হাতের পুতুল হয়ে গেছেন। যদিও আমাদের মত দেশে জন্ম থেকে মৃত্যু সরকারকে থাকতেই হবে, যদি সরকার গরীব মানুষকে সামান্য হলেও সাপোর্ট দিতে চায় তাদের দৈনন্দিন জীবনে। রাজ্যে রাজ্যে মন্ত্রীসভাগুলোর অনেকগুলোই কখন যেন মুখ্যমন্ত্রী মুখী হয়ে গেছে। আর দেশের মন্ত্রীসভা চালান তো দুজন বড়জোর দুজন বা তিন জন। এই চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক গণতন্ত্রের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক সেটা সময় জবার দেবে নিশ্চয়ই। ভোটের আগে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা শুরু করার দরকার হলে বোঝা যায় দেশে একটা দপ্তর আছে যার নাম প্রতিরক্ষা দপ্তর, যার মন্ত্রীকে বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। 'বিদেশমন্ত্রী' পদটা আছে না উঠে গেছে কত জন জানেন সন্দেহ আছে, কিন্তু বিদেশে কাটানোর মন্ত্রী আছে এটা এখন অনেকে জেনে গেছে। কোভিড ১৯ এর উপদ্রব না শুরু হলে অনেকেই জানতেন না প্রধানমন্ত্রী সেই মূহুর্তে কোথায় আছেন- দেশে না বিদেশে! লাগাতার বিদেশ ভ্রমণ করতে করতেও যে দেশ চালানো যায় (কেমন চলছে সেটা পরের প্রশ্ন) সেই শিক্ষাও নতুন। যাইহোক যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটা হলো দেশজুড়ে কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক নিয়ে। বাজেটের আগে পরে জানা যায় যে দেশে বা রাজ্যে একজন অর্থমন্ত্রীও আছেন। কেন্দ্রীকরণের এই বাড়াবাড়িতে বিপন্নতা বোধ করছেন সাধারণ মানুষ। বিপন্ন মানুষকে হাত ধরে রাস্তা পার করানোর কাজটা সরকারের। তাই মানুষের দাবী সরকার চাই, তবে এমন কেন্দ্রীভূত সরকার চাই না। চারদিকে এখন এক দমবন্ধ করা পরিবেশ, মানুষ মুক্তি চাইছে এই হাঁফ ধরা ধোঁয়াটে পরিবেশ থেকে।

বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন বাংলার কিংবদন্তি মুখ্যমন্ত্রী !

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিধানচন্দ্র রায়ের (১.৭.১৮৮২-১.৭.১৯৬২) নাম মূলত দুটি কারণে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এখনও এজন্য তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রথমত, ১৯৪৮ থেকে তিনি আমৃত্যু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর (দ্বিতীয়) গুরুদায়িত্ব সফল ভাবে পালন করে নজির সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তাঁকে 'আধুনিক বাংলার রূপকার' বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর পরিকল্পনাতেই দুর্গাপুর, কল্যাণী ও বিধাননগর উপনগর গড়ে তোলা হয়েছে। অন্য যে-পরিচয়টি তাঁকে প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব করে তুলেছে, সেটি হল তাঁর চিকিৎসক পরিচিতি। ভারত সরকার তাঁর জন্মদিনটিকে 'জাতীয় চিকিৎসক দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর আরও যেসব উল্লেখযোগ্য পরিচয় রয়েছে, সেগুলি হল কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র (১৯৩১-৩২) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৪২) প্রভৃতি। এছাড়া তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী হিসাবেও পরিচিত হতে পারতেন। শিলং হাইড্রো ইলেকট্রিক কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন তিনি। এছাড়া জাহাজ, বিমান ও ইপিয়ারেন্স ব্যবসার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ফলে জাতীয় জীবনে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিধানচন্দ্রকে ভারত সরকার ১৯৬১-র প্রজাতন্ত্র দিবসে 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত করে তাঁকে উপযুক্ত স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু এতসবের পরেও বলতে হয়, বিধানচন্দ্র রায় আজও অনাবিষ্কৃত হয়ে রয়েছেন। তাঁকে 'আধুনিক বাংলার রূপকার' বলে, কিংবা, তাঁর জন্মদিনকে 'জাতীয় চিকিৎসক দিবস' হিসাবে পালন করেই তাঁর প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। তিনি আজও মেঘে ঢাকা তারা। তাঁকে যেমন আবিষ্কারের প্রয়োজন রয়েছে, তেমনই তাঁর আদর্শকে পাথেয় করে অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা জরুরি ।

আজও বাংলার উন্নয়নে বিধানচন্দ্রের অবদানকে পরম শ্রদ্ধায় সঙ্গে স্মরণ করা হয় ঠিকই, কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করে বাকি উন্নয়নের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা প্রতিফলিত হয় না। অর্থাৎ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই আমাদের দায় সারার মানসিকতা আজও সজীব, কিন্তু তাঁকে মেনে চলার ফুরসৎ আমাদের নেই। অন্যদিকে তাঁর পরিচয় খ্যাতিতে মোড়া। অর্থাৎ বিধানচন্দ্রের রক্ত-মাংসের মানুষের অস্তিত্বকে তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার কারণে অস্বীকারের মাত্রায় অসাধারণের মোড়কে ব্যতিক্রমী করে রাখা হয়েছে। অথচ তাঁর মহাজীবনকে রক্তমাংসের মানুষের আধারে ছড়িয়ে দিলে সেই মহানুভবতায় অপরকে সামিল করা সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। সেদিক থেকে তিনি কত বড় মাপের চিকিৎসক ছিলেন, তার চেয়ে একজন চিকিৎসককে কত বড় মাপের মানুষ হতে হয় তার আলোয় তাঁকে অনুভব করা এই সময়ের প্রেক্ষিতে একান্ত জরুরি। যেখানে মানুষের দুবেলা আহার জোটে না, সেখানে শারীরিক রোগের চিকিৎসা করা বিলাসিতারই সামিল। সেদিক থেকে শরীরের চিকিৎসার পূর্বে মানুষের অভাবের চিকিৎসা করা একান্ত প্রয়োজন। তা না-হলে অনাহারে অপুষ্টিতে দরিদ্র মানুষের কঙ্কালসার দেহই আমাদের সামনে ব্যঙ্গচিত্রের আস্বাদন বয়ে এনে আমাদের অমানবিক দিকের পরিচয়কেই প্রকট করে তুলে ধরে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় রোগীর মুখ দেখেই তার নিদান দিতে পারতেন। কেননা তিনি অনায়াসেই তাঁর মহানুভবতায় রোগীর অন্তরে প্রবেশ করে অন্ত্রের সঙ্গীন অবস্থায় পৌঁছাতে পারতেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরিসরে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে আসায় বিধানচন্দ্রের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গকে নতুন করে গড়ে তোলার অবকাশ ছিল এবং তা তিনি স্বকীয় প্রতিভায় সম্পন্ন করেছেন। এমনকি, তিনি তাঁর মহানুভবতায় বিরোধী দলেরও শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছিলেন। সেরকম দৃষ্টান্ত আজ সত্যিই বিরল। আর তাই তাঁর মহানুভবতার আলোয় আমাদের পথ চলার সোপান তৈরি করা একান্ত কাম্য। কেননা নিজের কৃতকর্মের মাধ্যমে কীভাবে একজন শাসক শাসিতের হৃদয়ে আপনার জন হয়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক পরিচয়ের শক্ত আবরণে আবৃত থাকা সত্ত্বেও তাকে অনাবৃত করে কী করে সকলের সামনে আত্মপরিচয়কে মেলে ধরা সম্ভব, তার দৃষ্টান্ত তিনিই আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সুযোগ্য ব্যক্তির দৌলতে কোনো পদ কীভাবে আমজনতার হৃদয়ের আসনে পরিণত হতে পারে, তার নিদর্শন তো মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। আজ যখন ক্ষমতার অলিন্দে পদে আসীন ব্যক্তিমাত্রই আমজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং মানুষের অশ্রদ্ধার কারণ হয়ে ওঠেন, তখন তাঁকে বেশি করে মনে পড়ে। আসলে সেক্ষেত্রে পদে আসীন ব্যক্তিমাত্রেই সেই পদ হয় আপদ, নয় বিপদ হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সেই পদের মধ্যে নিজেকে নিরাপদ ভেবে বসার বাতিক ভর করে। সেক্ষেত্রে পদের গুরুত্ব আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। সেখানে এই ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনৈতিক আসরে বিধানচন্দ্র রায়ের মতো শাসকের বড়ই প্রয়োজন। কথায় আছে ক্ষমতার আসনে বসলেই মানুষের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। সেই চেহারার নিকষে বিধানচন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি খাঁটি সোনা। আমাদের এই ভেজালের দিনে ২৪ ক্যারেট সোনার প্রত্যাশা করতেও ভয় হয়। সেখানে চিরকুমার বিধানচন্দ্রের সুবর্ণগোলক মহানুভব আমাদের সদাই পরশপাথরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেজন্য তাঁর প্রতি বাৎসরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কৃত্রিমতাকে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁর মহানুভবের রসদকে আমজনতার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া ভীষণ প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাগরময় ঘোষের 'একটি পেরেকের আত্মকাহিনী' বড়ই অপ্রতুল মনে হয়। কেননা তিনি যে মহানুভবতার অফুরন্ত খনি। সেই খনির দিকে বারে বারেই আমাদের চোখ ফেরাতে হবে, হাত পাততে হবে, আবার অনুসন্ধানও চালাতে হবে। তাতে নির্ভেজাল মনের তৃষ্ণা অন্তত একটু হলেও বৃদ্ধি পেলে জীবনধন্য হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

চিকিৎসক যামিনী ভূষণ রায় ও তাঁর সেবাধর্ম

ডাঃ শামসুল হক

এই বাংলার গৌরব তিনি। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯০৫ সালে এম. বি ডিগ্রি অর্জন করার পর আবার অধিকারী হন এম. এ. আর.এস ডিগ্রিরও। তাই নিজ অধ্যবসায়ের দৌলতেই সেই মানুষটি তখন প্রতিথযশা একজন চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিতও হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, নিজে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কৃতী একজন ছাত্র হয়েও কেন যে আয়ুর্বেদিকের প্রতি এতখানি ঝুঁকে পড়েছিলেন সেটাই কেউ সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেননি। পরবর্তীকালে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হিসেবে প্রচুর সুনামও অর্জন করেছিলেন তিনি। আর সেই সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণও। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষেরই শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে তাঁর সেদিনের সেই মহা সংগ্রামের কথাও ভোলা যাবে না কখনই। আর মানুষও তাঁকে স্মরণে রাখবেন তাঁর অকৃত্রিম ত্যাগ, মানবসেবা এবং নতুন নতুন অনেক সৃষ্টির কথা ভেবেও।

তিনি ডাঃ যামিনীভূষণ রায়। যদিও ডাক্তার হিসেবে নয়, চিকিৎসা জগতে তাঁর মূল পরিচয় একজন কবিরাজ হিসেবেই। ১৮৭৯ সালের ১লা জুলাই জন্ম তাঁর খুলনার পয়োগ্রামে। প্রাথমিক পর্বের লেখাপড়া শুরু গ্রামের স্কুলেই। তারপর চলে আসেন কলকাতা শহরে। ভর্তি হন ভবানীপুর সাউথ সুবার্বান হাই স্কুলে। সেখানে শেষ হয় তাঁর মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনার কাজ। তারপর স্নাতক হন সংস্কৃত কলেজ থেকে। সংস্কৃতের উপর করেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও।

তারপরই তাঁর মাথায় চাপে অন্য নেশা । এমনিতেই ছাত্র হিসেবে ভীষণ মেধার অধিকারীও ছিলেন তিনি। তাই কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি শাস্ত্রে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধাই হয়নি তাঁর। চালিয়ে যান পড়াশোনার কাজ এবং ১৯০৫ উত্তীর্ণ হন এম.বি পরীক্ষাতেও। সেখানেই কিন্তু থেমে থাকেনি তাঁর ডিগ্রি প্রাপ্তির নেশা। পরে কৃতিত্বের সঙ্গে অর্জন করেন এম.এ. আর.এম ডিগ্রিও।

এবার শুরু হয় চিকিৎসক যামিনীভূষণ রায়ের পেশাদারী জীবন। আর ঠিক তখনই একটা দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব আচমকাই ভীড় জমায় তাঁর মনেরই মধ্যে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর সর্বোচ্চ ডিগ্রির অধিকারী হয়েও তাঁর মন কিন্তু পড়ে ছিল ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অতি পুরাতন এবং একেবারে নিজস্ব সম্পদ, আয়ুর্বেদেরই প্রতি। কারণ তাঁর বাবা ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক। সেই ছেলেবেলা থেকেই তিনি স্বচক্ষে পরখ করেছেন সব শ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর বাবার চিকিৎসার ধরন ধারণটাও। আর সেটা দেখেই আয়ুর্বেদের প্রতি তাঁর টানও জন্মায় একেবারে আপনা থেকেই। কিন্তু তাঁর বন্ধুবান্ধব কিংবা আত্মীয় পরিজনরা সেটা ঠিক মেনেও নিতে পারেননি। তাই যামিনীবাবুকে অনেক বুঝিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু কারও কোন কথাই কানে তোলেননি তিনি।

বাবার ঐতিহ্য রক্ষাই তখন ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

নতুন জীবন শুরু হয় চিকিৎসক যামিনীভূষণ রায়ের। আয়ুর্বেদের উপর বিশেষ জ্ঞান আরোহণের জন্য তিনি তখন যোগাযোগ করেন সেইসময়ের স্বনামধন্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসক বিজয়রত্ন সেনের সঙ্গেও। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিজয়বাবুও। তাইতো স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিপূর্ণ একজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করাও সম্ভব হয়েছিল যামিনীবাবুর পক্ষে।

বাগলা মাড়োয়ারি হাসপাতালে তখন তিনি যোগ দেন একজন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হিসেবেই এবং শুরু হয় তাঁর পেশাদারী জীবনও। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ভীষণ সুনামও অর্জন করেন তিনি। কলকাতার সীমানা অতিক্রম করে তারপর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নামও। ছুটে যান দক্ষিণ ভারতে। সেটা ১৯১৫ সালের কথা। তখন সপ্তম সর্ব ভারতীয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল চেন্নাই (তৎকালীন মাদ্রাজ) শহরে। সেখানে সভাপতি হিসেবেই হাজির ছিলেন তিনি।

সেই শহর এবং পাশাপাশি আরও অনেকস্থানেই তখন আয়ুর্বেদের কি রমরমা অবস্থা। সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়েই তিনি দেখেছিলেন সেই একই দৃশ্য। চর্তুদিকে বেশ কয়েকটা আয়ুর্বেদিক কলেজ এবং হাসপাতালও। আর সেটা দেখে চোখ খুলে গিয়েছিল তাঁরও । তিনি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলেন এবার কলকাতায় ফিরে তাঁকেও তৈরি করতে হবে এমনই কিছু নিদর্শন।

যা ভাবা তাই কাজ। কলকাতায় ফিরে শুরু করেন তোড়জোড়ও। ১৯১৬ সালে শ্যামবাজারের কাছে ফড়িয়াপুকুরে শুরু হয় হাসপাতাল তৈরির কাজ। নাম দেন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল। কাজ শেষ হওয়ার পর ১৯২৫ সালে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তার দ্বার উদ্ঘাটন করেন। সেই কলেজই এখন পরিচিত হয়েছে জে.বি.রায় স্টেট আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল নামে।

১৯২৬ সালের ১১ ই আগস্ট মারা যান চিকিৎসক যামিনীভূষণ রায়। মৃত্যুর ঠিক একদিন আগেই তিনি দু লক্ষ টাকা দান করেছিলেন হাসপাতালের উন্নয়ন উপলক্ষেই। আর তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পর তারই স্মৃতিরক্ষার্থে নেওয়া হয়েছিল বিশাল এক পদক্ষপও। পাতিপুকুরে তাঁরই বাগানবাড়িতে স্থাপন করা হয়েছিল আরও একটা চিকিৎসা কেন্দ্র। টি.বি. রোগে আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসার জন্যই স্থাপিত করা হয়েছিল সেটি। তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় সেই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এই বৎসর চিকিৎসক যামিনীভূষণ রায়ের একশত ছেচল্লিশতম জন্মবার্ষিকী। তাই ১লা জুলাই তাঁর জন্মদিনটার কথা মনে রেখেই আমরা যেন তাঁকে স্মরণ করতে পারি এবং জানাতে পারি উপযুক্ত সন্মানও।

ভ্রম সংশোধন

৩ জুলাইয়ে পত্রিকার ৪ এর পাতায় 'ভালোবাসা দিয়ে হয় সব কিছু জয়' প্রবন্ধটির লেখকের নাম ভুলবশতঃ বাবুল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে সিদ্ধার্থ সিংহ মুদ্রিত হয়েছে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুখিঃত।

আনন্দকথা

কিন্তু ঈশ্বরলাভ করে ঈশ্বরদর্শন করে বক্তৃতা দিলে উপকার হয়। তাঁর আদেশ না পেয়ে লোকশিক্ষা দিলে উপকার হয় না। ঈশ্বরলাভ না করলে তাঁর আদেশ পাওয়া যায় না। ঈশ্বরলাভ যে হয়েছে, তার লক্ষণ আছে। বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ হয়ে যায়; যেমন শুকদেবাদি। চৈতন্যদেব কখন বালকবৎ, কখন উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতেন। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। পুরীধামে যখন ছিলেন, তখন অনেক সময় জড় সমাধিতে থাকতেন।"

(শ্রীযুক্ত কেশবের হিন্দুধর্মের উপর উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা)

এইরূপ নানাস্থানে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। বেলঘরের বাগানে প্রথম দর্শনের পর কেশব ২৮শে মার্চ, ১৮৭৫ রবিবার 'মিরার' সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন,

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

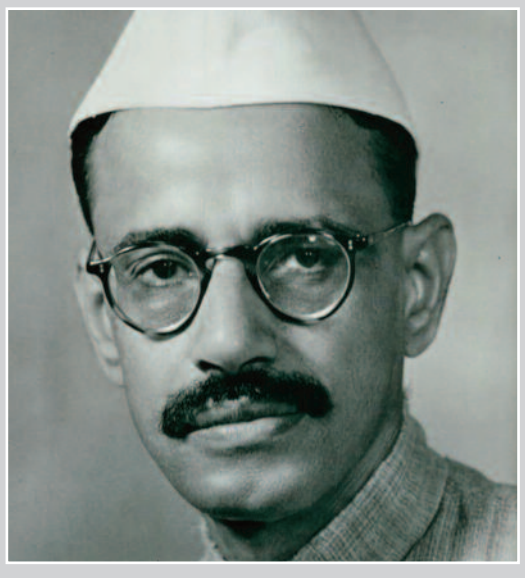

গুলজারিলাল নন্দা

১৮৯৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গুলজারিলাল নন্দার জন্মদিন।*
১৯৫৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নীনা গুপ্তার জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী তোশি সাবরির জন্মদিন।*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অবশেষে ১৪ দিনের সিআইডি হেপাজতে গ্যাংস্টার সুবোধ সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: গ্যাংস্টার সুবোধ সিংকে নিজেদের হেপাজতে পেতে ১৪ দিনের আবেদন করেছিল সিআইডি। অবশেষে সেইমতো সুবোধ সিংকে ১৪ দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে পেল।

আদালতের নির্দেশ ছিল বেউর জেল কর্তৃপক্ষ সুবোধ সিংকে আসানসোল আদালতে আনবে ৩ জুলাই। কিন্তু সিআইডি তাকে নিয়ে চলে আসে ৩০ জুন। তাই সুবোধের আইনজীবীরা ১৪ দিনে আপত্তি জানায়। অন্যদিকে জেলা দায়রা জজ আদালত থেকে সুবোধ মামলা চলে যায় সিজিএম আদালতে। অভিযোগ, জেলা আদালতের স্থানান্তরের নির্দেশনামা নথি বদলে যায় সিজিএম আদালতে। বাড়তি সাবমিশন বা নির্দেশনামা অর্ডার কপিতে জুড়ে গেল কী ভাবে? প্রশ্ন ছুড়ে তীব্র আপত্তি জানান সুবোধের আইনজীবী সোমনাথ চট্টরাজ ও শেখর কুণ্ডু।

তবে এদিন ২০২২ সালের রানিগঞ্জের ডাকাতি ও অপহরণের চেষ্টার ঘটনাকেই আদালতের কাছে রাখে সিআইডি। তার প্রেক্ষিতে ১৪ দিনের হেপাজত চাওয়া হয়। এদিন কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সুবোধকে আনা হয় আসানসোল আদালতে। বিভিন্ন আইনি জটিলতা তৈরি হওয়ায় এক আদালত থেকে অন্য আদালতে সুবোধকে নিয়ে সিআইডিকে ছোটাছুটি করতে হয়। সকাল ১০টা ৫০ নাগাদ সুবোধ সিংকে আনা হয় সিজিএম আদালতে। সেখানে লকআপে দীর্ঘক্ষণ রাখার পর আনা হয় এডিজে ওয়ান আদালতে।

সিআইডি নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করে। আপত্তি তোলে সুবোধের আইনজীবী। বিচারক জানিয়ে দেন এই আদালত ট্রায়াল কোর্ট। অভিযুক্তকে হেপাজতে পাঠানোর এক্তিয়ার নেই। মামলা স্থানান্তরিত করা হয় সিজিএম আদালতে। সিজিএম আদালতে সুবোধের বিরুদ্ধে আসানসোল হিরাপুর রানিগঞ্জ ও দুর্গাপুরে চারটি ডাকাতির মামলার প্রসঙ্গ তোলা হয় আদালতে।

২০১৭ সালে হীরাপুরে স্বর্ণঋণ প্রদানকারী সংস্থায় ডাকাতি, ২০১৭ সালে দুর্গাপুরে স্বর্ণঋণ প্রদানকারী সংস্থায় ডাকাতি, ২০২০ সালে আসানসোলে সোনার শোরুমে ডাকাতি, ২০২২ সালে রানিগঞ্জে সোনার দোকানের মালিকের ঘরে ডাকাতি ও গুলি চালিয়ে মালিককে অপহরণের চেষ্টা। বিহারের বেউর জেল থেকে এই সব ঘটনা পরিচালনা করেছে মাস্টার মাইন্ড সুবোধ সিং।

এছাড়াও বেলঘরিয়া শ্যুটআউট। ব্যারাকপুরে ব্যাবসায়ীকে তোলা চেয়ে হুমকি ফোন, টিটাগড়ের বিজেপি নেতা মনীশ শুক্লা খুনের মামলায় যোগ। বহু চেষ্টার পরে সিআইডি সুবোধকে নিয়ে এসেছে এরাজ্যে। ইতিমধ্যেই তদন্তকারী সিআইডি অফিসারকে সুবোধ প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে বলেও অভিযোগ। যদিও সুবোধের দাবি, তিনি কোনও হুমকি দেননি।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.

CIN : L74140WB1996PLC081521
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৩
ফোন : ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, ফ্যাক্স : ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০
ই-মেল আইডি : secretarial@shalimarwires.com
ওয়েবসাইট : www.shalimarwires.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউ) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ বা শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল ইমেল আইডিতে evoting@nsdl.co.in জানাতে পারেন।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.এর পক্ষে
স্বা/-
এস. কে. কেজরিওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩ জুলাই ২০২৪

ফর্ম জি
সিকিমে প্লাস্টিক উৎপাদন শিল্পে পরিচালিত
এপিটোম প্লাস্ট-ও-প্যাক প্রাইভেট লিমিটেড -এর
জন্য আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬ -এর রেগুলেশন ৩৬এ এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	প্যান/সিআইএন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**এপিটোম প্লাস্ট-ও-প্যাক প্রাইভেট লিমিটেড** PAN: AABCJ6374Q CIN: U25209WB2005PTC103944
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৭, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৩
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবার উৎপাদন ক্ষমতা	নেই
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রি হওয়া প্রধান পণ্য / পরিষেবাগুলির পরিমাণ এবং মূল্য	কর্পোরেট ডেটর ২০২১ সাল থেকে কাজ করছে না
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবরণী (সময়সূচী সহ), ঋণদাতাদের তালিকা সহ আরও বিবরণ ইউআরএল-এ উপলব্ধ :	ই-মেইলের মাধ্যমে অনুরোধে : **Epitome.cirp@gmail.com**
৯.	কোডের ধারা ২৫ (২) (এইচ) এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতা ইউআরএল -এ উপলব্ধ:	ই-মেইলের মাধ্যমে অনুরোধে : **Epitome.cirp@gmail.com**
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৯.০৭.২০২৪
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের সাময়িক তালিকা প্রকাশের তারিখ	২৯.০৭.২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০৩.০৮.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	১৩.০৮.২০২৪
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে তথ্য স্মারকলিপি, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন পরিকল্পনার জন্য অনুরোধ জারির তারিখ	১৮.০৮.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৭.০৯.২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের ইমেল আইডি প্রক্রিয়া	**epitome.cirp@gmail.com**

রেজোলিউশন প্রফেশনালের স্বাক্ষর
রেজোলিউশন প্রফেশনালের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : IBBI/IPA-001/IP-P-02498/2021-2022/13872
রেজোলিউশন প্রফেশনালের রেজিস্টার্ড ঠিকানা :
পোদ্দার কোর্ট, ১৮, রবীন্দ্র সরণি রুম নং ৫১৭, গেট নং ২, ৬ষ্ঠ তল কলকাতা ৭০০০০১
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P-02498/2021-2022/13872
এএফএ নং : AAA1/13872/02/110924/105998
১১.০৯.২০২৪ পর্যন্ত এএফএ রেজিস্ট্রেশন বৈধ
এপিটোম প্লাস্ট-ও-প্যাক প্রাইভেট লিমিটেড -এর পক্ষে

তারিখ: ০৪.০৭.২০২৪
স্থান: কলকাতা

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড

CIN L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০০৪৬

নোটিশ

এতদ্বারা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৯১ এবং তৎসহ পঠিত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪২(১) সংস্থান অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ১০ টাকার প্রাথমিক মূল্যের ইক্যুইটি শেয়ার ১ টাকা মূল্যের প্রতিটি উপ বিভাজন/বিভাজনের উদ্দেশ্যে ১২ জুলাই ২০২৪ তারিখ শুক্রবার সংশ্লিষ্ট রেকর্ড ডেট হিসেবে নির্ধারণ করেছে ডিরেক্টর বোর্ড।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(ইউ চক্রবর্তী)
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩ জুলাই ২০২৪

সংশোধনী

০২.০৭.২০২৪ তারিখে একদিন পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে কিছু ছাপার ভুল আছে, ত্রুটির জন্য দুঃখিত

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
শ্রী অর্জুন কুমার সান্থালিয়া, ব্যক্তিগত জামিনদাতা- বেঙ্গল ইন্ডিয়া গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লি. (বিআইজিআইএল)-এর ঋণদাতাদের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী অর্জুন কুমার সান্থালিয়া (PAN : ALVPS6608N) (DIN : 00601236)
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	ফ্ল্যাট নং ৫এ, প্রভাত গার্ডেন, ১০ সানি পার্ক, কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৩.	আবেদন অনুমোদনকারীর নির্দেশের বিস্তারিত	[illegible]
৪.	২০১৬ সালের আইবিসি অধীনে ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	২৬ জুন ২০২৪
৫.	প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত রেজোলিউশন পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং	শ্রী সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল রেজিস্ট্রেশন নং: IBBI/IPA-001/IP-P00825/2017-18/11401
৬.	বোর্ডে নিবন্ধিত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল	[illegible] ইমেল: surendraca@gmail.com
৭.	দাবি জমা দেওয়া এবং প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল	১৮ রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, [illegible], কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল : pg.arjunsonthalia@gmail.com
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২০ জুলাই ২০২৪
৯.	সংশ্লিষ্ট ফর্ম উপলব্ধ	https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

[illegible]

স্বা/-
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
শ্রী অর্জুন কুমার সান্থালিয়ার প্রস্তাব পেশাদার

তারিখ : ০২.০৭.২০২৪ আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00825/2017-18/11401
স্থান : কলকাতা এএফএ বৈধ ১১.১২.২০২৪ পর্যন্ত

Bata

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন: +৯১ ৩৩ ২৩০১ ৪৪০০। ফ্যাক্স: + ৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮
ই-মেল: share.dept@bata.com । ওয়েবসাইট: www.bata.in

নোটিশ

ক. কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (দ্য ''এমসিএ'') তাদের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১, নং ২/২০২২, নং ১০/২০২২ এবং নং ০৯/২০২৩ তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (এখানে অতঃপর যৌথভাবে ''এমসিএ সার্কুলারস'' হিসাবে বলা হয়েছে)-এর সঙ্গে পঠিত সেবি সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯, নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১, নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২, নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ এবং নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর ২০২৩ (এখানে অতঃপর যৌথভাবে ''এসইবিআই সার্কুলারস'' এবং এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে ''সার্কুলার'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), এবং সংশ্লিষ্ট মতে কোম্পানির **৯১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (দ্য ''এজিএম'') বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড (দ্য ''কোম্পানি'') ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') অথবা আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') অনুষ্ঠিত হবে বুধবার ৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ বেলা ১১টায় আইএসটি, যার ফলে, এজিএমএস এ সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা নেই।** ভিসি অথবা ওএভিএম সংশ্লিষ্ট সার্কুলার অনুযায়ী এবং ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থান অধীনে (সংশোধিত মতে) (দ্য ''অ্যাক্ট'') এবং সংশ্লিষ্ট রুল মোতাবেক এবং সেবি ২০১৫ সালের (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের (সংশোধিত মতে) (দ্য ''লিস্টিং রেগুলেশনস'')-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

খ. উক্ত সার্কুলারগুলি অনুসারে ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের **(দ্য ''বার্ষিক প্রতিবেদন'')** নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণ সহ বার্ষিক প্রতিবেদন সংবলিত ৯১তম এজিএম **(দ্য ''নোটিশ'')** আহ্বানকারী নোটিস কেবল ই-মেল-এর মাধ্যমে শুধু সেইসব সদস্যকে পাঠানো হয়েছে যাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানিতে অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (দ্য ''আরটিএ'') অর্থাৎ মেসার্স লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বা ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে রেজিস্ট্রি করা আছে। এজিএম-এ অংশগ্রহণের নির্দেশাবলি ভিসি অথবা ওএভিএম মাধ্যমে এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পদ্ধতি নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদত্ত হয়েছে।

গ. ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার আছে এমন মেম্বার বা যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার্ড নেই, তারা ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটদান করতে পারেন তাদের ইমেল ঠিকানা সংশ্লিষ্ট নথিতথ্য কোম্পানির নিকট প্রেরণের মাধ্যমে এবং নথিভুক্তির মাধ্যমে share.dept@bata.com অথবা আরটিএ-এর নিকট rnt.helpdesk@ linkintime.co.in :

১. স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র, উল্লিখিত নাম, ফোলিও নম্বর/ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত এবং অধিগৃহীত শেয়ারসংখ্যা এবং সম্পূর্ণ ডাক ঠিকানার স্ক্যান কপি ঃ

২. স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ডের স্ক্যান কপি এবং

৩. স্বপ্রত্যয়িত অন্যান্য নথি (আধার কার্ড/সর্বশেষ বিদ্যুৎ বিল/সর্বশেষ টেলিফোন বিল/ড্রাইভিং লাইসেন্স/পাসপোর্ট/ভোটার আইডি কার্ড/ব্যাঙ্ক পাশবুক বিস্তারিত) সংশ্লিষ্ট সদস্যের ডাক ঠিকানার প্রামাণ্য সমর্থনে এবং তাদের শেয়ার হোল্ডিংয়ের নথিভুক্তির প্রামাণ্য নথির স্বপ্রত্যয়িত কপি।

যে সকল সদস্য নথিতথ্যের আকারে শেয়ার অধিকার করেন এবং যাদের বৈধ ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ-র নিকট নথিভুক্ত তাদের পরবর্তীতে কোনও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দরকার নেই।

ঘ. **ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডারদের দৃষ্টি** আকর্ষণ করুন সেবি এর মাস্টার সার্কুলার নং. এসইবিআই/এইচও/এমআইআরএসডি/পিওডি-১/পি/সিআইআর/২০২৪/৩৭ তারিখ ৭ মে, ২০২৪ এবং সার্কুলার নং. এসইবিআই/এইচও/এমআইআরএসডি/পিওডি-১/পি/সিআইআর/২০২৪/৮১ তারিখ ১০ জুন, ২০২৪ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর, শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ (ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণকারী), শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এই ধরনের অর্থপ্রদান শুধুমাত্র প্যান, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং আরটিএ-তে নমুনা স্বাক্ষর সহ যোগাযোগের বিশদ প্রদান করার পরে করা হবে।

সদস্যরা প্যান-কেওয়াইসি বিশদ (ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেট সহ) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে, অর্থাৎ www.bata.in ট্যাবের অধীনে উপলব্ধ ফিজিক্যাল সিকিউরিটিগুলির ধারকদের দ্বারা নমিনেশন প্রদানের উপর সেবি সার্কুলারগুলি উল্লেখ করতে পারেন "Investor Relations > Investor Information" বা আরটিএ-এর ওয়েবসাইট, যেমন www.linkintime.co.in ট্যাবের অধীনে "Resources > Downloads > Circulars"। তদনুসারে, সদস্যদের এতদ্বারা সেবি সার্কুলারগুলি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঙ. **যে সকল সদস্য ডিমাট আকারে শেয়ার অধিকার করেন তাদের ইমেল ঠিকানা ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী সরাসরি তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট জানাবেন।**

চ. লিস্টিং রেগুলেশনসের-এর রেগুলেশন ৪২-এর সঙ্গে পঠিত সংশোধিতমতো ২০১৪ সালের কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস-এর রুল ১০ এবং অ্যাক্টের ৯১ ধারা অনুসারে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর বই **বৃহস্পতিরবার ১ অগাস্ট, ২০২৪ থেকে বুধবার ৭ অগাস্ট, ২০২৪** (উভয়দিন-সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এজিএম এবং এজিএমে লভ্যাংশ, যদি ঘোষিত হয়, তবে তা পাওয়ার যোগ্য কারা হবেন সে-ব্যাপারে মেম্বারদের উপযুক্ততা নিরূপণের উদ্দেশ্যে।

ছ. ১ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ থেকে বলবৎ ইনকাম-ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ (দ্য ''আইটি অ্যাক্ট'')-তে ফিনান্স অ্যাক্ট, ২০২০ কর্তৃক প্রবর্তিত পরিবর্তনগুলি অনুসারে কোনও কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বা বন্টিত লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের কাছে করযোগ্য হবে। সেইমতো উক্ত বিধানাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানি উৎসমূলে আবশ্যক কর কাটার পরে (টিডিএস) লভ্যাংশ প্রদান করবেন। কেটে রাখা করের হারের তারতম্য থাকবে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারদের আবাসিক মর্যাদা এবং তৎকর্তৃক দাখিল করা ও কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত উপযুক্ততার কাগজপত্রের উপর নির্ভর করে। সদস্যদের এতদ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে, আইটি অ্যাক্ট ও এই সম্পর্কে নোটিস দেখতে। সাধারণভাবে টিডিএস আবশ্যকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হওয়ার জন্য মেম্বারদের অনুরোধ করা হচ্ছে এইসব বিবরণ আপডেট করতে যেমন আবাসিক স্টেটাস, প্যান ও আইটি আইন অনুযায়ী পর্যায় এবং পাঠাতে তাঁদের ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে বা ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধরা থাকলে কোম্পানি/আরটিএ-কে।

জ. এই নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট *www.bata.in* -তে পাওয়া যাবে এবং এছাড়াও পাওয়া যাবে সেই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত যথা: *www.nseindia.com, www.bseindia.com* এবং *www.cse-india.com* -তে।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: গুরুগ্রাম
তারিখ: ৩ জুলাই, ২০২৪

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
কলকাতা জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা , ৭০০০৬৪

সংযোজনী এফ

পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মালঞ্চ শাখার অনুমোদিত আধিকারিক** হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৭.১২.২০২৩** তারিখে একটি **দাবি বিজ্ঞপ্তি** প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা শ্রী হারান চন্দ্র পাল এবং গ্যারান্টার শ্রী পার্থ পাল** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত বকেয়া **২৩১৯৯৫.০০ টাকা (দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার নয়শো পঁচানব্বই টাকা)** উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত **সম্পত্তির দখল** নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩ জুলাই, ২০২৪** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **২৩১৯৯৫.০০ টাকা** এবং তদুপরি সুদ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মালঞ্চ শাখা**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জেলা- ২৪ পরগনা (উঃ), থানা-মিনাখাঁ, মৌজা মাদারী, জেএল নং ৮২/২৬, তৌজি নং ২৩, খতিয়ান নং ৭৪, নিজস্ব খতিয়ান নং ১২৯৪, দাগ নং ৩০ এ অবস্থিত, রূপান্তরের পরে জমির পরিমাপ ৮ ডেসিমেল, যার মধ্যে ২ ডেসিমেল বাস্তু জমি দুটি কাঠামো সহ (ডিড নং আই-৬৪৭৩ তারিখ- ২৪/১১/২০১৪ এডিএসআর- বসিরহাট) এর সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক।

উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- নরেন্দ্র নাথ পালের সম্পত্তি। **দক্ষিণে**- পারান পালের সম্পত্তি। **পূর্বে** - পথ। **পশ্চিমে**- সঞ্জয় পাল এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ০৩.০৭.২০২৪ **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: মালঞ্চ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI

এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল, ৯ কে, জি টি রোড, হুগলি, - ৭১২২৩৩, ইমেল : sbi.64100@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু
এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, উত্তরপাড়া** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে ঋণগ্রহীতার প্রতি সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, উত্তরপাড়া** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা এ/সি নম্বর সহ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী দীপক কুমার শ্রীবাস্তব এবং শ্রীমতি খুশবু শ্রীবাস্তব** স্বামী শ্রী দীপক কুমার শ্রীবাস্তব, ফ্ল্যাট নং বি-২, তিনতলা,গণেশ অ্যাপার্টমেন্ট, ২৫, নন্দনকানন, পো : হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, হুগলি : ৭১২২৩৩। **লোন এ/সি নং ৩৯৮৪৩০৫১৯২৪ (এইচবিএল) এবং ৩৯৮৪৩০২৫০১৯ (সুরক্ষা) এবং ৪১৮৯৯৪৮৪২৩২ (টপ আপ)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি-২, তিনতলায় চার (জি-৩) তলা ভবন 'গণেশ অ্যাপার্টমেন্ট' নামে পরিচিত অবস্থিত পুর হোল্ডিং নং ২৫, নন্দনকানন অধীন উত্তরপাড়া-কোতরঙ পুরসভার ওয়ার্ড নং ০৩, পো : হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, হুগলি : ৭১২২৩৩। **উক্ত ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** সকলের ব্যবহারের খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং বি-১, **পূর্বে :** সিঁড়ি এবং লবি, লিফট এবং ফ্ল্যাট নং বি-৩; **পশ্চিমে :** পুর সড়ক এবং পরবর্তীতে সকলের জন্য খোলা জায়গা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী দীপক কুমার শ্রীবাস্তব এবং শ্রীমতি খুশবু শ্রীবাস্তব,** উল্লেখ্য দলিল নং ০৬২১০৩৮৩৬-২০২০ সালের, ভল্যুম নং ০৬২১-২০২০,পৃষ্ঠা ১৪১৯০৯ থেকে ১৪১৯৪৬, নথিভুক্ত বুক -১, এডিএসআর উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি।	**১) ০৩.০৪.২০২৪ ২) ২৯.০৬.২০২৪ ৩) ১৮,২৪,৪৯৭.০০ টাকা** (আঠার লাখ চব্বিশ হাজার চারশ সাতানব্বই টাকা) ০৩.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত সুদ এবং জরিমানা সুদ সহ চূড়ান্ত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্ত পরিমাণ সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।
২	**শ্রী প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য,** ফ্ল্যাট নং ৩০৪, ৪র্থতল, এবিএস নিকেতন, ৪, ব্যানার্জি পাড়া স্ট্রিট, গণ ভবনের বিপরীতে, পো এবং থানা : উত্তরপাড়া, হুগলি : ৭১২২৫৮। **লোন এ/সি নং ৩৮৫৬২৯২৭২৮৪, (এইচবিএল) এবং ৩৮৫৬২৯২২৬৮৩ (সুরক্ষা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০৪, চারতলায় 'এবিএস নিকেতন' অবস্থিত পুর হোল্ডিং নং ৪, ব্যানার্জি পাড়া স্ট্রিট, পো এবং থানা : উত্তরপাড়া, হুগলি : ৭১২২৫৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং ৩০৩, **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ৩০৫ এবং খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য,** উল্লেখ্য দলিল নং ১-০৬২১০৩০২৪-২০১৯, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৯,পৃষ্ঠা ৯৭৬০২ থেকে ৯৭৬২৬, নথিভুক্ত বুক নং -১, এডিএসআর : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি।	**১) ১৫.০৪.২০২৪ ২) ২৯.০৬.২০২৪ ৩) ৯,৮৮,৯৪৪ টাকা** (নয় লাখ অষ্টআশি হাজার নশো চুয়াল্লিশ টাকা) ১৫.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত সুদ এবং জরিমানা সুদ সহ চূড়ান্ত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্ত পরিমাণ সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।
৩	**শ্রী সুভাষ দাস,** ফ্ল্যাট নং ৪০৬, ৫মতল, রিভার এন্ড রেসিডেন্সি, ১০ কে সি লাহা ঘাট লেন, রিষড়া, হুগলি : ৭১২২৪৮। **লোন এ/সি নং ৩৫৬৩৮৭৬৪৪২৯, (এইচবিএল) ৩৭২৭০৪১২৫০৩ (টপআপ) ৩৫৬৩৯২১৪৬৯০ (সুরক্ষা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪০৬, পাঁচতলা ভবন নাম 'রিভার এন্ড রেসিডেন্সি" অবস্থিত রিষড়া পুরসভা হোল্ডিং নং ১০, কে সি লাহা ঘাট লেন, থানা : রিষড়া, হুগলি : ৭১২২৪৮। **উত্ত ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** সিঁড়ি, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ৪০৫; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী সুভাষ দাস,** উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০৫০৩২৪৪-২০১৬, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৬,পৃষ্ঠা ৭৪৫২০ থেকে ৭৪৫৫৪, নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর শ্রীরামপুর, জেলা: হুগলি।	**১) ২০.০৪.২০২৪ ২) ২৯.০৬.২০২৪ ৩) ১৪,৬৩,১০৩ টাকা** (চোদ্দ লাখ তেষট্টি হাজার একশ তিন টাকা) ২০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত সুদ এবং জরিমানা সুদ সহ চূড়ান্ত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্ত পরিমাণ সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।
৪	**শ্রী সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়** ফ্ল্যাট ১সি, ২য়তল, ভবানী অ্যাপার্টমেন্ট, ডানকুনি (এম), ওয়ার্ড : ১১, থানা : ডানকুনি, হুগলি : ৭১২৩১১, **লোন এ/সি নং ৩৮২৭৩০৮৩৬৭৬, (এইচবিএল) ৩৮২৭৩০৯১৫০৮ (সুরক্ষা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১সি, ২য় তল, অবস্থিত পশ্চিম উত্তর পূর্ব দিকে, জি-৪(পাঁচ)তলা বসবাসের ভবন ভবানী এনক্লেভ নামে পরিচিত পরিমাণ বিল্ট আপ এরিয়া ৭১৫ বর্গফুট (কমবেশি) অবস্থিত মন্মথ নগর পিন কোড : ৭১২৩৩১, মৌজা : মন্মথপুর, জেএল ৯৮, আরএস দাগ নং ৮৪৭/২১৫৪, এলআর দাগ নং ১১০৫/১৬৭৪, আরএস দাগ নং ৮৪৬/৮৪৮, এলআর দাগ নং ১০৯৯/১৬৭৫ উভয় অধীন এলআর খতিয়ান নং ১২৬৩/১ (পুরানো এলআর খতিয়ান নং ৩৩৮/১), থানা : ডানকুনি, জেলা : হুগলি, ওয়ার্ড নং ১১, ডানকুনি পুরসভা অধীন। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** আরএস দাগ নং ৮৪৬, **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **পূর্বে :** অংশত আরএস দাগ নং ৮৪৮ এবং অংশত আরএস দাগ নং ৮৪৮/২০০৫; **পশ্চিমে :** অংশত আরএস দাগ নং ৮৪৫ এবং অংশত আরএস দাগ নং ৮৪৭। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়,** উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০৩০৫০৫৮-২০১৯ সালের, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ২১১৯৬৮ থেকে ২১২০০৫, নথিভুক্ত বুক -১,এআরএ -২, কলকাতা।	**১) ১০.০৪.২০২৪ ২) ২৯.০৬.২০২৪ ৩) ১২,৭৩,৪৬২ টাকা** (বারো লাখ তিয়াত্তর হাজার চারশ বাষট্টি টাকা) ১০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত সুদ এবং জরিমানা সুদ সহ চূড়ান্ত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্ত পরিমাণ সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৯.০৬.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান - উত্তরপাড়া, হুগলি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ তারিখ	বকেয়া (দাবি) টাকা	সুবিধা পরিমাণ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : AUR003506162350 নাম : বেলাল হোসেন (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা: ভগদাবড়ি কেশরীবাড়ি দুদেরকুঠী দেওয়ানবাস, কোচবিহার, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৬১৭০ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB64Z2736 ইঞ্জিন নং. XMM4D19099 চেসিস নং MA1TA2XM2M2D38910 মডেল- MAHINDRA CAT C - SCORPIO S5	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২	১৫১৬৩৫৯ টাকা	১২১৮৮৭১ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : UCR000501789300 নাম : দিপেন্দু সেন গুপ্ত (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ই১/৩৬৫, ফ্ল্যাট এফএফ২, বারাসত রোড, এইচ বি টাউন, পানিহাটি খড়দা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১১০ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB24Y3885 ইঞ্জিন নং K12MN1382516 চেসিস নং MA3EJKD1S00500447 মডেল - মারুতি ক্যাট সি - ভিএক্সআই	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ১৪ জুন ২০১৭	১৫০২৫২৮ টাকা	৭৫০০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : AUR021305912589 নাম : অমিত শর্মা (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : মঙ্গল বাউড়ি এসএফ রোড দুর্গা মন্দির অকালবোধন মন্দির আসানসোল আসানসোল পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৩ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. JH10CE8494 ইঞ্জিন নং - K12MP4163746 চেসিস নং - MBHEWB22SMB630713 মডেল - মারুতি ক্যাট সি - বালেনো আলফা	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ৫ জুলাই ২০২১	১১৩৫৪৯৯ টাকা	৮২৩৭৬৪ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং AUR000506756212 নাম : মায়াঙ্ক সিং (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ৩৯০ এস এন রায় রোড সাহাপুর কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৩৮	রেজিস্ট্রেশন নং. WB18AG4499 ইঞ্জিন নং G4LAMM979957 চেসিস নং MALFC81 BLMM250288 মডেল - HYUNDAI CAT C - VENUE 1.0 TURBO	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২	১১১২১৫৭ টাকা	৯৮২৪৫৪ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : AUR000506006896 নাম : শম্ভু ভৌমিক (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ১ হরিদাস বেভারি রোড কামার হাটি এম বেলঘড়িয়া উত্তর ২৪ পরগনা পিন কোড ৭০০১২৪ পশ্চিমবঙ্গ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB24BA4955 ইঞ্জিন নং -463445924094681 চেসিস নং - MZ7DD1L2C4H051828 মডেল - এমজি মোটর ক্যাটাগরি সি PLUS-HECTOR PLUS 7STR Bs6	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ৯ ডিসেম্বর ২০২২	১৭০৩৩৮৬ টাকা	১৭২৯৪৫২ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : AUR000503299659 নাম : শেখ মফিদুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ১ মনমোহন ব্যানার্জি রোড সাহাপুর কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৩৮ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB11 E2772 ইঞ্জিন নং -100A2000-0774734-dis চেসিস নং - MAT624004JPK13467 মডেল - FORD CAT C -FORD ECOSPORT 1.5 LTRDSL	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯	১৫৪৯২৩৮ টাকা	৯৫৭৭১৯ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : AUR000505492752 নাম : বুলা গুপ্তা (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ২২ নস্করপাড়া পো এবং থানা বাঁশদ্রোণী কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭০ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB06T8222 ইঞ্জিন নং - 2GDA441167 চেসিস নং MBJAB3EM102540319-1020 মডেল টয়োটা ক্যাটাগরি সি প্লাস - INNOVA CRYSTA 2.4 ZX AT	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ৯ নভেম্বর ২০২১	২৪৫৮২০৯ টাকা	২২০৬৫০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : AUR043706258615 নাম : তাপস কুমার জানা (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : হরিপুর জেলে পাড়া দক্ষিণ কাকদ্বীপ কাকদ্বীপ ২৪ পরগনা শহর কাকদ্বীপ দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৪৭ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB20BL0525 ইঞ্জিন নং XDM4D18352 চেসিস নং MA1YU2XDUM6D10459 মডেল MAHINDRA CAT C -XUV-500 W7 BS 6	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২	১৭৭২৩১৭ টাকা	১৪২৪৪৫৭ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : UCR000506679008 নাম : মহম্মদ নুরুদ্দিন রাজা (ঋণগ্রহীতা), ঠিকানা : ৯৬ দেবেন্দ্র চন্দ্র দেট রোড কলকাতা পৌর সংস্থা ইয়াংগ্রা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৫ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB02AQ0494 ইঞ্জিন নং SJL4B17055 চেসিস নং MA1TA2SJXL2B20604 মডেল MAHINDRA CAT C -MAHINDRA SCORPIO S5 MH 2W120	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ১০ মার্চ ২০২২	২১৩৩৪৮২ টাকা	১৪৯৩০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : AUR000506070936 নাম : সত্যনারায়ণ পাল (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ৮ মনসাতলা বাসুদেবপুর ত্রিবেণী হুগলি পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৫০৩ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB16BE4100 ইঞ্জিন নং K15BN9114322 চেসিস নং MA3CNC32SMD250643 মডেল MARUTI CAT C - XL6 ZETA A/T	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১	১৩৮৪৬০৭ টাকা	১০৭১৭৪৮ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : AUR043706230191 নাম : মনোজ সিং (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : দক্ষিণ নবগ্রাম ঝিল রোড ওয়ার্ড নং ৫ রাজাপুর সোনারপুর এম সিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৫২ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB20BK6946 ইঞ্জিন নং XMM4E10474 চেসিস নং MA1TA2XM2M2E43744 মডেল MAHINDRA CAT C - SCORPIO S11 BS 6	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ১০ মার্চ ২০২২	১৯৭৮২২১ টাকা	১৬৭৮০৩৭ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : AUR003506901878 নাম : সত্যজিৎ রায় (ঋণগ্রহীতা), ঠিকানা : ধাপগঞ্জ গাথিয়াপাড়া, গড়লবাড়ি জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৫১৩২ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB72AA2101 ইঞ্জিন নং K15BN1252362 চেসিস নং MA3NYFJ1SMM868259 মডেল মারুতি ক্যাট সি-ভিটারা ব্রেজা জেডএক্সআই প্লাস এএমটি	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ৯ জুলাই ২০২২	১২০৫০৫৫ টাকা	১০২২৩৫২ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : AUR000503168468 নাম : মানিক মার্কেন্টাইলস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ১৫ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ ৩য়তল, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৩ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB02AM8531 ইঞ্জিন নং D13A-5649661 চেসিস নং MA3FNEB1S00195023 মডেল মারুতি ক্যাট সি - এস ক্রস ১.৩ জেটা	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ৫ জুন ২০১৯	১১৯৯২০১ টাকা	৯২৩০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : AUR003505729743 নাম : ফুরবা লামা (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ডি এল গাবুর বাছড়া ফোরাস্ট খোকলা বস্তি জয়গাঁও জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৬১৮২ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB70P7070 ইঞ্জিন নং XML4M20348 চেসিস নং MA1TA2XM2L2M19075 মডেল MAHINDRA CAT C - SCORPIO S11 2WD BS 6	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ৩১ অক্টোবর ২০২১	১৭৯১৬৮৭ টাকা	১৪০৯১৩৬ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : CVR003506067095 নাম : হাকিম আলি (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ভানুকুমারী বক্সিরহাট তুফানগঞ্জ ১১ কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৬১৩১ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB63B4506 ইঞ্জিন নং CMM4B95264 চেসিস নং MA1EACMWFM6B71031 মডেল MAHINDRA TRUCK AND DUSE-CHASSIS-FURIO 11 CBC	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ১১ মে ২০২২	১৮৪১৯৪৮ টাকা	১৬১১৬০২ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : CVR021307109298 নাম : মনিরুল চৌধুরী (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : গলসি বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৪০৬ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB41J9307 ইঞ্জিন নং 33LNGD06AV0S500747 চেসিস নং MAT563009N7A00698 মডেল TATA MOTORS LTD - FULLY BUILT- LPT 1512 HSD BSVI	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ১ এপ্রিল ২০২৩	২০৩৫৭৩৪ টাকা	১৯৩৬০১২ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : UCR003504506070 নাম : পলি চৌধুরী (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : প্রযত্নে মনোরঞ্জন সাহা রামকৃষ্ণ সাকিন আশ্রমপাড়া বিএসএনএল এক্সচেঞ্জ অফিসের নিকট শিলিগুড়ি দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০১ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB74AR1112 ইঞ্জিন নং HHH4F19168 চেসিস নং MA1YU2HHUH6F13754 মডেল মাহিন্দ্রা ক্যাটাগরি সি প্লাস - XUV500	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ১১ মার্চ ২০২১	১৩০৬৭৭৫ টাকা	১৯৬৩০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : CER003506529325 নাম : শুভজিৎ সেন (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : বিবেকানন্দ পল্লি, দক্ষিণ বাগডোগড়া, প্রসাদ গ্রিল শপের নিকট বাগডোগড়া দার্জিলিং শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০১৪ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB73G1992 ইঞ্জিন নং VEDX5357489K6P চেসিস নং MC2BJFRCOMD071151 মডেল VE COMMERCIAL-TIPPER-EICHER PRO 6019T TIPPER	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ২০ এপ্রিল ২০২২	২৭৬৫৯৮১ টাকা	২১০৩১০৩ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : AUR003503234068 নাম : সোমা মল্লিক (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : বঙ্কিম নগর সেনোকে রোড ওয়ার্ড নং ৪১ শিলিগুড়ি পুরসভা শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০১ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB74BB9198 ইঞ্জিন নং 1GDA202121 চেসিস নং MBJGA3GS400380134-0618 মডেল TOYOTA CAT D - FORTUNER FT 4*2 MT	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ৯ নভেম্বর ২০২০	৩৩৭০৬৮৫ টাকা	৩০২২০০৫ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : CVR000507720864 নাম : দীপক সিকদার (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ২৫ নিউ বিক্রমগড় পি জি এইচ সাহা রোড যাদবপুর এসও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৩২ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB19L3267 ইঞ্জিন নং B56B6A180D02122F63909561 চেসিস নং MAT796003N1 G19108 মডেল TATA MOTORS LTD-FULLY BUILT-LPT 3518 52 COWL BS6	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	২৬৩৬১৬৫ টাকা	৩৪৬৪৭৩০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং : CVR000509120177 নাম : বাপী ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ঘাগারপুর খানাকুল ঘাগারপুর হুগলি পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৪০৬ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. WB15E0700 ইঞ্জিন নং PKEZ409363 চেসিস নং MB1AZHCD7PAKP0203 মডেল ASHOK LEY-FULLY BUILT-ECOMET 1815 BS6	ক) নোটিশের তারিখ ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	২২৮২৬৪৩ টাকা	২৪০১৬১৪ টাকা

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এবং/অথবা গ্যারান্টারদের (যেখানে প্রযোজ্য) তাদের এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পাওনার পরিমাণ পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখের ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) এর অধীনে, কোন ঋণগ্রহীতা, উপ-ধারা (২) তে উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় উল্লিখিত তার সুরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে হস্তান্তর করবেন না সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই।
সারফায়েসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতাদের কাছে সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের জন্য।
সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ উপ-ধারা (৮) -
যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদারের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচের সাথে তার বকেয়া পরিমাণ পাবলিক নিলামের জন্য নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে বা সরকারী বা বেসরকারী চুক্তি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর তারিখের আগে যে কোনো সময়ে সুরক্ষিত পাওনাদারকে টেন্ডার আহ্বান করা হয়। লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা যাবে না।
(ক) সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক ইজারা, নিয়োগ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ স্থানান্তর করা হবে না; এবং
(খ) যদি, এই উপ-ধারার অধীনে এই জাতীয় অর্থের দরপত্রের আগে সম্পত্তির ইজারা বা বরাদ্দকরণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার জন্য সুরক্ষিত পাওনাদারের দ্বারা কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাহলে এই ধরনের সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। লিজ বা অ্যাসাইনমেন্ট বা এই ধরনের সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তর করা যাবে না।

তারিখ : ০৪.০৭.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.**

ফের কালিয়াচকে জমি দখলের অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে যেখানে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রীতিমতো কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ঠিক তার উল্টোদিকেই মালদার কালিয়াচকে মধ্যবিত্ত এক পরিবারের ৩৫ কাঠা জমি জোর করে দখলের অভিযোগ উঠল তৃণমূল দলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। ইটভাটা তৈরির নাম করেই গৃহস্থের জমি রীতিমতো দাদাগিরি করেই দখল করছে স্থানীয় জমি মাফিয়ারা বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুর এলাকায়। ইতিমধ্যেই ওই জমির মালিক পোদ্দার পরিবার কালিয়াচক থানার আইসি থেকে শুরু করে পুলিশ সুপার, জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে অভিযোগ জানানোর দাবি করেছেন

কালিয়াচকের পোদ্দার পরিবারের সদস্যরা।

তৃণমূলের জেলার সহ-সভাপতি শুভময় বসু জানিয়েছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে দল কোনওভাবেই পাশে থাকবে না। উল্লেখ্য, কালিয়াচক থানার রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়াডাঙা এলাকার বাসিন্দা, প্রদীপ পোদ্দার, অমিত পোদ্দারের পরিবার ভবানীপুরে ২০২২ সালে ৩৫ কাঠা জমি কেনেন। সেখানেই তাদের একটি কলকারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরেই পোদ্দার পরিবারের জমি জোর করে দখল করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কিছু জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। আর ওই ঘটনায় তৃণমূল পরিচালিত রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী আনজারুল শেখ সহ মোট ছয়জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

ওই জমির মালিকের এক সদস্য প্রদীপ পোদ্দার বলেন, আমাদের পরিবারের চার সদস্যদের নামে ৩৫ কাঠা জমি বহুদিন আগে নেওয়া হয়েছিল। এখন সেই জমি অর্ধেক অংশেই স্থানীয় জমি মাফিয়ারা দখল করে নিচ্ছে। রীতিমতো এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর দাঁড়িয়ে থেকে জমি দখলের কাজ করাচ্ছে। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এইসব ঘটনার বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কড়া হাতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানেই স্থানীয় তৃণমূল নেতা দাদাগিরি করেই আমাদের জমি দখল করছে। প্রতিবাদ করতেই প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। কালিয়াচক থানায় অভিযোগ জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। তাই এখন মুখ্যমন্ত্রীর দুয়ারে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। জমির অপর আরেক মালিক অমিত পোদ্দার বলেন, পুলিশ ও প্রশাসনের সমস্ত জায়গায় অভিযোগ জানিয়েছি। যেহেতু তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর নামে অভিযোগ, তাই পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ওরা ইটভাটা তৈরির নামে আমাদের জায়গা ঘিরে নিচ্ছে। সেখানে ইতিমধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করে দিয়েছে। মঙ্গলবার মালদায় প্রশাসনিক বৈঠকে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জমি দখলের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এদিকে এই ঘটনার পর রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর সঙ্গে কোনোরকম ভাবে যোগাযোগ করা যায়নি। তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি শুভময় বসু বলেন, এই ধরনের ঘটনার অভিযোগ তদন্ত করে দেখার জন্য পুলিশ ও প্রশাসন রয়েছে। তবে অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে দল কখনোই এমন মানুষের পাশে থাকবে না। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, একশ্রেণির তৃণমূলের নেতারা অসহায় মানুষের জমি দখল করছে। আমরা কালিয়াচকের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

চোপড়াকাণ্ডে জেসিবির গ্রুপের আরও এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চোপড়া: চোপড়ায় সালিশি সভার নামে এক যুবক, যুবতীকে বেধড়ক মারধর করার ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া তাজিমুল ইসলাম ওরফে জেসিবির গ্রুপের আরও এক সদস্যকে মঙ্গলবার রাতে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম আমিরুল ইসলাম। ধৃতকে এদিন পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। এদিকে চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানকে দলের রাজ্য নেতৃত্ব যে শোকজ করেছে, তার জবাব সরাসরি কলকাতায় শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে বিধায়ক জমা দেবে বলে জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানিয়েছেন। জেসিবি গ্রেপ্তার হলেও তার দলের সদস্যরা চুপ করে বসে নেই বলে এলাকা

সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ভিডিওটি যে শুট করেছে ও ভাইরাল করেছে, তাকে শনাক্তকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে জেসিবির ধৃতের লোকজন। ঘটনার দিন ওই সালিশি সভা চলাকালীন কারা ভিড় জমিয়েছিল, কাদের হাতে মোবাইল ফোন ছিল, সবকিছুই তারা এলাকায় ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করছে। জেসিবির হাতে নির্যাতিত যুবক, যুবতী এদিনও প্রকাশ্যে আসেনি। তবে পুলিশের ধরপাকড় শুরু হতেই লক্ষ্মীপুর সংলগ্ন সুজালী এলাকার জেসিবির এক পার্টনার এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছে।

জেসিবির হাতে নির্যাতিত ওই মহিলার শাশুড়ি রীনা খাতুন জানিয়েছেন, যে এই ভিডিও শুট করে ভাইরাল করেছে, আমি তার চরম শাস্তি চাই। তার জন্য আমার পরিবারের সম্মানহানি হয়েছে।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস জানিয়েছেন, সেদিনের ঘটনার মূল অভিযুক্ত জেসিবিকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে আরেকজনকে শনাক্তকরণের পরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ শনাক্তকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা জানিয়েছেন, পুলিশ তার কাজ করছে। আমরা আগেই বলেছি, আইন আইনের পথে চলবে।

ধৃত তিনজনকে নিয়ে রানিগঞ্জে ডাকাতির পুনর্নির্মাণ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: অবশেষে রানিগঞ্জে সোনার গয়নার দোকানে ডাকাতির ঘটনার তিন সপ্তাহ পর পুলিশের জালে ধরা পড়া পাঁচজন দুষ্কৃতীর মধ্যে সনু সিং, সুরজ সিং ও বিবেক চৌধুরী এই তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে বুধবার ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ।

উল্লেখ্য, যে এই ডাকাতির ঘটনাকে রুখে দিয়ে সাতজন ডাকাত দলের সঙ্গে একাই লড়াই করেছিলেন, সেই শ্রীপুর ফাঁড়ির আইসি মেঘনাথ মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে রানিগঞ্জ থানার মেজবাবু অজয় বাগ ও পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির আইসি রবীন্দ্রনাথ দোলুই এদিন পুলিশের বিশাল বাহিনী ও সিআইডি ডিপার্টমেন্টের পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে সমস্ত ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে। সেদিনের ঘটনা কী ভাবে ডাকাত দল সংঘটিত করেছিল ও কী ভাবে ওই আধিকারিক একাই লড়াই করে ডাকাত দলকে তাড়া করেছিলেন সেই সমস্ত বিষয় এদিন নাট্যরূপে তুলে ধরে দুষ্কৃতী দলের সদস্যরা।

এদিন দুপুর প্রায় তিনটে নাগাদ পুলিশের বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারিদিকে পুলিশ প্রশাসনের বেড়াজালে এই বিশেষ পুনর্নির্মাণ পর্ব হয়। দুষ্কৃতী দলের সদস্যরাও কী ভাবে পড়ে গিয়ে এই ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল ও তারা পুলিশ আধিকারিককে ঘিরে ধরে গুলির লড়াই চালায় সেই সকল বিষয়গুলি এদিন দেখিয়ে দেয়।

কয়লা কাণ্ডে বুধবার হল না চার্জ গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বুধবার কয়লা দুর্নীতি কাণ্ডে ফাইনাল চার্জফ্রেম গঠন হল না আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে। অভিযুক্ত ৫০ জনের মধ্যে ৪৭ জনের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুপস্থিত ছিলেন ২ জন। তাদের নোটিশ পাঠাবে সিবিআই আদালত। চার্জফ্রেম হবে ১২ আগস্ট। তার মধ্যে ২৫ হাজার পাতার নথি দিতে হবে ৫০ জনকে। ৩৯৬ জন সাক্ষী। ১১৯৯ পাতার তথ্য প্রমাণ।

কয়লা মাফিয়া অনুপ মাজি ওরফে লালা, জয়দেব মণ্ডল, নারায়ণ খাড়কে সহ ৪৫ জন অভিযুক্ত আদালতে আসেন। এদিন তারকেশ্বর রায় ও মো. শাকিল নামে দুই অভিযুক্ত অনুপস্থিত ছিলেন। যার ফলে এদিন চার্জ গঠন হল না। ৪৩ জনের নামে চার্জশিট ছিল। মঙ্গলবার ফের সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা করেছে সিবিআই। মোট ৫০ জনের নাম উঠল চার্জশিটে।

কয়লা মামলায় চার্জশিটে নাম থাকা বিনয় মিশ্র এখনও ফেরার। আর একজন ইসিএল সিকিউরিটি কনস্টেবল মারা গিয়েছেন। কয়লা মাফিয়া গুরুপদ মাজি রয়েছে ইডির একটি মামলায় তিহার জেলে। ফলে ৪৭ জন অভিযুক্তের আসানসোল সিবিআই আদালতে উপস্থিত থাকার কথা ছিল। মঙ্গলবার ইতিমধ্যেই আসানসোল সিবিআই আদালতে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করেছে। সেখানে নতুন করে সাতজনের নাম দেওয়া হয়েছে। তবে সিবিআইয়ের গাছাড়া মনোভাবের দাবি। অভিযুক্তদের আইনজীবীদের অভিযোগ অথবা সিবিআইয়ের লম্বা সাক্ষী, লম্বা অভিযুক্তের তালিকা দেখে সন্দেহ জাগে এই তদন্ত আদৌ কোনও ,দিন শেষ হবে কিনা। প্রশ্ন তুলেছিলেন খোদ সিবিআই বিচারক। শেষ একমাস ধরে সিবিআইকে ভর্ৎসনা করেছেন তিনি। প্রশ্ন তুলেছিলেন এই তদন্ত কোনও দিশা রয়েছে কিনা।

কয়লা কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া ইসিএলের আধিকারিক নরেশ সাহা, একে ধর এবং ব্যবসায়ী অশ্বিনী কুমার যাদব, বিদ্যাসাগর দাস ও সীমন্ত ঠাকুরের জামিনের আবেদন করেন অভিযুক্তদের আইনজীবী। প্রশ্ন উত্তরের পর বিচারক এই পাঁচজনের শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন।

ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে যৌথভাবে অভিযান পুরসভা ও পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে যৌথভাবে অভিযান শুরু করল বালুরঘাট পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসন। বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের থানা মোড় থেকে শুরু হয় এই অভিযান। আগামী ১০ তারিখ পর্যন্ত এই অভিযান চলবে বলেই জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি নবান্নের বৈঠকে ফুটপাত দখলমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপর থেকেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। সেই মতো বালুরঘাট শহরের ফুটপাত দখল মুক্ত করতে ও শহরের পার্কিং জোন ঘুরে দেখতে যৌথভাবে অভিযান শুরু করল বালুরঘাট পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসন। এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, বালুরঘাট সদর ট্রাফিক আইসি অরুণ কুমার তামাং সহ অন্যান্য পুলিশকর্মী।

উল্লেখ্য, বালুরঘাট শহরেও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করছেন অনেক ব্যাবসায়ী। পাশাপাশি শহরের মধ্যেও যত্রতত্র গাড়ি বা মোটরবাইক পার্কিং করতে দেখা যায়। যার ফলে এদিন অভিযানে নামে বালুরঘাট থানার পুলিশ ও বালুরঘাট পুরসভা। শহরের বিভিন্ন পার্কিং এলাকা ও ফুটপাত ঘুরে দেখা হয় তাদের তরফে।

এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র বলেন, 'বালুরঘাট পুরসভার তরফ থেকে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান নিয়মিত চলছে। কারা ফুটপাতের উপরে দোকান করছেন সেই বিষয়ে সার্ভে চলছে। যারা এরকম ফুটপাত দখল করে দোকান করছেন তাঁদেরকে বলা হয়েছে আগামী ১০ তারিখের মধ্যে তা ছেড়ে দিতে। নাহলে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিজেপি প্রার্থী মনোজ কুমার বিশ্বাসের সমর্থনে শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বাহুবলি রীতি, সিপিএমের আমলের জন্ম আর সেটা ছিল ইউকালেপ্টাস গাছের মতো ছোট, তৃণমূল কংগ্রেস সেটাকে বটবৃক্ষে পরিণত করেছে, নদিয়া রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী মনোজ কুমার বিশ্বাসের সমর্থনে নির্বাচনে প্রচারে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজভবনের সামনে প্রতিবাদের জন্য চার ঘণ্টা সময় দিয়ে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে তাতে তিনি অত্যন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন কোর্টকে। তিনি রাজ্যের সমস্ত শহিদ পরিবার এবং ভোট পরবর্তী হিংসায় ঘর ছাড়া পরিবারদের নিয়ে রাজভবনের সামনে প্রতিবাদে বসবেন বলে জানালেন। রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী ১০ জুলাই

উপনির্বাচন আর সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে এবার বিজেপি প্রার্থী মনোজ কুমার বিশ্বাসের সমর্থনে ভোট প্রচারে এসে পদ যাত্রাও করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নদিয়া রানাঘাটের নোকারির নারায়ণ সাহার মোড় থেকে মাঝের গ্রাম ১০ নম্বর রেলগেট পর্যন্ত পদযাত্রা করেন শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী মনোজ কুমার বিশ্বাস এবং চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ ছাড়াও কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায় এবং রানাঘাট উত্তর-পশ্চিমের বিধায়ক অসীম বিশ্বাস সহ বিজেপির রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পার্থসারথি চ্যাটার্জি সহ একাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

সোনার গয়না পালিশের নামে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই, উদ্ধার অলংকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: গত ২৩ জুন অণ্ডালের থানা রোড এলাকায় সোনার গয়না পালিশ করার নাম করে গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছিল দুই দুষ্কৃতী। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অণ্ডালের দক্ষিণখণ্ড এলাকা থেকে আটক দুই দুষ্কৃতী, পরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃত দুই ব্যক্তি অমিত কুমার শাহ (৩৫) ও অমিত কুমার (২৮) ভাগলপুর জেলার বুদ্ধচক থানার একদ্বারা গ্রামের বাসিন্দা।

ঘটনার সূত্রে জানা গিয়েছে, সেদিন সকালের দিকে অণ্ডাল থানা রোড এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে আসে দু'জন যুবক। সোনার অলংকার পালিশ করার কাজ করে বলে পরিচয় দেয় তারা। তাদের কথায় বিশ্বাস করে বেশ কিছু সোনার অলংকার পালিশ করার জন্য দেয় বৈশাখী ভট্টাচার্য নামের এক মহিলা। সুযোগ বুঝে সেই সোনার জিনিস নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। পরদিন শনিবার ওই মহিলা অণ্ডাল থানায় বিষয়টি জানায়। ঘটনার তদন্তে নেমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই ঘটনায় জড়িত দুই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ, পরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃত দুষ্কৃতীরা ঘটনা ঘটানোর প্রায় এক মাস ধরে দুর্গাপুরের ক্ষুদিরাম কলোনি তে থাকছিলো। তাঁদের গ্রেপ্তার করে আদালতের কাছে আবেদন করে পুলিশ ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নেয়। হেফাজতে নিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই

উদ্ধার হয় দুটি সোনার চেইন, দুটি সোনার আংটি, দুটি সোনার কানের। এছাড়াও তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় একটা বিহার নাম্বার বাইক উদ্ধার হয়। আজ বুধবার ফের ঐ দুই ধৃত আসামীকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হয়।

উন্নয়নের কাজ দ্রুত করতে জেলা শাসকের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: উন্নয়নের কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে হবে। কাজের মানের সঙ্গে কোনওরকম সমঝোতা করা হবে না। জেলা শাসকের দপ্তরে আয়োজিত উন্নয়ন বিষয়ক পর্যালোচনা বৈঠকে স্পষ্ট বার্তা দিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা শাসক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি, অতিরিক্ত জেলা শাসকগণ, জেলার তিন মহকুমা শাসক, সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বৈঠকে ১৫ তম অর্থ কমিশনের তহবিলের ব্যবহার ও সামগ্রিক অবস্থা সহ কর্মশ্রী, পথশ্রী এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যনির্বাহী কমিটির পৃথক একটি বৈঠকে জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়েছে। সরকারি সমস্ত হাসপাতালে রোগীরা যাতে ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা পায় সেদিকে বিশেষ নজর রাখার এবং চিকিৎসক ও নার্সিং স্টাফদের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফের উত্তরপাড়ায় ভরসন্ধ্যায় দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়ায় পরপর সিসি ক্যামেরা চুরি, মোবাইল ছিনতাই,আবাসনে চুরি, আংটি ছিনতাইয়ের পর এবার ভরসন্ধ্যায় জানালার রড কেটে বাড়িতে ঢুকে,আলমারি ভেঙে সোনার গয়না এবং নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। আরও এক চুরির ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ির শিশুকে নিয়ে চিকিৎসকের কাছে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন বাড়ির গৃহকর্ত্রী, এরপর ফিরে এসে দেখেন বাড়ির জানালা কেটে ভয়াবহ চুরির ঘটনা। যদিও উত্তরপাড়ায় পরপর অপরাধমূলক ঘটনার পর একদিকে যেমন বেশ কিছু অপরাধী ধরা পড়ছে, তেমনই বাড়ছে চুরির ঘটনা। সাধারণ মানুষের দাবি, এর আগে উত্তরপাড়ায় কখনও এত চুরির ঘটনা ঘটেনি, তাদের মতে এলাকায় বাড়ানো উচিত পুলিশি টহল ও সাদা পোশাকে নজরদারি। এই বিষয় তদন্তে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে কারণ পুলিশ সূত্রের দাবি, উত্তরপাড়া পুর এলাকায় নজরদারির জন্য যে যে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগই অকেজো, একদিকে যখন অন্যান্য পুর এলাকায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সিসি ক্যামেরার ওপর ভরসা রাখছে পুলিশ, সেখানে উত্তরপাড়া এলাকায় সিসি ক্যামেরা অচল হয়ে থাকা নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন। যদিও এই বিষয় বিজেপির পক্ষ থেকে কটাক্ষ করা হয়, তাঁরা জানান, এই ব্যর্থতা পুলিশ ও পুর প্রশাসনের। উত্তরপাড়া এলাকায় চুরির ঘটনায় পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'পুলিশ যথেষ্ট ভালো কাজ করার চেষ্টা করছে, ইতিমধ্যেই সিসি ক্যামেরা চোর, মোবাইল ছিনতাই এবং একাধিক বাইক চোরকে ধরতে সমর্থ হয়েছে পুলিশ। ঠিক সিসি ক্যামেরা ঠিক থাকলে এই ধরনের অপরাধী ধরতে অনেক সুবিধা হয়, আমরা আশাবাদী খুব দ্রুত মূল অভিযুক্তকে আমরা ধরতে পারব।'

বর্ধমান শহরে তিনটি স্কুলে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গাংপুরের কায়দায় এবার চুরির ঘটনা ঘটল বর্ধমান শহরে। এক রাতে বর্ধমান শহরে পরপর তিনটি স্কুলে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য চড়ায় এলাকায়। এমনকি চুরি করার পর সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ যাতে প্রশাসনের হাতে না পৌঁছয় তার জন্য হার্ডডিস্ক পর্যন্ত তুলে নিয়ে চলে যায়। যদিও স্কুলের পাশে একটি বাড়িতে দু'টি সিসি ক্যামেরা লাগানো ছিল, সেখান থেকে কিছু ছবি পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে চোরেদের চিহ্নিত এখনও করা যায়নি। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে বলে জানিয়েছে।

জানা গিয়েছে, বর্ধমানের তেজগঞ্জ হাইস্কুল এবং বর্ধমান তেজগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বর্ধমান খাজা আনোয়ারদের স্কুলে এক রাতে তিনটি স্কুলে চুরি হয়। স্কুলের পেছনে জানলা ভেঙে দুষ্কৃতীরা প্রবেশ করে বলে জানা গিয়েছে। তারপরে সমস্ত স্কুলের আলমারি খুলে তছনছ করে দেয় এবং কিছু কাগজপত্র এদিক সেদিক করে লোপাট হয়ে যায়। শুধু তাই নয়,বর্ধমান প্রাথমিক বিদ্যালয় তেজগঞ্জ স্কুলের শিক্ষিকারা জানিয়েছেন, তাদের কিছু টাকাও ছিল আলমারিতে। সেটাও তারা নিয়ে চলে যায়। তবে এই ঘটনা খুব কম দেখা যায়। স্কুলেও চুরির ঘটনা। যেখানে স্কুলে কাগজপত্র ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তাও কেন দুষ্কৃতীরা স্কুলে ঢুকল চুরি করতে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

টাকাপয়সা বেশি না গেলেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জানলা দরজার। বর্ধমান থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, গত তিনদিন ধরে তারা দেখছেন বর্ধমান শহর লাগোয়া বিভিন্ন জায়গায় চুরির ঘটনা বেড়েই চলেছে। কোথাও দোকানে আবার কোথাও শোরুমে আবার স্কুলে ও আবার কিছু বাড়িতে। পরপর তিনদিন এই চুরির ঘটনা ঘটেছে বর্ধমানের আশপাশে। প্রসঙ্গত, গত সোমবার রাতেও বর্ধমানের গাংপুরে বেশ কয়েকটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। চুরি করতে ঢুকে সমস্ত ডিভিআর মেশিন খুলে নিয়ে যায় চোরের দল। সেই একই কায়দায় এবার বর্ধমান শহরেও চুরির ঘটনায় রীতিমতো চিন্তায় ফেলেছে পুলিশ প্রশাসনকে।

স্কুল সেফটি নিয়ে কর্মসূচি আরামবাগ হাইস্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কলকাতার সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন এনডিআরএফের তরফ থেকে আয়োজন করা হয় স্কুল সেফটি প্রোগ্রাম। আরামবাগ হাইস্কুলে এই প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। এটি একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের বিপর্যয় মোকাবিলা করার প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়। এছাড়া যে কোনও জরুরি আপদকালীন অবস্থায় আতঙ্কিত না হয়ে, কি ভাবে সেই অবস্থায় মোকাবিলা করবে তারও শিক্ষা দেওয়া হয়। বন্যা, ভূমিকম্প, আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্কিত না হয়ে কিভাবে একে অপরকে সাহায্য করতে পারে তার শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া বিদ্যালয়ে আসার পথে বা বিদ্যালয়ের মধ্যে যে কোনও ছোট বড় দুর্ঘটনা হলে তাঁরা নিজেদের কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারে তাও শেখানো হয় এদিন। এনডিআরএফের এক আধিকারিক মাধব বাউড়ী বলেন,

আমাদের স্কুলে সচেতনতার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা জানি বাচ্চারা আমাদের ভবিষ্যত। বাচ্চারা বাড়ি থেকে স্কুল এবং স্কুল থেকে বাড়ি পর্যন্ত যাতে সেফটি ভাবে যেতে পারে। সেজন্য আমরা একটা প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছি। দু'ঘণ্টা ধরে এটি চলে। এই শিবির এখানেই শেষ নয়, এই শিবির বিভিন্ন স্কুলে চালানো হবে। পাশাপাশি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশচন্দ্র রায় বলেন, এনডিআরএফের পক্ষ থেকে একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম হয়ে গেল আরামবাগ হাইস্কুলে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিভিন্ন দুর্যোগ, অ্যাক্সিডেন্ট, ফায়ার-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সচেতন করা হয় ছাত্রছাত্রীদের।

কৃষ্ণনগর জলঙ্গি নদীতে উদ্ধার হল কুমির

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: অবশেষে কৃষ্ণনগর জলঙ্গি নদীতে বনদপ্তরের হাতে ধরা পরল বিশালাকার কুমির। কৃষ্ণনগর জলঙ্গি নদীর বিভিন্ন ঘাটে দেখা গিয়েছিল একটি পূর্ণবয়স্ক কুমিরকে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, একটি নয় মোট ৩টি কুমিরকে দেখা গেছে জলঙ্গী নদীতে। কুমিরের

ভয়ে সকাল থেকেই আতঙ্কে ছিল সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে মৎস্যজীবীরা। কুমির দেখা মাত্রই খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে। বনদপ্তরের কর্মীরা এসে অবশেষে জলঙ্গি নদীর কচুরিপানা থেকে কুমিরটিকে উদ্ধার করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কয়েকদিন ধরেই কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার নতুন শম্ভুনগর এলাকায় মৎস্যজীবীদের প্রথম চোখে পড়ে এই কুমিরটি। এরপরে মাঝেমধ্যে জলঙ্গি নদীতে ঘুরতে দেখা যেত কুমিরটিকে। মঙ্গলবার সকালে ও খোশমেজাজে তাকে দেখা যায় ষষ্ঠীতলা এলাকায় জলঙ্গি নদীর ঘাটে। এরপর ঘূর্ণি এলাকার একটি ভাটা থেকে বনদপ্তরের সহায়তায় ধরা হল সেই কুমিরটিকে। আর কুমির ধরার খবর পেয়ে হাজার হাজার লোক ভিড় জমায় ঘূর্ণি জলঙ্গির ঘাটে।

বাইক বাহিনী ঢুকতে মারের নিদান গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: গ্রাম গবেষক ত্রিপুরা বসু তাঁর একটি বইতে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি তখন সাহিত্য জগতের মধ্যমণি বাগনানের সামতা বেড়ের নিজস্ব ভবনে বসবাস করছেন। রূপনারায়ণের বুক চিরে লোকজন পারাপার করার জন্য তখন চলত নৌকা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেই সময় নৌকা চলাচল বন্ধ করতে চালু করেছিল স্টিমার। কিন্তু স্টিমারে লোক হচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে স্টিমারের যাত্রীদের উঠলেই সিগারেট দেওয়া হবে বলে একটা ঘোষণা করে এই কোম্পানি। আর এতেই সিগারেটের লোভে দেদার যাত্রী হয় স্টিমারে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সামতাবেড়ের সংলগ্ন এলাকায় পোস্টার দিয়েছিলেন এবং এলাকার লোকজন তাঁর ওপর চড়াও হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে এই বইটি থেকে।

হাওড়ার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র বাগনানের পানিত্রাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজস্ব বাসভবনে যাওয়ার সময় সকাল বিকেল প্রতিদিনই একদল রোমিও দ্রুতগতিতে বাইক চালিয়ে যায়, আর এর ফলে ইতিমধ্যেই কয়েকটা দুর্ঘটনা যেমন ঘটেছে, তেমনই মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ওই রোমিও তথা বাইক বাহিনীকে বারবার জানানো সত্ত্বেও যখন তারা এলাকার মানুষের কথায় কোনও কর্ণপাত করেনি তখন এবার তাদের জব্দ করতে অন্য দাওয়াই নিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। সামতাবেড়ের মুখ থেকে শরৎচন্দ্রের বাড়ি যাওয়ার পথে, এবার পোস্টার পড়েছে যাতে পরিষ্কার লেখা হচ্ছে 'মার থেকে বাঁচতে গাড়ি আস্তে চালান।' অর্থাৎ বাইক বাহিনীর তাণ্ডব রূপে এলাকার বাসিন্দারা দ্রুতগতিতে চালানো বাইক ধরে মারধর করা হবে বলে পরিষ্কার নিদান দিয়েছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকায় এই পোস্টারের দেখা মিলেছে। বলাই বাহুল্য, ইতিমধ্যেই তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে। বাইক দৌড়তে ঢুকতে এলাকার বাসিন্দারা রুখে দাঁড়ালে পরিস্থিতি কত সুন্দর হতে পারে তা দেখিয়ে দিয়েছেন পানিত্রাসের বাসিন্দারা।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। মৃত বাইক আরোহীর নাম সুনীল কুমার সিং (৪৭)। মৃত ব্যক্তি আসানসোলের বাসিন্দা। বুধবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠাল কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মাসের ২৮ তারিখে আসানসোলে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড ধরে যাওয়ার সময় পিছন থেকে ওই ব্যক্তিকে কোনও ছোট গাড়ি ধাক্কা মেরে চলে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে কাঁকসার রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসা চলাকালীন মঙ্গলবার দুপুরে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। মৃতদেহ বুধবার ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে

মধুপর্ণা ঠাকুরের সমর্থনে প্রচারে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদা উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে মধুপর্ণা ঠাকুরের সমর্থনে বুথে বুথে প্রচারে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচন রয়েছে আগামী ১০ জুলাই। ইতিমধ্যেই সব পক্ষের প্রচার চলছে জোরকদমে। এদিন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী তথা শাসকদলের নেতা সুজিত বসু হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বুথে বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে প্রচার করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদেরকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে অনুরোধ করেন তিনি। নিজেদের ভুল ত্রুটি থাকলে শুধরে নিতে বলেন। স্কুটিনির উপরে জোর দিতে অনুরোধ করেছেন। পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুজিত বসু জানিয়েছেন, বুথ শক্তিশালী হলে দল শক্তিশালী হবে। সেই কারণে আজ আমি বুথে বুথে গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। বাগদা উপনির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেস জিতবেন বলে আশাবাদী তিনি।

রাজ্যসভায় সোনিয়াকে খোঁচা মোদির, ওয়াকআউট বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই: লোকসভার জবাবি ভাষণে নানা আছিলায় বিঁধেছিলেন রাহুল গান্ধিকে। রাজ্যসভার জবাবি এবার ভাষণে মা সোনিয়া গান্ধিকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর খোঁচা, 'যারা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্য বা 'অটোপাইলট' মোডে সরকার চালাতো। তাঁরা জানেই না কাজটা কীভাবে করতে হয়।'

২০০৪-২০১৪। ১০ বছর কেন্দ্রে ইউপিএ সরকার চলাকালীন ইউপিএ'র চেয়ারপার্সন ছিলেন সোনিয়া। একই সঙ্গে ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটির শীর্ষপদেও ছিলেন তিনি। বিরোধীদের অভিযোগ, ওই সময় প্রধানমন্ত্রী পদে মনমোহন সিং থাকলেও বকলমে সরকার চালাতেন সোনিয়াই। সেই সময় থেকেই ইউপিএ সরকারকে রিমোট কন্ট্রোল সরকার বলে কটাক্ষ

করত বিরোধীরা। দীর্ঘদিন বাদে সংসদে সেই পুরনো ইস্যু খুঁচিয়ে তুললেন মোদি।

রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'এখানে যারা বসে আছেন তাঁরা অটো পাইলট মোডে না হয় রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে সরকার চালাতে অভ্যস্ত। ওরা কাজ করায় বিশ্বাসই করে না। ওরা শুধু অপেক্ষা করতে জানে।' এর পরই মোদির দাবি, 'গত ১০ বছরে মানুষের কাজ করতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেনি সরকার। আর এটা শুধুই শুরুয়াত। আগামী ২০ বছর সরকার থাকবে বিজেপিরই।'

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ চলাকালীন লোকসভার মতো রাজ্যসভাতেও স্লোগান তোলা শুরু করে বিরোধীরা। আসলে বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে মোদির বক্তব্যের মধ্যেই জবাব দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় সেই অনুমতি দেননি। খাড়গে বলার অনুমতি না পাওয়ায় বিরোধী শিবির থেকে আওয়াজ ওঠা শুরু করে, 'বিরোধী দলনেতাকে বলতে দিন।' মোদি যত বলতে থাকেন, স্লোগান তত বাড়তে থাকে। বিরোধীরা বলা শুরু করেন, 'আমাদের বলার সুযোগ দিন', 'লজ্জা পাওয়া উচিত।' বিরোধীদের আচরণে ক্ষোভপ্রকাশ করেন চেয়ারম্যান ধনখড়। এর পরই ওয়াকআউট করেন বিরোধীরা। কংগ্রেস-সহ বিরোধী সাংসদদের ওয়াকআউট করতে দেখে কটাক্ষের তির ছোঁড়েন প্রধানমন্ত্রীও। তিনি বলেন, 'যারা এতদিন মিথ্যা ছড়িয়ে গেল, তাঁদের সত্যিটা শোনার সাহস নেই।'

হাথরাসে মৃত্যুমিছিল দেখে অসুস্থ হয়ে মৃত মর্গে কর্তব্যরত পুলিশকর্মী

লখনউ, ৩ জুলাই: হাসপাতালের মর্গে এভাবে লাশের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছিল। শিশু থেকে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, মহিলা; চোখের সামনে নিথর হয়ে পড়ে ছিলেন তাঁরা। টেম্পো, বাসে ভরে ভরে দেহ আসছিল। আর সেগুলি মর্গে রাখা হচ্ছিল। হাসপাতাল জুড়ে স্বজনহারাদের কান্নার রোল; সব মিলিয়ে পরিবেশ আরও শোকাতুর, থমথমে হয়ে উঠেছিল।

হাথরসে পদপিষ্টের ঘটনার পরই এটা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে মোতায়েন করা হয়েছিল দুই পুলিশকর্মীকে। তাঁদের মধ্যে এক জন কনস্টেবল রবি কুমার। দুপুর ২টোর পর থেকেই লাশের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছিল হাসপাতালে মর্গে। হাসপাতালে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, তার জন্য সেখানে পুলিশ মোতায়েন ছিল। তাঁদের মধ্যে রবি এবং তাঁর এক সহকর্মীকে মোতায়েন করা হয়েছিল মর্গের সামনে।

চোখের সামনে এত মৃত্যু, রক্ত, আর্তনাদ দেখে নিজেকে সামলাতে পারেননি রবি। তাঁর সহকর্মী জানান, হাসপাতালের মর্গে যখন লাশের সংখ্যা বাড়ছিল, রবি সেই সব লাশ দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। মর্গের সামনেই অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন। তখনও বোঝা যায়নি তাঁর মধ্যে কী চলছে। আচমকাই রবি অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু অসুস্থ হওয়ার ২০ মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু হয় রবির। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই পুলিশকর্মীর।

রবির সহকর্মী জানিয়েছেন, রক্ত, মৃতদেহ, ময়নাতদন্ত; এ সব পরিস্থিতির সঙ্গে পুলিশকর্মীরা খুবই পরিচিত। নিত্য দিন তাঁদের এ সব নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। ১০ বছরের কর্মজীবনে রবি নিজেও বহু বার বহু মৃত্যু দেখেছেন, রক্তপাত দেখেছেন। কিন্তু নিজের কর্তব্য থেকে বিরত থাকেননি। কিন্তু হাথরসের এই দৃশ্য দেখে হয়তো নিজেকে সামলাতে পারেননি। তাঁর মনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছিল। তাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রবির যে মৃত্যু হবে, সেটা মেনে নিতে পারছেন না তাঁর সহকর্মীরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, সিদ্ধার্থ নগরে থাকতেন রবি। ২০১৪ সালে কাজে যোগ দেন। ২০২২ সালে অওয়াগড় থানায় বদলি হয়ে আসেন। এ বছরের ১৬ জুন পুলিশ লাইনে কুইক রেসপন্স টিমে (কিউআরটি) যোগ দেন।

১৫ দিনে ৭টি দুর্ঘটনা

এবার বিহারে হুড়মুড়িয়ে ভাঙল দুটি সেতু

পাটনা, ৩ জুলাই: গত ১৫ দিনে সপ্তম দুর্ঘটনা। সেতু বিপর্যয় অব্যাহত বিহারে। এবার রাজ্যের সিবান জেলায় ভেঙে পড়ল দুটি সেতু। বুধবার ভারী বর্ষণের সময়ই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। তবে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

জানা গিয়েছে, সেতু দুটি ৩৫ বছরের পুরনো। একটি ১৯৯৮ সালে তৈরি। অন্যটি ২০০৪ সালে। প্রথমটির ক্ষেত্রে নির্মাণ খরচ ছিল ৬ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয়টির ১০ লক্ষ টাকা। কিন্তু দীর্ঘদিন সেগুলি মেরামতির কাজ হচ্ছিল না বলে অভিযোগ। এবার প্রবল বৃষ্টির ধাক্কায় ভেঙেই পড়ল সেতুদুটি। স্থানীয়দের দাবি, গন্ডকি নদীর উপরে অবস্থিত এই দুই সেতুর বিপর্যয়ের পিছনে অন্যতম কারণ দীর্ঘদিন নদীর স্রোতে সেতুর কাঠামোর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি সেই বিপর্যয়কে নিশ্চিত করেছে।

১১ দিন আগে সিবানে আরও একটি সেতু ভেঙে পড়েছিল। দারৌন্দা অঞ্চলেও একটি সেতুর একাংশ ভেঙে পড়েছিল। একই ভাবে মধুবনী, আরারিয়া, পূর্ব চম্পারণ, কিষানগঞ্জেও পর পর সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনায় বেড়েছে উদ্বেগ। প্রশাসন 'অতিবৃষ্টি'র মতো নানা কারণ দেখিয়ে সাফাই গাইলেও একের পর এক ব্রিজ ভাঙার ঘটনায় আঙুল উঠছে নীতীশ কুমার সরকারের নীতির বিরুদ্ধে। অনেকেই দাবি করছেন, ভয়ংকর দুর্নীতির জেরেই এই হাল বিহারের।

পড়ুয়াদের জন্য পোশাকবিধি বেঁধে দিল মুম্বইয়ের কলেজ

মুম্বই, ৩ জুলাই: ছেঁড়া জিন্স, টি-শার্ট পরে কলেজে আসা যাবে না। পড়ুয়াদের জন্য মুম্বইয়ের এক কলেজে এমনই ফতোয়া জারি করল। কলেজে এসে পড়ুয়াদের নজরে পড়ে নোটিস বোর্ডে টাঙানো নয়া পোশাকবিধি সংক্রান্ত বিবৃতি। যা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ছাত্র-ছাত্রীরা।

জানা গিয়েছে, চেম্বুরের আচার্য ও ডিকে মরাঠে কলেজের কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের জন্য পোশাকবিধি ঠিক করে দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষের জারি করা নোটিসে বলা হয়েছে, 'ক্যাম্পাসে থাকাকালীন শিক্ষার্থীদের অবশ্যই শালীন পোশাক পরতে হবে। ছাত্রেরা হাফ শার্ট বা ফুল শার্ট এবং ট্রাউজার পরতে পারেন। মেয়েরা পরতে পারেন ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য পোশাক। শিক্ষার্থীরা এমন কোনও পোশাক পরবেন না, যা তাঁর ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ পায় বা সাংস্কৃতিক বৈষম্য দেখায়। ছেঁড়া জিন্স, টি-শার্ট কিংবা জার্সি কলেজে অনুমোদিত নয়।'

দিন কয়েক আগেই আচার্য ও ডিকে মরাঠে কলেজের কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে হিজাব, টুপি বা ওই জাতীয় পোশাকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। যা নিয়ে বম্বে হাইকোর্টে মামলা দায়েরও হয়। যদিও মঙ্গলবার সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায় আদালতে।

এ বার ছেঁড়া জিন্স, টি-শার্ট পরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল। অনেক পড়ুয়ার দাবি, কলেজ কর্তৃপক্ষের নতুন ফতোয়ার ব্যাপারে তাঁরা জানতেন না। তাই জিন্স, টি-শার্ট পরে আসায় কলেজে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কলেজের গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

হাথরাসের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা

মস্কো, ৩ জুলাই: উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে সর্বনাশা সৎসঙ্গে যোগ দিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে শতাধিক মানুষের। শোকের ছায়া নেমেছে গোটা দেশে। এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২১। মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শোকবার্তা পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে।

বুধবার, ভারতের রুশ দূতাবাসের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, 'রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। মৃতদের পরিবারের প্রতি তিনি সমবেদনা জানিয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকেও তিনি শোকবার্তা পাঠিয়েছেন।' হাথরাসের এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরাও।

মঙ্গলবার রাতে, ভারতে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত ফিলিপ অ্যাকারম্যান এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'হাথরাসে মৃতদের পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা রয়েছে। আমরা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' এদিন রাতেই চিনের রাষ্ট্রদূত জু ফেইহং শোকজ্ঞাপন করে বলেন, 'হাথরাসের মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা মর্মাহত ও দুঃখিত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা রয়েছে।' শোকবার্তা পাঠিয়ে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত নাওর গিলন জানান, 'উত্তরপ্রদেশের এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক।

মৃতদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা রয়েছে। আহতদের আমরা দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

জানা গিয়েছে, যে ধর্মগুরুর ডাকে এই সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সেই সুরজ পাল ওরফে ভোলে বাবা। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আয়োজিত ওই সৎসঙ্গে যোগ দিতে এসেছিলেন ৫০ হাজারেরও বেশি অনুগামী। অনুষ্ঠানের শেষে কাতারে কাতারে ভক্তরা ছুটে যান ভোলে বাবার পায়ের ধুলো ও আশীর্বাদ নিতে। আর তাতেই ঘটে যায় এত বড় অঘটন। কিন্তু এর পরই বেপাত্তা ভোলে বাবা। এই ঘটনায় কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য মাথাপিছু ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছে তিনি।

'দেশের অর্ধেক নাগরিকের অধিকারকে সম্মান না করলে আফগান অর্থনীতির উন্নতি সম্ভব নয়'

কাবুল, ৩ জুলাই: তালিবান আছে তালিবানেই। এই প্রথম রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে জেহাদিরা। কিন্তু সেই বৈঠক নিয়েই ছড়ালো বিতর্ক। কেননা তালিবানের শর্ত ছিল, কোনও মহিলা উপস্থিত থাকতে পারবেন না বৈঠকে! সেই শর্ত মেনেও নেন রাষ্ট্রসংঘের কর্তারা। যা নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন নারী অধিকার আন্দোলনের নেত্রীরা। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের তরফে জানানো হল, তালিবান চায়নি বৈঠকে আফগান নাগরিক সমাজের কেউ থাকুক। কিন্তু তারা চায় মহিলারা জনজীবনের অংশীদার হয়ে উঠুন।

আর এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা নিয়ে সরব ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। তাদের মতে, এভাবে তালিবানের দাবি মেনে মহিলাদের বৈঠকে থাকতে না দিয়ে কার্যত তাদের সামনে নতিস্বীকারই করল তারা।

কাতারের দোহায় রাষ্ট্রসংঘ আয়োজন করেছিল আফগানিস্তান বিষয়ক বৈঠক। সেখানে এই প্রথম উপস্থিত ছিল তালিবান মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ। কিন্তু দুদিনের বৈঠকে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে তালিবানের শর্ত ছিল বৈঠকে কোনও মহিলাকে রাখা যাবে না। পরে এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘের কর্তা রোজমেরি ডিকার্লো বলেন, কর্তৃপক্ষ (তালিবান) আফগান নাগরিক সমাজের সঙ্গে এই ফর্ম্যাটের বৈঠকে বসতে চায়নি। কিন্তু ওদের পরিষ্কার বলতে শোনা গিয়েছে যে মহিলা ও নাগরিক সমাজকে জনজীবনের অংশ হয়ে উঠতে হবে।

গত এক বছরে কাতারে এই ধরনের তৃতীয় বৈঠক হল। কিন্তু তালিবানরা প্রথম এই বৈঠকের অংশীদার হল। রবি ও সোমে হওয়া বৈঠকের দিকে নজর ছিল গোটা বিশ্বেরই। সেখানে আফগানিস্তানের নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক বিশেষ রাষ্ট্রদূত রীনা আমিরি এবং মার্কিন 'আফগান পয়েন্ট ম্যান' থমাস ওয়েস্ট পরিষ্কার জানিয়ে দেন, দেশের অর্ধেক নাগরিকের অধিকারকে সম্মান না করা হলে আফগান অর্থনীতির কোনও উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। এদিকে সূত্রের দাবি, দোহায় বৈঠকের আগেই ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হয় তালিবান প্রতিনিধিরা। মুজাহিদ জানিয়েছে, নয়াদিল্লি দোহায় আফগানিস্তানের যে অবস্থান তাকে সমর্থন জানিয়েছে। এজন্য তালিবানের তরফে ভারতকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত তালিবান সরকারকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি দেয়নি কোনও দেশই।

কাজাখস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন জয়শংকর

আস্তানা, ৩ জুলাই: এসসিও সম্মেলনে যোগ দিতে মঙ্গলবারই কাজাখস্তানে পৌঁছেছেন দেশের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। দু'দিনের এই সম্মেলন শুরুর আগে কাজাখস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সারলেন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। মঙ্গলবার রাতে সেই সাক্ষাতের ছবি এক্স হ্যান্ডেলে তুলে ধরে ভারতের বিদেশমন্ত্রী লেখেন, মধ্য এশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত পারস্পারিক অংশদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয় এই বৈঠকে।

কাজাখস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী মুরত নুরতলুর সঙ্গে মঙ্গলবার দীর্ঘ বৈঠক করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বৈঠকের পর সে দেশের রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে ছবি প্রকাশ করে তিনি লেখেন, কাজাখস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী মুরত নুরতলুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত। এসসিও কাউন্সিল অফ হেডস অফ স্টেট সামিটের আতিথেয়তা এবং ব্যবস্থার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জনাই। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত পারস্পারিক অংশদারিত্ব বৃদ্ধি এবং দুই দেশের সম্পর্ক আরও দীর্ঘ করতে নানান ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমাদের।'

Tender Notice

NIT No.08/24-25.dt.01/07/2024
NIT No.09/24-25,dt.01/07/2024
NIT No.10/24-25.dt.03/07/2024

Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 12 nos) Total Amount Rs. **81,45,595.00/-** Last date of documents Downloading & bid sub. For both **NIT 08/07/2024 upto 11-00 a.m. for NIT No. 8 & 9/24-25 & for NIT No. 10/24-25 its last date- 10/07/2024 upto 12.00 PM.** (Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in)

Sd/- E.O.
Chapra Pan. Samity

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং. জিএসইউ/ইলেক্ট/এএসএন/২০২৩/২১, তারিখঃ ০১.০৭.২০২৪। ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার/ইলেক্ট, গতিশক্তি ইউনিট, আসানসোল, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স এবং সুপারভাইজরি লাইসেন্স ধারক এবং আর্থিক ভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন প্রখ্যাত টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার কেস নংঃ জিএসইউ-ইলেক্ট- ২৩-২১। কাজের নামঃ** অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (পার্ট-II)-র অধীনে নির্ধারিত স্টেশনে সুগম্য ভারত অভিযান -এর অধীনে এসক্যালেটর-এর কাজের ব্যবস্থা। গতি শক্তি ইউনিট আসানসোল-এর আওতাধীনে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম আসানসোলের অন্তর্গত স্টেশনগুলির উন্নয়নের জন্য (মোট ০৪টি, এসটিএল-০২, ইউডিএল-০২টি) অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম-এর অন্তর্গত এসক্যালেটর-এর কাজের ব্যবস্থার অধীনে বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ ঃ- **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ২৫,৭৯,৪০৮.৯৬/-; **বায়না অর্থ (টাকায়)ঃ** ₹ ৫১,৬০০/-; **খোলার তারিখ ও সময়** ঃ ২৯.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৯ (নয়) মাস। **কাজের প্রস্তাবের বৈধতাঃ** খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। ASN-103/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-TENDER NOTICE

e-TENDER are invited by the Prodhan Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia. **e-NIT No: 13e(8)/15th CFC/NADIA/ BGGP/ 2024-25. Memo No:192/BGGP. Dated: 28/06/2024.** Last date of Bid submission: **09/07/2024 up to 12 noon.** For more details please visit : https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia.

TENDER NOTICE

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **eNIT-1-3/2024-25/ CGP/2024 Dated-26/06/2024, eNIT-4 & 5/2024-25/CGP/2024 Dated 28/06/2024 and eNIT-6/2024-25/CGP/2024 dated-02/07/2024 AND eNIT-7/2024- 25/ CGP/2024** dated- **03/07/2024** which is uploaded in the office http://wbtenders.gov.in **FUND:-XV FINANCE COMMISSION (UNTIED & TIED)** Visit the said website to know about those tender.

Sd/- Pradhan
Charkalgram Gram Panchayat

SOMASPUR-I GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

e-Tender ID No	Bid Submission End Date & Time
2024_ZPHD_704819_1	09-Jul-2024 10:00 AM
2024_ZPHD_704819_2	09-Jul-2024 10:00 AM
2024_ZPHD_704819_3	09-Jul-2024 10:00 AM

For details visit website https//wbtenders.gov.in
For any other query please visit the office of undersigned in working hours.

Sd/-
Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat.

Office of the
KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
E-mail – kalatalahatgrampanchayet@rediffmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender is hereby invited by the Pradhan Kalatalahat Gram Panchayat under D/H-II Dev. Block, South 24 Parganas from the eligible contractors for the following works :

A) e-NIT No. : **7/Untied 5th FC (2023-24) 2nd Inst., Memo No.: 125/KHGP/ 2024-25, Date: 02.07.2024.**
B) e-NIT No. : **8/Tied 5th FC (2023-24) 2nd Inst., Memo No.: 126/KHGP/ 2024-25, Date: 02.07.2024.**
C) e-NIT No. : **9/Tied 5th FC (2023-24) 1st Inst., Memo No.: 127/KHGP/ 2024-25, Date: 02.07.2024.**

Bid Submission Closing Date : 09.07.2024 upto 14.00 P.M. Further details are available in the website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan, Kalatalahat Gram Panchayat

Bally Gram Panchayat
Ghoshpara, Nischinda, Bally, Howrah-711227

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works under **15th FC** fund vide **NIT No.-WBZP/BGP/NIT-5/24-25 (Sl. No.-1), WBZP/BGP/NIT-6/24-25 (Sl. No.-1), WBZP/BGP/NIT-7/24-25 (Sl. No.-1), WBZP/BGP/NIT-8/24-25 (Sl. No.-1), WBZP/BGP/NIT-9/24-25 (Sl. No.-1) & WBZP/BGP/NIT-10/24-25 (Sl. No.-1), dated 02.07.2024.** Bid submission start date: **02.07.2024 from 05.00 PM.** Last date of Bid submission : **08.07.2024 up to 02.00 PM.** Date of opening: **10.07.2024 at 02.30 PM.** For details please visit www.wbtenders.gov.in and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Bally Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-05/24-25

Exe. Engr. (Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the work **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_705737_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr. ADDA.

Sd/- Exe. Engr. (Elect.), ADDA

মুড়িগঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত
পাখিরালা, সাগর, দঃ ২৪ পরগনা

ABRIDGED NIT

On behalf of Muriganga-I Gram Panchayat of Sagar Block under South 24 Parganas Dist. invites bids for **SINKING TUBE WELL 8 NOS, C C ROAD 3 NOS, TOILET 1 NO (e-Nit No. 156,157,158)** The last date of submission of online bid is **07/07/2024 upto 3 P.M.** For details please visit www.wbtenders.gov.in

SD/- Pradhan
Muriganga-I GP

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/02/24-25 Dated 03.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP at Shiv Bishnu Mandir A.P. Nagar, at Ward Number 12 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/03/24-25 Dated 03.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP at Ambedkar Road Sona Thakur Mondir, Ward Number 12 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/04/24-25 Dated 03.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP at Health Centre, Ward Number 12, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/05/24-25 Dated 03.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP Vivekananda School at Ward Number 12 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/06/24-25 Dated 03.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP at Rishi Arabinda Setu Park, at Ward Number 12, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/07/24-25 Dated 03.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP at Baishnabpara Juba Chakra Club Play Ground Ward Number 13, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00

Bid Submission end date: **12.07.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL STATE ELECTION COMMISSION
18, SAROJINI NAIDU SARANI
KOLKATA-700 017

NOTICE INVITING E-TENDER

Tender is invited for development of Website of the Commission.
Details available at https://wbtenders.gov.in.
Tender ID: **2024_WBSEC_705787_1**
Last date and time of submission of BID 18.07.2024 up to 11 AM.

Secretary
West Bengal State Election Commission

MADHUSUDANPUR GRAM PANCHAYAT
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas
ABRIDGED NIT CORRIGENDUM

On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites bids **(Vide NIT 155-157/2024,15th FC Untied & 5TH SFC Tied, Dated- 26/06/2024**. The Estimated Cost. Excluding Gst & L. Cess are Rs **187453/-,288669/- 206562/** respectively.Scheme wise separate bid is invited respectively.The last date of submission of online Bid is **10/07/2024 upto 12 P.M.** For details please visit to our GP Office.

Sd/-, Pradhan
Madhusudanpur Gram Panchayat

ময়দান

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 25, KOLKATA, THURSDAY
4 JULY 2024, PAGE 8

কলকাতা ৪ জুলাই ২০২৪

বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় ফিরছেন রোহিত-কোহলিরা, কী কী অনুষ্ঠান রয়েছে আজ?

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রায় চার দিন অপেক্ষা করে বার্বাডোজ থেকে বিশেষ বিমানে ভারতের উদ্দেশে রওনা হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। শনিবার রাত সাড়ে ১১ টায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার ১০৫ ঘণ্টা পর বৃহস্পতিবার বোরে এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমান রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের নিয়ে দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। দলের সঙ্গেই ফিরছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি রজার বিন্নী এবং সচিব জয় শাহ। তার পর বিশ্বজয়ীদের সারা দিন নানা কর্মসূচি রয়েছে। বিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল জানিয়েছেন গোটা পরিকল্পনার কথা।

ভোর ৬টা ভারতীয় দলকে নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমান দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করবে।

বিমানবন্দর থেকে ক্রিকেটারেরা চলে যাবেন দিল্লির একটি হোটেলে। সেখানে কিছু ক্ষণ বিশ্রাম নেবেন রোহিত, কোহলিরা।

সকাল ১১টা বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের সদস্যেরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। নিজের বাসভবনে ভারতীয় দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই অনুষ্ঠানের পর ভারতীয় দল যাবে দিল্লি বিমানবন্দরে। সেখানে অপেক্ষা করবে আর একটি বিশেষ বিমান। ক্রিকেটারেরা যাবেন মুম্বই।

বিকাল ৪টে মুম্বই পৌঁছবে ভারতীয় দল। বিমানবন্দর থেকে একটি হোটেলে যাবেন ক্রিকেটারেরা। সেখানে বিশ্বকাপ জয়ের মূল অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হবেন তাঁরা।

বিকাল ৫টা মুম্বইয়ের নরিম্যান পয়েন্ট থেকে শুরু হবে বিজয় যাত্রা। হুডখোলা বাসে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে থাকবেন রোহিত, বিরাটেরা। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম পর্যন্ত দু'কিলোমিটার রাস্তায় হবে বিজয় যাত্রা। সন্ধ্যা ৭টা ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শুরু হবে অনুষ্ঠান। ভারতীয় দলের হাতে পুরস্কার হিসাবে ১২৫ কোটি টাকা তুলে দেবেন বিসিসিআই কর্তারা। বিশ্বজয়ীদের দেওয়া হবে সংবর্ধনা। বোর্ড সচিবের হাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ট্রফি তুলে দেবেন অধিনায়ক রোহিত। অনুষ্ঠান শেষে নিজেদের বাড়ি ফিরে যাবেন ক্রিকেটারেরা।

বিশ্বকাপ জিতেই ১ নম্বর অলরাউন্ডার পান্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৭ বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। বার্বাডোজে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ২০ ওভারের ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন রোহিত শর্মার দল। বিশ্বকাপজুড়েই ব্যাটে-বলে দারুণ পারফরম্যান্স ছিল দলের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার। বিশ্বকাপে দেড় শর বেশি স্ট্রাইক রেটে ১৪৪ রান করা পান্ডিয়া বল হাতে নিয়েছেন ১১ উইকেট। এমন পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি র্যা ঙ্কিংয়েও পেয়েছেন এই অলরাউন্ডার। প্রথম ভারতীয় পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে আইসিসির টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে ১ নম্বর অলরাউন্ডার হয়েছেন পান্ডিয়া।

ফাইনালে ভয়ংকর হয়ে ওঠা দুই দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান হাইনরিখ ক্লাসেন ও ডেভিড মিলারকে ফেরানো পান্ডিয়া দুই ধাপ এগিয়ে উঠেছেন শীর্ষে। তবে এককভাবে নয়, ২২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষস্থান ভাগাভাগি করছেন পান্ডিয়া। পান্ডিয়া বোলিংয়ে ৬ ধাপ এগিয়ে ৫২ নম্বরে ও ব্যাটিংয়ে ২ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ৬২ নম্বরে।

পান্ডিয়া ছাড়াও আজ প্রকাশিত র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ করে এগিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মার্কাস স্টয়নিস (৩), জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা (৪) ও বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান (৫)। তাঁরা এগিয়েছেন মূলত আফগান অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী চার ধাপ পিছিয়ে দুই থেকে ছয়ে নেমে যাওয়ায়।

টি-টোয়েন্টি ব্যাটিং ও বোলিংয়ে শীর্ষে কোনো পরিবর্তন নেই। অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড ও ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ ধরে রেখেছেন ১ নম্বর জায়গাটা। বোলিংয়ে বড় লাফ দিয়ে দুইয়ে উঠে এসেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার আনরিখ নর্কিয়া। বিশ্বকাপে ১৫ উইকেট নেওয়া ফাস্ট বোলার সাত ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন দ্বিতীয় স্থানে।

এগিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী ভারতের চার বোলার অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যশপ্রীত বুমরা ও অর্শদীপ সিংও। এক ধাপ এগিয়ে সাতে উঠেছেন বাঁহাতি স্পিনার অক্ষর প্যাটেল। তিন ধাপ এগিয়ে আটে উঠেছেন বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব। অবিশ্বাস্য এক বিশ্বকাপ কাটিয়ে সেরা খেলোয়াড় হওয়া পেসার যশপ্রীত বুমরা ১২ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ১২ নম্বরে। তাঁর ঠিক পরের স্থানটাতেই আছেন যৌথভাবে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ভারতীয় পেসার অর্শদীপ সিং। দক্ষিণ আফ্রিকার তাব্রেইজ শামসি ৫ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ১৫ নম্বরে।

বিশ্বকাপ জিতেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দেওয়া রোহিত শর্মা ক্যারিয়ার শেষ করেছেন ৩৬ নম্বরে থেকে। দুই ধাপ এগিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। সাত ধাপ এগিয়ে কোহলি উঠেছেন ৪০ নম্বরে।

জার্মানিজুড়ে তুরস্কের সমর্থকদের বিজয়োল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউরোপীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে তুরস্ক পৌঁছে গেল কোয়ার্টার ফাইনালে। জার্মানির লাইপজিগ শহরে স্থানীয় সময় রাত নয়টায় খেলা শুরু হতেই রক্ষণভাগের খেলোয়াড় মেরিহ ডেমিরাল প্রথম মিনিটে গোল করে তুরস্ককে এগিয়ে নেন।

শুরুর মাত্র ৫৭ সেকেন্ডের মধ্যেই এই গোল। প্রথম কর্নার শটে অস্ট্রিয়ার ক্রিস্টোফ বাউমগার্টনার, স্টেফান পোশ ও গোলরক্ষক প্যাট্রিক পেন্টজকে ফাঁকি দিয়ে বলটি মেরিহ ডেমিরালের পায়ে পড়ে যায়। গোল করতে ভুল করেননি ডেমিরাল।

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে এটি ছিল দ্বিতীয় দ্রুততম গোল। এর আগে আছেন শুধু আলবেনিয়ার নেদিম বেইরামি, যিনি গ্রুপ পর্বে ইতালির বিপক্ষে ২৩ সেকেন্ডে গোল করেছিলেন।

ইউরোপীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে তুরস্ক পৌঁছে গেল কোয়ার্টার ফাইনালে। জার্মানির লাইপজিগ শহরে স্থানীয় সময় রাত নয়টায় খেলা শুরু হতেই রক্ষণভাগের খেলোয়াড় মেরিহ ডেমিরাল প্রথম মিনিটে গোল করে তুরস্ককে এগিয়ে নেন।

শুরুর মাত্র ৫৭ সেকেন্ডের মধ্যেই এই গোল। প্রথম কর্নার শটে অস্ট্রিয়ার ক্রিস্টোফ বাউমগার্টনার, স্টেফান পোশ ও গোলরক্ষক প্যাট্রিক পেন্টজকে ফাঁকি দিয়ে বলটি মেরিহ ডেমিরালের পায়ে পড়ে যায়। গোল করতে ভুল করেননি ডেমিরাল।

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে এটি ছিল দ্বিতীয় দ্রুততম গোল। এর আগে আছেন শুধু আলবেনিয়ার নেদিম বেইরামি, যিনি গ্রুপ পর্বে ইতালির বিপক্ষে ২৩ সেকেন্ডে গোল করেছিলেন।

প্রথম মিনিটেই গোল করে তুরস্ককে এগিয়ে যাওয়ার পর শুরু হয় জার্মানিজুড়ে বসবাসরত ২৯ লক্ষ তুর্কি বংশোদ্ভূত মানুষের উল্লাস। এক গোলে এগিয়ে থেকে বিরতির পর তুর্কি সমর্থকদের উল্লাসের মাত্রা আরও বাড়িয়ে ৫৯ মিনিটে মেরিহ ডেমিরালের দ্বিতীয় গোল।

জার্মানিতে ঠান্ডা ও বৃষ্টিস্নাত আবহাওয়া থাকলেও তুরস্কের সমর্থকদের আনন্দ-উল্লাসের কমতি ছিল না। তবে এই আনন্দের বাঁধ ভাঙে রাজধানী শহর বার্লিনে। বার্লিনে বসবাস করে দুই লক্ষ তুর্কি। ম্যাচ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার তুর্কি সমর্থক রাস্তায় নেমে আসেন। তুরস্কের চাঁদ,তারাখচিত লাল পতাকা নিয়ে গাড়িবহর বের করে বার্লিনের কিছু অংশের ট্রাফিক ব্যবস্থা অচল করে ফেলেন তাঁরা। ভেঁপু বাজিয়েও বার্লিন সরগরম করে রাখেন ওই সমর্থকেরা। বিজয়ের পর জার্মানিতে মোটর শোভাযাত্রা ইতিমধ্যেই তুরস্কের সমর্থকদের মধ্যে ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

বার্লিনের পত্রিকা বার্লিনার জাইটুং জানিয়েছে, খেলা চলাকালে শহরের নয়েকোলন এলাকার হারম্যান স্কোয়ার ও আশপাশের রাস্তা স্তাগুলোর বেশির ভাগই ফাঁকা ও শান্ত ছিল। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে তুরস্কের দ্বিতীয় গোল করার পরই ভক্তরা আস্তে আস্তে রাস্তায় নেমে এসে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন। ফ্যান জোন এবং রাজধানীর জনসাধারণের দেখার স্থানগুলোতে খেলা চলাকালে সমর্থকেরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন, উল্লাস করেন এবং দলের জয়ের জন্য নাচতে থাকেন।

অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ের পর উল্লাস করতে অনেকেই রাস্তায় নেমে আসেন। রাজধানী বার্লিনের শার্লটেনবার্গ, কুর্ফুরস্টেন্ডাম এলাকার রাজপথে ঐতিহ্যবাহী মোটর শোভাযাত্রায় কয়েক শ গাড়ির বহর ওই এলাকাগুলো অচল করে দেয়। শহরের অন্যান্য স্থানেও উচ্চ স্বরে ভেঁপু বাজিয়ে আতশবাজি পোড়ানো হয়। গভীর রাত অবধি এই বাঁধভাঙা আনন্দ,উৎসব চলে। বার্লিনের পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল রাতের ঘটনায় বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। গতকাল জার্মানিতে কিছুটা ঠান্ডা ও বৃষ্টিস্নাত আবহাওয়া সত্ত্বেও বার্লিনের বান্ডেনবার্গ গেটসংলগ্ন প্রধান পাবলিক অ্যারেনাতে ২৩ হাজার লোক খেলাটি উপভোগ করেন।

মাথা ঠান্ডা রাখার পাঠ দিয়েছিলেন স্ত্রী, ধন্যবাদ সূর্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সূর্যকুমার যাদব বাউন্ডারিতে ডেভিড মিলারের ক্যাচটি ঝাঁপিয়ে না ধরলে ভারতের জেতা কঠিন হত। ওই ক্যাচ ধরার জন্য প্রয়োজন ঠান্ডা মাথা। সেটাই করে দেখিয়েছেন সূর্য। আর মাথা ঠান্ডা রাখ ার পাঠ তিনি পেয়েছেন তাঁর স্ত্রী দেবিশার থেকে। বিশ্বকাপ জিতে সে কথাই জানালেন সূর্য।

বিশ্বকাপ জয়ের পর আবেগে ভেসে যান সূর্যকুমার। তাঁকে নিয়েও চলে সতীর্থদের উৎসব। এর মাঝেই সূর্য তাঁর স্ত্রীকে ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, এই প্রতিযোগিতা শুরু হওয়া থেকে আমাকে শান্ত থাকতে বলেছে দেবিশা। ও খুব সাহায্য করেছে আমাকে শান্ত থাকতে। আমি এখনও পর্যন্ত ওকে কিছু বলিনি। কিন্তু আমরা এটা নিয়ে দেশে ফিরব। খুব ভাল লাগছে। প্রথমে ব্যাট করে ভারত

১৭৬ রান করে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১৬৯ রানে। ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন বিরাট কোহলি। তিনি ৭৬ রান করেছিলেন। কিন্তু সূর্যকুমার শেষ ওভারের প্রথম বলে ক্যাচটি না নিলে ভারতের বিশ্বকাপ জেতা কঠিন হত। সেই সূর্য বিশ্বকাপ জেতার পর বলেছিলেন, আমি সময়টা উপভোগ করছি। পরিবারকে পাশে নিয়ে এই দুর্দান্ত সময়টা উপভোগ করছি। আমি জানি না এখন কী বলব। আমার একটু সময় লাগবে। কয়েক দিন লাগবে ধাতস্থ হতে। ভারতে ফেরার পর হয়তো বুঝতে পারব কী করেছি আমরা।

আক্রমণের ঝড়ে রোমানিয়াকে উড়িয়ে শেষ আটে নেদারল্যান্ডস

নেদারল্যান্ডস ৩ ০ রোমানিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৬৬ শতাংশ বলের দখল ও ২৩টি শট। এই পরিসংখ্যান বলে দিচ্ছে ম্যাচটা কতটা একপেশে ছিল। ইউরোর শেষ ষোলোয় রোমানিয়ার বিপক্ষে আজ এমনই দাপুটে ফুটবল উপহার দিয়েছে নেদারল্যান্ডস। রোমানিয়ার ডিফেন্স ও গোলরক্ষক বাধা হয়ে না দাঁড়ালে এ ম্যাচে নেদারল্যান্ডস অন্তত ৬,৭ গোল পেতে পারত।

সেটি না হলেও ৩-০ গোলের জয় নিয়েই শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত করেছে ডাচরা। শেষ আটে ডাচদের প্রতিপক্ষ রাতে মুখোমুখি হতে যাওয়া অস্ট্রিয়া-তুরস্ক ম্যাচের জয়ী দল। মিউনিখে আজ ডাচদের জয়ে জোড়া গোল করেছেন ডনিয়েল ম্যালেন। দলের হয়ে অন্য গোলটি করেন কোডি গাকপো। পাশাপাশি ম্যালেনের প্রথম গোলে সহায়তাও করেন গাকপো।

বায়ার্ন মিউনিখের মাঠ আলিয়েঞ্জ অ্যারেনায় ম্যাচের শুরুটা ছিল ভিন্ন। প্রথম দিকে দুই দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয়। ৬ মিনিটে নেদারল্যান্ডস তারকা জাভি সিমন্সের শট সরাসরি জমা হয় গোলরক্ষকের হাতে। ৮ মিনিটের মাথায় দারুণ এক আক্রমণে ডাচ ডিফেন্সের পরীক্ষা নেয় রোমানিয়া। গোল না হলেও প্রথম ১০ মিনিটেই রোমাঞ্চকর ম্যাচের আভাস দেয় দুই দল। তবে দুই দলের মধ্যে রোমানিয়াই শুরুতে অনেক বেশি গতিময় ছিল। দুর্দান্ত প্রেসিংয়ে ডাচ রক্ষণকে বেশ চাপেও রাখে তারা।

১৪ মিনিটে দুর্দান্ত আক্রমণে পরপর দুবার গোলের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল রোমানিয়া, যদিও অল্পের জন্য গোল পাওয়া হয়নি। রোমানিয়ার আক্রমণাত্মক ফুটবলের বিপরীতে নেদারল্যান্ডস কিছুটা সতর্ক হয়েই খেলার চেষ্টা করে। পাসিং ফুটবলে রোমানিয়ার গতিও মন্থর করে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টাও করে ডাচরা। তেমনই এক আক্রমণে ম্যাচের ২০ মিনিটে নেদারল্যান্ডসকে এগিয়ে দেন কোডি গাকপো। বাঁ প্রান্ত দিয়ে বক্সের ভেতর দুই রোমানিয়ান খেলোয়াড়ের ফাঁদ এড়িয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করেন লিভারপুল তারকা। এবারের ইউরোতে এটি ছিল গাকপোর তৃতীয় গোল।

গোল খেয়েই অবশ্য দমে যায়নি রোমানিয়া। আক্রমণের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে তারা। তবে গোল পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠে নেদারল্যান্ডস খুব দ্রুত ম্যাচ পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। রোমানিয়ান রক্ষণে এ সময় আক্রমণের ঝড় বইয়ে দেয় তারা। ২৬ মিনিটে অল্পের জন্য দ্বিতীয় গোল পাওয়া হয়নি নেদারল্যান্ডসের। স্টেফান ডি ভ্রিজের হেড অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়।

এরপর দুর্দান্ত আক্রমণে একাধিকবার রোমানানিয়ান ডিফেন্স কাঁপিয়ে দিয়েও দ্বিতীয় গোলটি পাওয়া হয়নি নেদারল্যান্ডসের। ডান প্রান্ত দিয়ে মূলত ডেনজিল ডামফ্রিসই সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে ওঠেন রোমানিয়ার জন্য। তাঁকে থামাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছিল রোমানিয়ার ডিফেন্সকে। ৪৪ মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ হেলায় নষ্ট করেন জাভি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে দারুণ একটি সুযোগ তৈরি করে রোমানিয়া, যদিও পাওয়া হয়নি কাঙ্ক্ষিত গোলটি। এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় নেদারল্যান্ডস।

প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও কয়েক মিনিট ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল রোমানিয়ার দখলে। তবে এবারও সে নিয়ন্ত্রণ বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি তারা। দ্রুত কয়েকবার আক্রমণে গিয়ে রোমানিয়াকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে নেদারল্যান্ডস। তবে গোল পায়নি তারাও। ৫৪ মিনিটে ফের দুর্দান্ত ডিফেন্সে নেদারল্যান্ডসকে গোলবঞ্চিত করে রোমানিয়া। ৫৮ মিনিটে কর্নার থেকে ভার্জিল ফন ডাইকের হেড ফিরে আসে পোস্টে লেগে। ৬২ মিনিটে অবিশ্বাস্য গতিতে বল নিয়ে ছুটে এসে শট নিয়েছিলেন গাকপো।

কলম্বিয়ার বিপক্ষে ড্র করে কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়েকে পেল ব্রাজিল

ব্রাজিল ১ ১ কলম্বিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরিষ্কার সমীকরণ মাথায় নিয়ে কলম্বিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল। জিততে পারলে 'ডি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ পানামার মুখোমুখি হতে হবে। জয় ছাড়া অন্য কোনো ফলে সেই ভাগ্যটা হবে না।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সান্তা ক্লারার লেভি'স স্টেডিয়ামে এই লক্ষ্যে মাঠে নেমে ভাগ্যটা নিজেদের পক্ষে আনতে পারেনি ব্রাজিল। কলম্বিয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে দরিভাল জুনিয়রের দল। দুটি গোলই হয়েছে প্রথমার্ধে। ১২ মিনিটে ফ্রি,কিক থেকে দুর্দান্ত গোল করেন ব্রাজিল উইঙ্গার রাফিনিয়া। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোলটি শোধ করেন কলম্বিয়ার দানিয়েল মুনোজ।

৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে 'ডি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে পানামার মুখে ামুখি হওয়া নিশ্চিত করল কলম্বিয়া। ব্রাজিল ৩ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে।

শুধু কঠিন প্রতিপক্ষই নয়, কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের অন্য দুশ্চিন্তাও আছে। হলুদ কার্ড নিষেধাজ্ঞায় সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তারকা উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে পাচ্ছে না ব্রাজিল। কলম্বিয়ার বিপক্ষে হলুদ কার্ড দেখ ায় নিষেধাজ্ঞাটি পেতে হলো ভিনিকে।

প্রথমার্ধ যে মেজাজে শেষ করেছিল দুই দল, বিরতির পর শুরু করেছে সেখান থেকেই। পাল্টাপাল্টি আক্রমণে লেভি'স স্টেডিয়ামের গ্যালারিভর্তি দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছিল দুই দল। তবে ৮৩ মিনিটে পাওয়া গোলের সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারায় কপাল চাপড়াতে পারেন কলম্বিয়ার খেলোয়াড়েরা। বাঁ প্রান্ত থেকে লুইস দিয়াজের পাস থেকে ব্রাজিলের গোলকিপার আলিসনকে সামনে একা পেয়েও গোল করতে পারেননি কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড রাফায়েল বোরে। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের এটাই সেরা সুযোগ ছিল কলম্বিয়ার।

দ্বিতীয়ার্ধে মাঝমাঠ থেকে কলম্বিয়ান রক্ষণ চিড়তে সুচের মতো কিছু পাস ছেড়েছেন ব্রাজিল মিডফিল্ডার ব্রুনো গিমারাইস। ভিনিসিয়ুস সেগুলো ধরতে পারলেও কাজে লাগাতে পারেননি কড়া মার্কিংয়ে থাকায়। গোলের নেশায় মরিয়া ব্রাজিল ৭০ মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর রদ্রিগো, গিমারাইস জোয়াও গোমেজকে তুলে এদেরসন, দগলাস লুইজ ও সাভিওকে মাঠে নামিয়েছে। শেষ ২০ মিনিট বেশ চড়াও হয়ে খেলার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু কাজের কাজ যেটি, সেই গোল করতে পারেনি। ৫৯ মিনিটে দূরপাল্লার শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি পেতে পারতেন রাফিনিয়া। কলম্বিয়ান গোলকিপার ভারগাসের দৃঢ়তায় হয়নি। যোগ করা সময়ের ৪ মিনিটে গিমারাইজের বাঁকানো শট ভারগাস না ঠেকালে অবশ্য ম্যাচের ফল অন্য রকম হতে পারত।

প্রথমার্ধে রোমাঞ্চকর ফুটবল উপহার দিয়েছে দুই দল। কলম্বিয়া গুছিয়ে উঠতে সময় নিলেও ব্রাজিল শুরু থেকেই ছিল আক্রমণাত্মক। গতিময় খেলেছে বাঁশি বাজার পর থেকেই। কলম্বিয়াও ছেড়ে দেয়নি। ৮ মিনিটে প্রায় ৩৫ গজি ফ্রি,কিকে ব্রাজিলের পোস্ট কাঁপান কলম্বিয়ান অধিনায়ক হামেস রদ্রিগেজ। দর্শকেরা দারুণ ফ্রি,কিকটি দেখে ধাতস্থ হয়ে উঠতে না উঠতেই চার মিনিট পরই দেখা গেল আরেকটি দুর্দান্ত ফ্রি,কিক। এবার সেটি ব্রাজিলের পক্ষে।

প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে নেওয়া সেই ফ্রি,কিক থেকে রাফিনিয়ার করা গোল ব্রাজিলের ভক্তদের

অনেক দিন মনে থাকবে। বাঁ পায়ের জোরালো শটে বলটা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে জালে পাঠান বার্সেলোনা উইঙ্গার। কোপা আমেরিকায় কলম্বিয়ার বিপক্ষে ১৯৯৭ সালের পর সরাসরি ফ্রি,কিকে এটাই প্রথম গোল ব্রাজিলের। আর এই টুর্নামেন্টে ২৫ বছর পর সরাসরি ফ্রি,কিক থেকে গোল পেল ব্রাজিল। সর্বশেষ ফ্রি,কিক থেকে গোল পেয়েছিল ১৯৯৯ সালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে।

গোল হজম করে পিছিয়ে পড়া কলম্বিয়া মোটেও ঢিমেতালে খে লেনি। ১৫ মিনিটে কলম্বিয়ান উইঙ্গার লুইস দিয়াজের পাস থেকে দারুণ ভলি করেছিলেন রদ্রিগেজ। বল পোস্টের ওপর দিয়ে চলে যায়। দুই মিনিট পর আরও একটি ফ্রি,কিক পায় ব্রাজিল। রাফিনিয়া এবার বল পোস্টে রাখতে পারেননি। ম্যাচের ১৭ মিনিটের মধ্যে তিনটি ফ্রি,কিক পাওয়া ব্রাজিলকে দুই মিনিট পরই জাল থেকে বল কুড়োতে হয়েছে। রদ্রিগেজের ক্রস থেকে বল জালে পাঠিয়েছিলেন কলম্বিয়ান সেন্টারব্যাক দাভিনসন সানচেজ। লাইন্সম্যান অফসাইডের পতাকা তুলে ধরেন। পরে ভিএআরও জানিয়ে দেয়, সানচেজ অফসাইডে থাকায় গোলটি হয়নি।

ম্যাচে ২৪ মিনিটের পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। টাচলাইনে একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে ব্রাজিল মিডফিল্ডার হোয়াও গোমেজ ও কলম্বিয়ান মিডফিল্ডার জেফারসন লারমার মধ্যে বেঁধে গিয়েছিল। দুজনেই হলুদ কার্ড দেখেন। পরবর্তী পাঁচ-ছয় মিনিট এ নিয়েই খেলার মাঝে কথা-কাটাকাটি ও ধাক্কাধাক্কি চলেছে। এর মধ্যে ৩৪ মিনিটে আবারও ফ্রি,কিক থেকে ব্রাজিল গোলকিপার আলিসনের পরীক্ষা নেন কলম্বিয়ার তারকা মিডফিল্ডার রদ্রিগেজ।

প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ২ মিনিট আগে ভিনিসিয়ুস কলম্বিয়ান বক্সে পড়ে গেলে পেনাল্টির দাবি করেছিল ব্রাজিল। ভিএআর প্রযুক্তিতে দেখা যায়, সেটি মোটেও ফাউল ছিল না। কলম্বিয়া ম্যাচে ফিরেছে ঠিক এক মিনিট পরই। ফরোয়ার্ড জন কর্দোবার থ্রু পাস ধরে সমতাসূচক গোল করেন রাইটব্যাক দানিয়েল মুনোজ। তবে পরিসংখ্যানে তাকিয়ে ব্রাজিল নিশ্চয়ই তখনো বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিল। এই টুর্নামেন্টে ম্যাচে প্রথম গোল করে গত ৪৫ বছরে কখনো হারেনি ব্রাজিল; যদিও শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত ফলটি পায়নি।

প্রথমার্ধে ৮টি শট নিয়ে ৪টি পোস্টে রেখে কলম্বিয়া বেশ ভালো খেলেছে। ব্রাজিল ৩টি শট নিয়ে পোস্টে রাখতে পেরেছে ২টি। প্রথমার্ধে দুই দল মিলিয়ে ফাউলের সংখ্যা মোট ১৭টি। ম্যাচের ৭ মিনিটে রদ্রিগেজকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখা উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস নিষেধাজ্ঞার কারণে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে পারবেন না।

কোস্টারিকার বিদায়

'ডি' গ্রুপ থেকে নিজেদের শেষ ম্যাচে প্যারাগুয়েকে ২,১ গোলে হারালেও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেনি কোস্টারিকা। গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হলো দলটিকে। ৩ ম্যাচে ১টি করে জয়, হার ও ড্রয়ে মোট ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে তৃতীয় হয়েছে কোস্টারিকা। ৩ ম্যাচে কোনো পয়েন্ট না পাওয়া প্যারাগুয়ে গ্রুপের তলানিতে। ডি গ্রুপের দুই শীর্ষ দল কলম্বিয়া ও ব্রাজিল উঠেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। টেক্সাসে কিউটু স্টেডিয়ামে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচের ৭ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করেছে কোস্টারিকা। ফ্রান্সিসকো ক্যালভাও ৩ মিনিটে গোল করে এগিয়ে দেওয়ার ৪ মিনিট পর গোল করেন জোসিমার আলকোসের। প্যারাগুয়ের হয়ে ৫৫ মিনিটে গোলটি করেন র্যানমন সোসা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**